মহারাজের কথা

মহারাজের কথা

—প্রথম ভাগ—

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

কলিকাতা

প্রকাশক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩৪৭

মুদ্রাকর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও কালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস
২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পূর্ব্বাভাস

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ প্রচার করার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন ক'রে সেখানে ধারাবাহিক ভাবে গীতা, বেদান্ত, রাজযোগ এবং তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'Spiritual Unfoldment' অবলম্বনে ক্লাস-লেকচার দিতে থাকেন। সে সময়ে 'সমিতি' অস্থায়ীভাবে সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ-এ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল।

সেই সময়কার এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যান যা আমি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলুম তার কিয়দংশ এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হলো। কিন্তু এই ক্লাস-লেকচার ছাড়া স্বামিজী অন্য সময় যে সব উপদেশ দিতেন সেগুলিরও কিছু কিছু এই পুস্তকে আছে। তাদের পার্থক্য দেখাবার জন্যে সেই অংশগুলি তারকা চিহ্নিত (★) ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে স্বামিজীর কোন কোন উক্তি নিয়ে পাদটীকায়

ও পরিশিষ্টে স্বল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পতঞ্জলির সূত্র নিয়ে স্বামিজীর যে সব ব্যাখ্যান এই পুস্তকে আছে সেগুলি প্রাথমিক আভাস মাত্র। ওই সূত্রগুলি আবার তুলে পরবর্ত্তী ক্লাস-লেকচারে তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে। তা ছাড়া মহারাজের জীবনের শেষের দিকে তিনি তাঁর জ্ঞানের যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য মুক্তহস্তে বিতরণ করেছিলেন সেই অতুলনীয় জ্ঞানগর্ভ বাণীর সবগুলি নতুন নতুন তথ্যের সমাবেশে আরও সুন্দর—আরও গভীর। দুঃখের বিষয় সেগুলি এই পুস্তকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে উঠলো না।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৪৭

প্রকাশক

অবতরণিকা

মঠ, মন্দির, শাস্ত্র, তস্য ভাষ্য, তস্য টীকা চিরদিনই আছে। এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না, শুধু অভাব হয় মানুষের। সত্যের জ্বলন্তরূপ যে দেখেছে সেই মানুষই মঠ মন্দিরকে প্রাণবান করে, শাস্ত্রের গহন তত্ত্ব শতদলের মতন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে সেই জীবনালোকে। তার স্পর্শে আমাদের চলতি ধারণা যায় উলটে, সন্দেহ যায় স'রে, জাগে বিশ্বাস পরম নির্ভরতায়—ভগবান যে আছেন, তাঁকে সত্যিই পাওয়া যায়। তার স্পর্শেই উন্মুক্ত হয় সেই আঁধারঘেরা আলো-মাখান রাজ্য—উদ্ভাসিত হয় বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ মানবের নয়নে পরমশিবের সেই পরম রূপ। এ হেন মানুষের জীবনেই আছে সুরের সেই রেশ যা হারিয়ে আজ আমরা সর্ব্বহারা। তাইতো দেখি ছেয়ে গেছে আজ সকল আকাশ কামনার বহ্নিশিখায়—রিরংসার তীব্র দহন জ্বালায়। সহস্র শিখায় লেলিহান তার ভোগলিপ্সা—নাগিনীর রূপ ধ'রে উদ্গার করছে নীল হলাহল। জুড়েছে পৃথিবীর বুকে দানবীয় নৃত্য। আজকের চিন্তাধারায় গা ঢেলে আমরাও একদিন ভাবতুম ধর্ম্মটা জাতির স্কন্ধে বোঝা, আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যের মূলে আছে এই সর্ব্বনেশে নেশা, জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হবে তখন যখন ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা যাত্রা সুরু করবো। চিন্তার এই ধারা ব্যাহত হলো যখন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দকে দেখলুম—তাঁর কথা শুনলুম।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে কত বিচিত্রভাবে তাঁকে দেখেছি—কত কথাই না শুনেছি। কী বিশাল ছিল তাঁর মনীষা, কী গভীর ছিল সে জ্ঞান, কী অনন্যসাধারণ নির্ভীকতা, কী অপ্রমেয় আদর্শনিষ্ঠা! সে মনীষায় আলো আর আগুন দুইই ছিল। অনেকেরই জ্ঞানের শিখা সে দীপ্তিতে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আমেরিকায় James-এর মতন চিন্তাশীল দার্শনিক তাঁর কাছে একত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে শেষের দিকে বলবার কিছুই খুঁজে পান নি। Jackson, Lanman, Trine প্রভৃতি কত মনীষী তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন একান্ত অনুরাগের সহিত। Dr. Heber Newton-এর মতন পরম পণ্ডিত তাঁর নিজের চার্চ্চে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে স্বামিজীর ক্লাসে যেতে বলতেন। স্বামিজীর 'Religious Ideas of the Hindus' বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত Unitarian Minister—Dr. Cutter সানন্দে বলেছিলেন—'Swami, I do not know whether I have made you a better Hindu, but surely you have made me a better Christian.'

আবার গোঁড়ার দল কূট প্রশ্নবাণে তাঁকে পরাস্ত করতে এলে এক কথায় থামিয়ে দিয়েছেন তাদের কতবার। প্রশ্নকারীর দল অবাক হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল—'Swamiji is a wizard in answering questions.'

আমেরিকার কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের কিছু পরেই দুর্ব্বার প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে সঙ্গতিসম্পন্ন অনেকে যখন ধ'রে বসলো সেখানকার মঠের অধ্যক্ষ যে চিরকাল ভারতের সন্ন্যাসীরাই হবে তা নয়, তারা খুসি মত যে কোন লোককে নিয়ে এসে বসাতে পারবে, স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সেই তরুণ বয়সেই তাদের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে নির্ভয়ে নব উদ্যমে বেদান্ত সোসাইটী নিজেই গড়লেন। আজ আমরা

হয়তো ঠিক বুঝতে পারবো না কতখানি সাহস দরকার হয়েছিল সেদিন সুদূর বিদেশে সেই নির্বান্ধব নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর।

স্বামী বিবেকানন্দের পর কী বিপুল উদ্যমে তিনি ব্যাপকভাবে ইউরোপ তথা আমেরিকার বিদ্বৎসমাজে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর চিন্তাশীল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিছু কিছুও যা পাওয়া যায় তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে থাকা যায় না। সাধারণ মিশনারীদের কথা ছেড়ে দিলেও উদারহৃদয় পণ্ডিতেরা জ্ঞানের এই একনিষ্ঠ তরুণ তপস্বীর প্রতিভাকে সাগ্রহে বরণ ক'রে নিতে কোনদিন কুণ্ঠিত হন নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক এবং Dr. Janes প্রমুখ একাধিক সুধী ও সুবিদ্বান ব্যক্তি তাঁর অপূর্ব্ব মনস্বিতার পরিচয় পেয়ে যা বলেছিলেন সে সম্বন্ধে আমেরিকার Toronto Saturday Night-এ যা সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র তাই এখানে উদ্ধৃত ক'রে বাকী সব কিছু সমাদররাশির কথা তাঁর জীবনীর ভবিষ্যৎ রূপকারের জন্তে রেখে দিয়ে এখনকার মতন ক্ষান্ত হলুম।

"The work begun by Vivekananda has since 1897 been carried on by Abhedananda, a Swami, who, before coming to America, had been lecturing in London, England. The latter's wonderful intellect—for a noted professor of Columbia University has said that he considers Abhedananda to have the most brilliant philosophical mind to be found anywhere in the world to-day—soon drew to him a number of earnest, intelligent students, and in 1898 the Vedanta Society was incorporated. The growth of the

society since that time has been rapid, and now it numbers among its members such well-known scholars as Dr. R. Heber Newton, Charles R. Lanman, LL. D., Professor of Sanskrit of Harvard University, and Hiram Corson, LL. D., Litt. D., Professor of English Literature, Emeritus, at Cornell University.

Swami Abhedananda has met in philosophical discussion, practically all of the most prominent men of America. He has lectured before the Universities of Columbia, Cornell, Berkeley, California and Harvard. The late Dr. Jaynes declared that he had never assisted in all his life at so learned and brilliant an intellectual display as when after luncheon in the house of Professor William James, who is perhaps the greatest living psychologist, Professor James and Swami Abhedananda discussed Unity, or Monism, *vs.* Dualism, or, as Professor James upheld it, Multiplicity. Even Professor James was finally forced to admit that from the Swami's standpoint it was impossible to deny ultimate unity, but declared that he still could not believe in it."

এই মনীষা, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি, সুনিবিড় দার্শনিকতা, সুগভীর জ্ঞান যা তাঁর জীবনে সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত ঐক্যে পুষ্পিত হয়েছিল এ সবের উপরেও তাঁর চরিত্রের যে পরম মাধুর্য্য ছিল সেটী হচ্ছে তাঁর আশ্চর্য্য সরলতা, আর অকারণে

সবাইকে ভালবাসা। আজ যখন সে সব কথা ভাবি তখন মনে হয় তিনি যে কে ছিলেন তা জানি না। কেবল জানি আমাদের জন্যে তাঁর ছিল একটা গভীর টান। তিনি ছিলেন প্রেমিক, সত্যিকার দরদী। তাই যা কিছু প্রাণবান তার প্রেরণা পাই তাঁর কাছ থেকে। বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে গিয়ে ভোলেন নি তিনি স্বদেশের দুঃখ, স্বজাতির ব্যথা। স্বল্প কথায় 'India and Her People'-এ যা বলেছেন সেখানে চাপা থাকে নি দেশের দুঃখে কেমন ক'রে কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর প্রেম-জলধি ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাঙলার নয়, ভারতের নয়—নিখিল মানবের অন্তরবেদীর নিরালায় যুগে যুগে পাতা তাঁর কালজয়ী সিংহাসন!

মানুষ যে এত সরল হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস করতুম না। কতবার তাঁকে দেখেছি ক্ষমার ঠাকুর রূপে তাকিয়ে আছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে। কত লোক এসেছে, ভক্তি জানিয়েছে, প্রণাম করেছে, কৃতকৃতার্থ হয়ে চ'লে গেছে। আবার কতজনে এ সোণার আদর্শ নির্ম্মমভাবে অস্বীকার ক'রে গেছে। কিন্তু যাঁর সামনে এ সব ঘটেছে তাঁর হাসি—সেই দেবদুর্ল্লভ হাসি কেউই ম্লান করতে পারে নি। কী দুঃখদায়কই কী অশান্তিভরা না জানি হবে তাদের জীবন যারা তাঁকে কাছে পেয়েও পায় নি। কত প্রশ্ন নিয়ে কতবার তাঁকে উত্যক্ত করেছি, হাসিমুখেই তিনি উত্তর দিয়ে গেছেন—আজ চেষ্টা ক'রেও তা ভুলতে পারি না।

তাঁর লেখা বা বলার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা কোন হেঁয়ালি ছিল না। ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন—হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ সত্যের সেই অপরূপ রূপ যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন সত্যদ্রষ্টা সেই ঋষিদের কথার মধ্যে ছিল একটা

অনন্নুভূত স্বচ্ছতা যা এই হাজার হাজার বছর ধ'রে সারা মানব জাতির প্রাণের মধ্যে প্রেরণা দিচ্ছে। এই যে বলার ভঙ্গিমা এটা যে কেবল সেই তাঁদেরই একচেটে ছিল তা নয় সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মধ্যে যেখানেই মানুষ জেনে প্রকাশ করেছে সেই পরমকারণকে সেখানেই তার ভাষার মধ্যে ফুটে উঠেছে এই ভঙ্গী, এই রীতি, এই ধারা। স্বামিজীর লেখার মধ্যেও চোখে পড়ে প্রথম এই জিনিষটি। তার মধ্যে পাই একটী শক্তি অন্তের মুখে যা হয় ধার করা—যা হয় নিছক ফাঁকা। কথার জাল বুনে তিনি হেঁয়ালি সৃষ্টি করেন নি। ভাষা যেন তরতরে—বেগবতী স্রোতস্বতীর মতন আপনার আনন্দে চলেছে সেই মহাসাগরের পানে।

তাঁর মন ছিল বিচারশীল। তাই দেখি কী লেখায় কী বক্তৃতায় একটী প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে তন্ন তন্ন বিচার ক'রে চলেছেন সূক্ষ্ম বুদ্ধির দৃষ্টি নিয়ে। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ তুলে তিনি তাদের শেষ করেছেন একটী পরিপূর্ণ অখণ্ড দৃষ্টির দ্বারা। এই যে সম্যক দৃষ্টি এইটী তিনি পেয়েছিলেন আত্মসমাহিত জ্ঞানে। এই অধ্যাত্মা-নুভূতিতেই ভারতীয় দর্শনের স্বাতন্ত্র্য। জীবনে তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের স্থান আছে কিন্তু সেইটীই শেষ কথা নয়। সকল বিতর্কের পারে যিনি 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্' সেই পুরাণ পুরুষ—তাঁকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়, কী তপস্যায় প্রসন্ন হন তিনি, কী সম্পদের অধিকারী হয় মানুষ তাঁকে পেয়ে—তার ইঙ্গিত পাই মহারাজের এই বাণী সমুচ্চয়ে।

সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য এই যে সৃষ্টি—এই যে নিয়তচঞ্চল পরম্পরার অনাদি প্রবাহ—এর আড়ালে কী আছে? অনুসন্ধিৎসু মানবমনকে সত্তার গভীরতম প্রদেশে গিয়ে তাকে জানবার জন্যে স্বামিজী উৎসাহ

দিয়ে গেছেন দিনের পর দিন তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে দরদ ভবিষ্যৎ যুগের সেই অনাগত তীর্থযাত্রীর জন্যে—সাধকের জন্যে যার মনে স্বল্পমাত্রায় জাগবে ভগবানকে পাবার আকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর যাঁরা তাঁরা দেখেছি সকলেই উদ্বুদ্ধ একই প্রেরণায়—যা নিযুক্ত করে তাঁদের মনকে নিখিল বিশ্ব-মানবের কল্যাণ চিন্তায়। তাই দেখি এই প্রেরণা স্বামিজীকে দিয়েছিল একটা আবেগ—একটা দরদ সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্যে। এই যে দরদ, এই যে আবেগ—এ কিন্তু সংযত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানের দীপ্ত প্রভায়। লেখা কি বলার মধ্যে আছে একটা সাবলীল গতি অথচ ধীর শান্ত সমাহিত ভাব। ভাবের উচ্ছল আবিলতা, চিন্তার বিলাসিতা, যুক্তির দাম্ভিকতা এ সবের পরিচয় তাঁর লেখায় পাই না। পাই সেখানে শুধু সতেজ ভাবে পরিস্ফুট সত্যের সেই নির্ম্মল নিরবদ্য কল্যাণময় রূপ।

স্বামিজীকে ঠাকুর বলেছিলেন—'তুই একঘেয়ে হোস্ নি। এক-ঘেয়েমি ভাল নয়।' উত্তরকালে স্বামিজী যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সবের মধ্যে তাই যেন দেখি 'একঘেয়েমি ভাবটা' কোথাও নেই। জ্ঞান-রাজ্যের এমন কোন বিষয় নেই যেখান থেকে কিছু না কিছু আহরণ ক'রে ব্যক্তব্য বস্তুকে তিনি পরিপূর্ণ আকার দেন নি। বহুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে গেছেন।

ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে সত্যের উপলব্ধি এবং এদেশে পরিব্রাজক অবস্থায় সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করার পরে আমেরিকায় গিয়েও এই সত্যকে কালোপযোগী ক'রে প্রচার করবার জন্যে স্বামিজীকে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত ব্যুৎপত্তি

লাভ করতে হয়েছিল। এ রকমেই তাঁর জ্ঞানের ভূক্তার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ওদেশে অবস্থানকালে Clark University-র Summer School for Teachers-এ যোগদান ক'রে একনিষ্ঠ ছাত্রের মতন Physiology, Neurology, Anatomy, Anthropology প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে Harvard University-তে Professor Royce, Professor William James প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও শুনেছিলেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিম্বা অন্যান্য স্থানে ওই সব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিজেদের বক্তৃতার পর স্বামিজীর কাছ থেকে আবার কিছু শুনতে চাইলে তিনিও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান দিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে Free Religious Association of America-র বার্ষিক মহাসম্মেলনে বহু সুবিদ্বান ব্যক্তির সম্মুখে দার্শনিকপ্রবর Prof. Royce-এর বক্তৃতার পর তিনি 'Conception of Immortality' সম্বন্ধে বলতে উঠে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেছিলেন। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেছিলেন— 'Christianity misses its ideal when it turns to dogmas and beliefs, instead of pursuing soul culture.' এমনি আর একবার ওই Prof. Royce-এরই Nietzsche সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার পর তিনি বেদান্তের চিন্তাধারার সহিত Nietzsche-এর মতবাদ নিয়ে এক তুলনামূলক আলোচনা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্বামিজীকে লেখা Prof. Jackson-এর একখানি চিঠিতে দেখি অধ্যাপকপ্রবর লিখছেন—'Your lecture last year was exactly what I wished for my students and for the friends of the

Department. It would be a great pleasure to hear you again.'

স্বামিজীর এই নানাপ্রকার বক্তৃতায় মধ্যে Metaphysic নিয়ে সুপরিচিত আলোচনাগুলির পরেই আসে তাঁর Lectures on True Psychology। আত্মা তো দূরের কথা মন ব'লেও কিছু না ধ'রে মানুষ যে একটা যন্ত্রমাত্র—এই রকম ভাবে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব অনুশীলন চলেছে তার একাধিক মতকে খণ্ডন ক'রে স্বামিজী তাঁর ওই 'True Psychology' বক্তৃতায় প্রতিপন্ন করেছেন Schopenhauer-এর কথার মতন যা দাঁড়ায়—'Psyche'less psychology is no psychology.

Ethics of Vedanta নিয়েও স্বামিজীর অনেক বক্তৃতা আছে। সব কথা বলবার স্থান এখানে নেই। এখানে এই বললেই চলবে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিতই অদ্বৈতবাদের মধ্যে নীতিবাদের ভিত্তি যেন দেখতে পান না। নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ —এর কদর্থই তাঁরা করেন। অদ্বৈতানুভূতি হলে 'মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না' এ রহস্যের কোন সন্ধানই তাঁরা নিজেদের উর্বর মস্তিষ্কে খুঁজে পান না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই চরম অনুভূতির সন্ধানকে লক্ষ্য ক'রে বলেন যে এই 'pursuit is not a pursuit of perfect character, but of perfect characterlessness.' এই জাতীয় পণ্ডিত Jacob-ও তাঁর 'Hindu Pantheism'-এ লিখেছেন—'The system of Vedanta is rightly charged with immorality......What moral results could possibly be expected from a system so devoid of motives for a life of true purity?' আমাদের দেশেও রাজা রামমোহন

প্রমুখ অনেকেই অদ্বৈতবাদের মধ্যে নীতিবাদ ঠিক দাঁড়াতে পারে না ভেবে খৃষ্টীয় নীতিবাদের দিকে ঢ'লে পড়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের পরে মহারাজ ঠিক এর পালটা উত্তর দিয়েছেন: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'—Christ-এর এই উক্তির ঠিক ঠিক যুক্তিসঙ্গত কারণ এক বেদান্তেই পাওয়া যায়। নিজেকে কেউই ঘৃণা করে না। কাজেই অপরের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলে ভাল না বেসে থাকতে পারে না। 'Spiritual Evolution of the Soul' বক্তৃতায় মহারাজ বলেছেন—'The law of the survival of the fittest is the animal law. The ethical law is to help others, and to make others fit to survive....

We cannot expect to be spiritual unless we have passed through the gate of morality. We must be unselfish first, then we shall learn what spiritual perfection is.' Moral plane হচ্ছে 'intermediate stage।' তার উপর আছে 'spiritual plane' যা অন্ততঃ সাধারণ পণ্ডিতের কাছে অজানা।

Spiritualism সম্বন্ধেও স্বামিজীর অনেক কিছু জানাশোনা ছিল। তিনি এর ভাল মন্দ দুই দিকই দেখিয়েছেন। ভালর মধ্যে মৃত্যুর পর মানুষ যে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন লোকে যায়—এর অনেক প্রমাণ প্রেততত্ত্ববাদীরা দেওয়ায় খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রচলিত সংস্কার অচল হয়ে পড়েছে। তবে এর চর্চ্চায় ক্ষতিও আছে যথেষ্ট। যেমন medium-রা দেহ ও মনের দিক দিয়ে দুর্ব্বল হয়ে যায়। সাধারণতঃ seance-এ earth-bound spirit-গুলোই এই সংসারের মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে এখানে আসে এবং তারা আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি উচ্চতর বিষয় সম্বন্ধে

কোনই সদুত্তর দিতে পারে না। অথচ এদের কথা শুনেই আমরা পরলোক সম্বন্ধে যা তা ধারণা ক'রে বসি।

আমেরিকায় Christian Science-এর খুবই প্রভাব। কিন্তু এই মত যে ভারতীয় দর্শনের কাছে কতখানি ঋণী সে কথা এই মতাবলম্বীরা স্বীকার করতে চান না। এই মতের প্রবর্ত্তক Mrs. Eddy-র 'Science and Health' পুস্তকের বহু বহু সংস্করণ ওদেশে বেরিয়ে গেছে। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ সংস্করণ যা এখন দুষ্প্রাপ্য তার অষ্টম অধ্যায়ে গীতা থেকে স্পষ্ট উদ্ধৃত বাণী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বামিজী অনেক অন্বেষণের পরে এই সব reference প্রকাশ ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এই মত ভারতীয় দর্শনের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত।

Christianity সম্বন্ধে স্বামিজীর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই তিনি জানতেন। আমরা সাধারণতঃ চারখানা Gospel-এর খবরই জানি। Bishop Irenius-ই কি প্রথম এই চারখানা Gospel-এর উল্লেখ করেন নি? এ চারখানাই হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি যে বলেছিলেন—'For, since there are four quarters of the earth, four elements, four seasons and four cardinal winds, the church ought to have four pillars; for this reason there should be four Gospels.'—তা বর্ত্তমানে কেমন ক'রে যে মানা যায় বুঝি না। Apocryphal Gospel ইত্যাদি বাদই বা পড়লো কেন? Paul যে 'salvation by faith' প্রচার করেছিলেন তা কি খুব যুক্তিসঙ্গত আর তার ফল কি ভাল হয়েছে? তা ছাড়া Paul কি সব সময় Christ-এর ভাবই প্রচার করে-ছিলেন? Epistle to the Galatians-এ (2.11.) Peter ও

Paul-এর মধ্যে অনৈক্যের যে সূত্র পাওয়া যায় তার উল্লেখ ক'রে স্বামিজী বলেছেন—'It is a well-known fact that Paul did not preach the religion of Christ; if he did, he could not have boasted that he withstood Peter at Antioch to his very face.'

এ সব টুকরো টুকরো আলোচনা ছেড়ে দিয়ে দেখি Christ-এর ঐতিহাসিকত্বে কিন্তু স্বামিজী সন্দিহান ছিলেন না। Christ-এর প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় অনুরাগ।

'Reincarnation' নিয়ে তাঁর যে বক্তৃতামালা আছে সে রকম একখানা বই আর কখনও পড়েছি ব'লে মনে হয় না। কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক—এঁদের থেকে উদ্ধৃত বাণীর দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে তাঁর এই যে অবদান—এ তাঁরই সাজে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখিয়েছেন কি ভাবে ইহুদীরা ব্যাবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটির (Babilonian Captivity-র) পর প্রাচীন পারসিকদের কাছ থেকে শোনে theory of resurrection-এর কথা। অবশ্য তার আগে যে এদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না তারও প্রমাণপঞ্জী স্বামিজী দিয়েছেন। পরের যুগে খৃষ্টানদের মধ্যে কেমন ক'রে এই মত প্রবলভাবে স্বীকৃত হলে তাঁরা প্রচার করলেন এ একমাত্র তাঁদের Christ-এর অলৌকিক জীবনেই সম্ভব, অপরের বেলায় নয়—আজকের দিনে আবার miracle-এর এই দোহাই চলে না ব'লে বিজ্ঞান এতে কেনই বা সায় দেয় না—এই সব কথা দার্শনিক ভাবে বিচার ক'রে শেষের দিকে স্বামিজী তুলেছেন Plato-র theory of metempsychosis। তাও আবার ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যদের মতের সঙ্গে কোথায় মেলে, কোথায় মেলে না আর কেনই বা মেলে না এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

দেখিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুর পুনর্জ্জন্মবাদ (theory of reincarnation)।

বহু যুক্তির অবতারণার দ্বারা মায়াকে 'সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া' ইত্যাদি ব'লে পরে ত্রিকালে অবাধিত সৎ-এর যথার্থ রূপ যে ভাবে আচার্য্য শঙ্কর ধরেছিলেন স্বামিজী সেই পথে না গিয়ে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোকে সহজ সরলভাবে সর্ব্বসাধারণের কাছে ঔপনিষদিক সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর 'Spirit and Matter' বক্তৃতায় matter বলতে দার্শনিক Mill, Spencer-এর কথা ছাড়া বৈজ্ঞানিক Haeckel, Thomson প্রভৃতি যা বলেছেন তা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রে শেষে দেখিয়েছেন——'The objective side of that Substance (ব্রহ্ম) appears as matter.' এবং ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন—'This universe is like a gigantic magnet, one pole of which is matter, and the other is spirit, while the neutral point is the Absolute Substance.' সুতরাং neutral ব্রহ্মে গেলে matter কি মিথ্যা হয়ে যায় না? ওই পুস্তকেরই 'Knowledge of the Self' বক্তৃতায় এইটাই আরও পরিস্ফুট ক'রে তাই তিনি বলেছেন—'It (ব্রহ্ম) also appears as the object of consciousness; then it is called matter. The Absolute Being, however, is neither matter nor is it the same as ego.' বিবর্ত্তবাদ আর কাকে বলে?

Kant-এর মতে world of reality-র যথার্থ রূপ আমাদের কাছে অজানা আছে এবং থাকবেও। নীল চশমা পরলে সব নীল দেখায় কিন্তু সব জিনিষ কিছু নীল নয়। তেমনি আমাদেরও সব চশমা আছে। প্রথম হচ্ছে time and space—তিনি যাকে বলতেন forms of intuition। এর ফলে আমাদের জগৎ দিক কালের দ্বারা বিশেষিত

হয়। তার পরে আছে categories (যথা একত্ব ও বহুত্ব, বস্তু ও গুণ, কারণ ও কার্য্য ইত্যাদি)। এইরূপে আমরা জানছি world of phenomena-কে।

If, nevertheless, human knowledge persists in endeavouring to overstep the narrow limits of experience, i. e., to become transcendent, it involves itself in the greatest contradictions.' * আত্মা, ভগবান, জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। তাই Kant-কে নৈতিক বিশ্বাসের (moral faith) দোহাই দিয়ে প্রমাণ দেখাতে হয়েছিল।

বাহিরে কি আছে তা জানা যায় না এ কথা স্বামিজীও বলেছেন। কিন্তু তিনি এখানে থামেন নি। 'All scientific researches begin with the sense perception'—এই perception-কে analyze ক'রে † বলছেন—'We cannot know matter by itself.' ‡ শুধু 'We can know the changes or modifications of our mind.' §

কাজেই তুমি যা জানছ মনে হচ্ছে সেই matter mind-এর projection মাত্র। কিন্তু এই mind-ও আবার তাঁর কথায় 'finer matter in vibration'—আসলে এটাও insentient, জড়। এবং

---

* Schwegler's History of Philosophy

† যেমন Self-Knowledge-এর ১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠায়, Path of Realization-এর ১৯-২৩ পৃষ্ঠায় এবং কঠোপনিষদ্ সম্বন্ধে অপ্রকাশিত বক্তৃতাবলীতে যা বিস্তৃতভাবে আছে।

‡ স্বামী অভেদানন্দ, Does the Soul exist after Death

§ স্বামী অভেদানন্দ, Ego and Egoism (অপ্রকাশিত)

মন যখন জড় তখন এই মনের কোঠায়ও তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কারণ তিনি কিছু উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী ন'ন। তাঁর 'Consciousness' বক্তৃতা এবং Planck-এর মত পাশাপাশি কিছু পরেই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তা অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে কেন জড় থেকে চৈতন্য উৎপত্তির কথা না ব'লে তিনি চৈতন্যকে মূলতত্ত্ব বলেছেন। সুতরাং মনকে চরম না ব'লে আরও এগিয়ে গিয়ে স্বামিজী দেখিয়েছেন যে এই মনের পেছনে আছে আত্মা—যা জ্ঞানস্বরূপ। কি সুন্দর ভাবেই তিনি বলেছেন—'Knowledge is one, not many. The same knowledge which we now possess will be the highest knowledge when it will reveal our immortal Self.' * আমাদের এই যে জানাজানি অর্থাৎ আমরা যখন বলি এ জিনিষটা জানি সে হচ্ছে relative, secondary, intellectual knowledge। এর পেছনে সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞানসূর্য্য দেদীপ্যমান। সমাধিতে এই অনুভূতি হলে চরম তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। ঠাকুরের কথায় ইনি কেবল বোধে বোধ হন। তাই যথার্থ ভারতীয় সাধকের দৃষ্টি নিয়ে স্বামিজী এই সমাধি সম্বন্ধে বলছেন—'All the activities of the mind may stop, still we shall remain conscious of our Self. In the state of Samadhi there may not be any feeling, like fear, anger, or any other modification of the mind substance, such as volition, desire, emotion, will, determination, cognition, or understanding, but still one does not lose self-consciousness or become absolutely unconscious in that state.. ...in short, one can cut off all

* Self-Knowledge, পৃঃ ১৩১

connection with the body and mind and still continue to be conscious on the higher plane.' *

সূর্য্য উঠলে বাঁশের ডগায় বাতি জ্বেলে কেউ দেখিয়ে বলে না সূর্য্য উঠেছে। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। জগতে কী আর আলো আছে যা দিয়ে তাঁকে দেখবে? মনের জানাজানি যদি শেষ কথা হতো তা হলে চরম সত্য সত্যিই unknown and unknowable থেকে যেতো। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদে পর্য্যবসিত হলো না কেননা মন বুদ্ধির পারে গিয়ে তাঁকে যে পাওয়া যায়। এখানে 'জানা' মানে moving round the object নয়—it is knowledge by being. নাই বা জানলো মন কি বুদ্ধি। তাইতো স্বামিজী বলেছেন—'By spirit spirit can be known.'

বেদান্তের ভাষায় এই চরম বস্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ। এই জ্ঞানই সৎপদার্থ। 'জ্ঞান নাই'—ইহা জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এতে জ্ঞানের সত্তাই স্বীকৃত হয়। কারণ এরূপ নিষেধ জ্ঞানেরই সাহায্যে করা হয়। এই জ্ঞান সত্তা থেকে পৃথক নয়। পৃথক ধ'রে চৈতন্য মানলেও শূন্যবাদ থেকে নিষ্কৃতি নেই। এইরূপে স্বামিজী দেখালেন কী সত্য আছে উপনিষদের এই বলার মধ্যে—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

কতকাল আগে 'Consciousness' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামিজী বলেছেন—'Suppose you say that matter has produced

* Self-knowledge, পৃঃ ১৪৭-১৪৮

consciousness. That would be an idea—a conception ; that means a state of consciousness, a state of your mind. It does not say that you have gone behind consciousness to find out its source. We can find the source of a thing by going beyond it, by transcending it, by going behind it. But can we go behind the state of consciousness ?' আজ Planck-এর মতন বৈজ্ঞানিকের মুখেও ঠিক এই কথাই শুনছি। তিনি বলেছেন—'I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we postulate as existing requires consciousness.' (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারীর 'Observer' পত্রিকা)।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখন বুঝছেন—আগে জড় ব'লে যাকে ধরেছিলুম তাতো কোথায় উবে গেছে। ভূগর্ভে সেই গুহান্তরালে আলোর দিকে পেছন ফিরে সামনের দেওয়ালে তাকিয়ে আছে এমন যে মানুষের কথা ইউরোপের আদি চিন্তাগুরু Plato একদিন বলেছিলেন, আজ তাঁরাও তা আওড়াচ্ছেন। ততঃ কিম্? ছায়ানুসরণের ব্যর্থ প্রয়াস থেকে আজ তাঁরাও জিজ্ঞাসা করছেন—এর আড়ালে কী পরম বস্তু আছে ? এই কি বেদান্তের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ?

কালে তাঁরাই উত্তর দেবেন। এবং সে চরম উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে যখন বৈজ্ঞানিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে পারবেন। কারণ চৈতন্যস্বরূপের উপলব্ধি একমাত্র অধ্যাত্মযোগের দ্বারাই হতে পারে—'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন।' তবে সত্যের এই সাক্ষাৎ পরিচয় না পেলেও Einstein-এর মতন নব্যবিজ্ঞানের অন্যতম পূজারীর মুখে যখন শুনি—

'I do feel that we are growing out of mechanistic philosophy and atheistic materialism' * তখন নিঃসন্দেহে এইটুকু মাত্র বললে ভুল হবে না যে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের চৌহদ্দীতে আবদ্ধ বিজ্ঞানের সীমারেখা আজ তত্ত্ববিদ্যা—দর্শনের রাজ্যে প্রসারিত। অবশ্য সব বৈজ্ঞানিকই যে চিন্তার এই ধারা মেনে নিয়েছেন তা নয় সবাই জানে। আবার দু'একজন পদার্থতত্ত্ববিৎ কি প্রাণতত্ত্ববিৎ এরূপে মনন করলেও বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনকারীরা বরং পরিষ্কার উলটো কথাই বলেন এবং পুরাণো আমলের জড়বাদই অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। সে সব কথা আপাততঃ না ধ'রেও Einstein কি আর দু'চারজন ব্যাপকদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বপ্রকারে spiritual কি idealist interpretation দিলেও এ বিজ্ঞানের কথা নয়—আসলে দর্শনেরই কথা। আবার এই দর্শনের পরিসমাপ্তি কালে অধ্যাত্মবিদ্যায় হতে পারে ব'লেই স্বামীজী বৈজ্ঞানিককেও সত্যানুসন্ধিৎসু বলতে কুণ্ঠিত হন নি। বৈজ্ঞানিক যেখানে স্তব্ধ, দর্শনের পুঁথি যেখানে বুদ্ধির মারপেঁচে ভরপুর, দ্রষ্টার নয়নে উদ্ভাসিত সেখানে সত্যের রূপ। তাই স্বামিজীর মতে এই সত্যানুসন্ধিৎসুর সত্যান্বেষণ সার্থক হবে, এই তীর্থযাত্রীর যাত্রা সফল হবে যেদিন বৈজ্ঞানিক বুঝবেন—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। এই আত্মবস্তুর উপর মনের রঙ ফলিয়ে তৃষ্ণা যখন মিটবে না তখনই আজকের মানুষ বুঝবে এটা কী—যস্মাদিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।

লৌকিক নয়—অলৌকিক তত্ত্ব প্রতিপাদনই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য।

---

* There is something you can call God—Harry V. Roff in the 'Christian Science Monitor' (quoted in the A. B. Patrika, June 28, 1935).

এর উপলব্ধি বোধির দ্বারাই হয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়। বেদান্তের অনুভূতিলব্ধ সিদ্ধান্ত স্বামিজীরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু দার্শনিকভাবে সে সমাধান তিনি করলেন প্রাচীনের পথ পরিহার ক'রে, নব্য ন্যায়ের জটিল পরিভাষা বর্জন ক'রে। ধরা যাক্ মধুসূদনের 'অদ্বৈতসিদ্ধি'—বেদান্তী মাত্রেরই যা কৌস্তুভ মণি। কিন্তু এ পুঁথি প'ড়ে মগজে নিতে গেলে নব্য ন্যায়ের কসরৎ সাধতে হবে। দুরূহ পরিভাষা দখল ক'রে তবে আসল পুঁথিতে প্রবেশাধিকার। কিন্তু সে সময়—সে অবসর সবার পক্ষে কোথায় আজ সম্ভব? তাই ব'লে অস্বীকার করি না তার স্থান। যতই গৌরবান্বিত হই না কেন এ রকম লেখা নিয়ে, সে চিরকালই স্বল্পলোকের জন্যে। বিশ্বমানব কি তাই ব'লে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে যদি এই রসাস্বাদনের পথ খুঁজে না পায়? এতে বঞ্চিত হবে কি সে? যদি এই যুগে বাচস্পতিমিশ্রের মনীষাময়ূখমণ্ডিত ভাবের সহিত পরিচয় নাই করতে পারে তবে সব দ্বারই কি তার রুদ্ধ?

তা ছাড়া আর একটা দিকও আছে। ধরি আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য। এ তো লেখা হয়েছিল হাজার বছরেরও ঢের আগে। তারপর প্রাচ্যে তথা পাশ্চাত্যে কত চিন্তাশীল মনস্বী জন্মেছেন। তাঁদের চিন্তা কি চিন্তার বিলাসিতা? মানুষের বিচারবুদ্ধি অষ্টম শতাব্দীতেই কি থেমে গেছে? এ কথা মানলে যুগে যুগে তপস্যার্জ্জিত জ্ঞানরাশিকে অশ্রদ্ধা করা হবে। আর তাই যদি করি ষোড়শ শতাব্দীতে এ দেশে মধুসূদনের কথা বলি—তিনিই বা পুঁথি লেখেন কেন? তানসেনের যুগে ফিরে গিয়ে সেই সঙ্গীতের ধারা আজকে বজায় রাখার মূলে সাধনার পরিচয় পাই—নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় পাই না। নব নব যুগে নব নব পথে ধাবমান মানব মন আবিষ্কার করে সেই সনাতন সত্য। তাঁকে লাভ করবার, বুদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার

হাজারো পথ আছে। স্বামিজীও তেমনি এ যুগে অদ্বৈতবাদই প্রতিষ্ঠা করলেন নব নব উদ্ভাবিত যুক্তি দিয়ে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে বেদান্তের এই চরম কথা বজায় রাখতে গেলে সাধকের জীবনে তন্ত্র সাধনার স্থান কি অনাদৃত হয়? অবশ্য তান্ত্রিক দর্শনে যে অদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হয়েছে তা কিছু ভগবান শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নয়। পরাসম্বিতের ক্ষেত্রে শক্তি যেখানে বিশ্বোত্তীর্ণা, বেদান্তীর দৃষ্টিতে তা জ্ঞাননাশ্য মায়া—মিথ্যায় পর্য্যবসিত। একজন 'অমায়মপি' ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, আর একজন দেখিয়েছেন শক্তি সেখানেও আছে—শিবহৃদিবিলাসিনী শিবের হৃদয় মণিকোঠায় নিত্য বিরাজিত। তাই এ বেদান্তীর অদ্বৈত নয়—একটু বিশেষ আছে।

তবে স্বামিজীর কথায় বলতে গেলে দাঁড়ায় পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্যিই মায়া নেই। কিন্তু সৃষ্টির এলাকায় মুখে অস্বীকার করলেই কি হয়ে গেলো? আসল কথা সিদ্ধাবস্থায় বেদান্তের মত আর সাধকের অবস্থায় তন্ত্রের মত। ঠাকুর বলতেন—কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তখন কালী বলি।

এমনি ক'রে দেশে বিদেশে মহারাজ বুঝিয়ে গেছেন ভারতের চিরন্তন আদর্শ। এই আদর্শ উপলব্ধি ক'রে ঋষিদের মতন তিনিও বারবার বলেছিলেন—এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। কত অশান্ত হৃদয় শান্তি পেয়েছে—কত বেদনাতুর পেয়েছে সান্ত্বনা। মানুষ যে অমৃতের সন্তান, আনন্দরাজ্যের উত্তরাধিকারী—এ সব কথা শুনিয়েছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের কাণে—যারা দেখেছে সামনে

অনন্ত নরকের বিভীষিকা, যারা dogma-কে সত্য ব'লে মেনে ধর্ম্মহীন হয়ে শান্তির আশায় নাস্তিক সেজেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার আঘাতে সম্প্রদায়গত ধর্ম্মের মামুলী বুলি খান্ খান্ হয়েছে দেখে মানুষ যেখানে আজ বিদ্রোহী সেজেছে—তাদের কাছে মহারাজ বলেছেন, 'Vedanta can turn our science into a system of religion.' বেদান্তের এই অনুপম সর্ব্বোচ্চ অনুভূতির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন স্বীয় গুরুর অলোকসামান্য বৈচিত্র্যময় জীবনে। সকল ঐশ্বর্য্য, সকল বৈভব দূরে রেখে একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে এক লোকোত্তর আদর্শ সংস্থাপন ক'রে নিখিল মানবের বেদনায় সজল নয়নে জগতের দিকে তাকিয়ে আছেন—এ হেন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দোজ্জ্বল, মধুর মহিমময় চরিত্র দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পর তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—হে মানব! এ আদর্শ গ্রহণ কর। মনে রেখ আজ স্বয়ং জগতের নাথ আবার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করলেন। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের জন্যে রচিত হলো অশ্রুতপূর্ব্ব আদর্শ!

হে পাঠক! শ্রদ্ধাপূত চিত্তে গ্রহণ করো স্বামিজীর এই বাণী! জীবন মধুময় হোক, শান্তিময় হোক, আনন্দময় হোক শ্রীগুরুর স্নেহাশীর্ব্বাদে।

ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি॥ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

মহারাজের কথা

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০ (August 8, 1923)

আত্মসংযম কর, আত্মজ্ঞান হবে। তাহলেই জানতে পারবে ভগবান কি? শুধু ব্রত ট্রত কিছুই নয়—ছাই পাঁস, দুটো ফুল ছড়িয়ে পূজো পার্ব্বণও তাই। এসব আমাদের মতন রোম্যান ক্যাথলিকদেরও আছে। হাতটা এমন ক'রে ঘোরাতে হবে। এসব খোসা—heap of husks চারিদিকে। ভিতরে একটা কি দুটো চালের দানা—সেটা যেমন এই রাজযোগ। কোন dogma বা creed (মেনে নিতে হবে এমন সাম্প্রদায়িক মত) এসব এতে কিছুই নেই। আসল বেদান্তে যাও। খালি রঘুনন্দনের পুঁথি উল্টে কি হবে? তোমার ঠাকুরকে যদি অন্ত্য জাতে ছোঁয় তবে গোবর নিয়ে আসো। মানুষের চেয়ে গরুর গু বেশী পবিত্র হলো! এসব কি হবে বাপু? এসব জিনিষ বাইরে চলে না। তবে কি জানো এই সব পার্ব্বণ টার্ব্বণ আছে, কেন না তা না হলে পুরুতগিরি চলে না। বেদ শুনলে কাণে সীসে গলিয়ে ঢেলে দিত। এখন তার ফল ভোগ করছ। এই priestcraft-ই (পুরোহিত-প্রথাই) অনর্থের মূল। এটা এদেশের মত ওদের দেশেও সত্যি।

অথচ এই আত্মজ্ঞানের পথে কোন জাতি বিচার নেই। এ পথে যার ইচ্ছা হবে সে-ই অধিকারী। তবে ইচ্ছার তারতম্য অনুসারে অধিকারী ভেদ। তোমার ভিতর দুটো আমি আছে। পশু-আমি আর একটা দেব-আমি। এই পশু-আমিকে দমন ক'রে তোমার ভিতরের দেব-আমিকে প্রকাশ কর। এ-ই আত্মসংযম। এই আমাদের ধর্ম্ম। তাহলেই আত্মজ্ঞান হবে। আর সেইটিই যথার্থ জ্ঞান। স্কুল কলেজে যা শিখছ সবই অজ্ঞান। ওতে পশুত্ব ঘোচে না। ওতে হচ্ছে কি? সব blotting-paper mind (ব্লটিং পেপারের মতন মন) হচ্ছে। নিজেরা think-ও (চিন্তাও) করতে পারে না। এই দেখ ঠাকুর নিরক্ষর অথচ কত original idea (মৌলিক ভাব) দিয়ে গেলেন।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ২৬ শ্রাবণ ১৩৩০ (August 11, 1923)

প্রতি সেকেণ্ডে একশ ছিয়াশী হাজার মাইল ক'রে আলোর গতি। এই রকম ভাবে সূর্য্য হতে আমাদের এখানে আলো আসতে নয় মিনিট লাগে। এতো কিছুই নয়। এমন সব তারা আছে যার আলো এখানে আসতেই হাজার হাজার বছর লাগে। মনে কর যখন ইজিপ্টে পিরামিড তৈরী হয় তখন থেকে কোন কোন তারার আলো আমাদের দিকে আসছে, হয়তো এই এতদিনে এখানে পৌছুল। এতদিন বাদে তার আলোটা হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এর মধ্যে সেই তারাটা

নষ্টও হয়ে যেতে পারে। Telescope-এ (দূরবীণে) এমন অনেক সব সূর্য্য দেখা যায় যা কালো হয়ে ঘুরছে। আমাদের এই সূর্য্যও কালে তাই হবে। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পৃথিবীটাও নষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে ছেলে হলো না ব'লে ভাবছো যে সৃষ্টি রক্ষা হলো না। যাঁর সৃষ্টি তিনি দেখবেন, তুমি তোমার কাজ কর। এই আমাদের solar system-এর (সৌরজগতের) মত কত লক্ষ লক্ষ আরো আছে। এই vastness-এর (বিরাটের) কোন idea (ধারণা) করতে পার? এর মধ্যে তুমি কতটুকু! অথচ 'আমার আমার' করছ।

প্রথমেই আত্মজ্ঞান লাভ কর, পরে সংসার করতে পার। আমরা সন্ন্যাসী, নিজের পিণ্ডি নিজের পায়ে দিয়েছি, ছেলের জন্যে ব'সে নেই।

* * * *

যার ইচ্ছে আমার ঘরে orator (সুবক্তা) জন্মাক্ তার খাওয়া দাওয়া এক রকম। আবার যাদের ঘরে কবি হবে তাদের খাওয়া দাওয়া আর এক রকম। এই সব উপনিষদে আছে।* সে একদিন। এখন সব গরু ছাগল হচ্ছে। এখন সব যা হচ্ছে তা accident-(আকস্মিকতা) বশতঃ।

মানুষ কিছু মরলেই সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না। একটা সময় আছে।

---

* অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।৪।১৮

তবে সেটা কতদিন তা আমরা বলতে পারি না। কারণ আমাদের standard of time (সময়ের মাপকাঠি) তো আর সমস্ত বিশ্বের standard (মাপ) নয়। এতো সূর্য্যের উদয় অস্ত ধ'রে করা। আমাদের শাস্ত্রে যে দেবতার বর্ষ গণনা আছে সেটা এই জন্তেই করা। ও মন্দ নয়।

দেখ মানুষ জন্ম বড় দুর্লভ। যা করবার এই বেলা ক'রে নাও। এখন মরলে হয়তো কত দিন apprentice (শিক্ষানবিশ) থাকতে হবে। কেন না এখন যারা এতদিন মরে গেছে তাদের মধ্যে তোমার চেয়ে যোগ্য কেউ থাকলে তাদের আগে জন্ম হবার পর তুমি হয়তো chance (সুযোগ) পাবে।

রবিবার ২৭ শ্রাবণ ১৩৩০ (August 12, 1923)

স্বর্গ নরক এসব প্রায় সব জাতেই মানে। আর এই নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে। পুরাণেও আমাদের স্বর্গের বর্ণনা আছে। আসল বেদান্তে এ সব নেই।

* * * *

এখন যে সব দেখতে পাচ্ছ তা বৌদ্ধদের কাছ থেকে সব নেওয়া। বৈষ্ণবদের ন্যাড়া-নেড়ি আর তান্ত্রিকদের চক্র ওসব এসেছে ওদের কাছ থেকে। প্রতিমা পূজোও তাই। এসব আগে ছিল না। বৌদ্ধদের একটা গানের সঙ্গে এ যুগের বৈষ্ণবপদাবলী মিলিয়ে পড়। দেখবে এই ভক্তিভাব ওদের (বৌদ্ধদের) খুব ছিল। আবার জ্ঞানেরও চূড়ান্ত।

ওরা যেমন logically argue (যুক্তিসঙ্গত বিচার) করে এমন আর কেউ নয়। জ্ঞান ও বিভার যথেষ্ট চর্চা ওরা ক'রে গেছে। এই বৌদ্ধযুগে Nalanda University (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল। সেখানে ছিল একশটা pulpit (শিক্ষকের আসন) আর দশ হাজার ছেলে। রত্নসাগর, রত্নোদধি আর রত্নরঞ্জক এই তিনটে লাইব্রেরী ছিল। তার মধ্যে রত্নোদধিটা ছিল ন'তলা। এই নালন্দাতেই ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপনা ক'রে গেছেন। এক সময়ে এখানে অধ্যক্ষ ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত বাঙালী বৌদ্ধ শীলভদ্র যাঁর কাছে য়ুয়ন-চোয়ঙ্ শাস্ত্র পড়েছিলেন। বাংলার সবাই তখন বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি দিনই গেছে !

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ৩০ শ্রাবণ ১৩৩০ (August 15, 1923)

ভগবানে টান হলে অন্য দিকের টান কমে আসে। একেই বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য মানে বনে যাওয়া নয়। পূব দিকে যত যাবে পশ্চিম দিক তত পিছনে পড়বে। তাঁতে ভালবাসা হলেই তাকে ভক্তি বলে। এ ভক্তি জ্ঞান ছাড়া হয় না। ঠাকুর এদিক ওদিক দুদিক দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান এক।

তোমাদের ভিতর যে কাম ক্রোধ সব internal masters (কর্তা সেজে) আছে তাদের চলে যেতে বলো। তাদের বলো—মা, এখানে

হবে না। অন্তরে যাও। দাসত্বে সুখ নেই। Strength of mind (মনের শক্তি) নিয়ে এসো। এরই জোরে কত কম বয়সে এখান থেকে একটা পয়সা না নিয়ে হেঁটে কাশী যাই। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ, তারপর হরিদ্বার ও কেদারনাথ যাই। কেদারনাথে কত কষ্ট গেছে। পাণ্ডারা বরফ কেটে ঘরে যেতে দিলে। সেখানে আবার টুপ্ টুপ্ ক'রে জল পড়ে। মোটে একখানা কম্বল। তারপর আবার mountain sickness (শৈল পীড়া) হলো—sea-sickness-এর (সমুদ্র পীড়ার) মত। খালি বমি হতে চায়। রাত্রে তিনবার বমি এলো কিন্তু বমি করলুম না। আমেরিকায় অসুখ প্রার্থনা করতুম। অসুখ হলে মনের জোরে তাড়িয়ে দিতুম।

Crucifixion of পশু-আমি (পশু-আমির দমন) হলে Resurrection of the Divine 'I'—দেব-আমির বিকাশ হবে। এই তো real Christianity (প্রকৃত খৃষ্টধর্ম)। Cross টা (ক্রুশটা) হলো symbol (প্রতীক)। এ ওরা বোঝে না। Christianity (খৃষ্ট-ধর্ম) বুঝতে হলে বেদান্ত পড়তে হবে। আর এই পশু-আমি দমন হলেই অসীম সুখ শান্তি ও আত্মজ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর প্রাপ্তি। এ সব simultaneously (একই সময়ে) হবে, পরে পরে নয়।

* * * *

আমাদের civilization-টা (সভ্যতাটা) কি রকম জান? অনেক দিনের কিনা তাই petrified (প্রস্তরীভূত) হয়ে গেছে। যেমন ওদেশে আছে গাছ জমে পাথর হয়ে গেছে। এ আমি দেখেছি। কিম্বা mummified (পরিরক্ষিত মৃতদেহের মত) বলতে পার—হাজার হাজার বছরের mummy (পরিরক্ষিত মৃতদেহ)।

*　*　*　*

Mind and soul (মন এবং আত্মা) এক নয়। এক কথায় mind is the instrument of the soul (মন হচ্ছে আত্মার যন্ত্র)।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ১ ভাদ্র ১৩৩০ (August 18, 1923)

Dignity of labour (শ্রমের মর্য্যাদা)—এ জিনিষটা আমাদের দেশে নেই। এই দেখনা যারা খেটে খায় তারা কত নীচুতে প'ড়ে আছে। ভেবে দেখ এই জন্যেই কি জাতি হিসেবে আজ আমরা সবার চেয়ে পেছিয়ে পড়ি নি ? Work is worship (কর্ম্মই উপাসনা)—তা যে work-ই (কর্ম্মই) হোক না। নিউইয়র্ক থেকে কিছু দূরে আমাদের একটা আশ্রম ছিল। সেখানে অনেক বিঘা জমি নিয়ে আমার সব অনেক German (জার্ম্মাণ) আর English students (ইংরাজ ছাত্রেরা) চাষ করতো। আবার ওরই পাশে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি Yale University-র (ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের) graduate (গ্রাজুয়েট)—অগাধ পয়সা। অথচ ওইখানে তাঁর জমিতে নিজের চাকরদের সঙ্গে গাছ কাটতেন। আমাদের দেশে ক'জন এরকম করে ?

Disinterested love (নিঃস্বার্থ ভালবাসা) দরকার। আমাদের দেশে যেন সব shopkeeper's love (দোকানদারী ভালবাসা)। এখানে ভালবাসাটা ঠিক প্রচার হয় নি।

তারপর ব্রহ্মচর্য্যশক্তি—মাথায় ওজঃশক্তি হবে। এই এবার দার্জ্জিলিং-এ Prof. P. K. Roy (অধ্যাপক পি. কে. রায়) আমায় বললেন যে আপনি ছেলেদের courage (সাহস) দিন। আমি বললুম—courage (সাহস) কি ক'রে হবে? অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥—এইটে উপলব্ধি করতে হবে তবে হবে। তাই বলি এই ভাবটা নিয়ে আত্মার ধ্যান কর। কিন্তু এখন আমরা কি হয়ে গেছি! এই জাপানে যাও দেখবে পুরাণো বাঙলায় লেখা পুঁথি ওরা সব এখনো পূজা করে। কিন্তু তুমি যাও বড় একটা আমল দেবে না—বর্ত্তমানে আমরা অবনত ব'লেই তো।

* * * *

শিলং-এ একজন মাড়োয়ারী আমায় প্রশ্ন করলে, আপনি ওদেশে (পাশ্চাত্য দেশে) কি করতেন? আমি বললুম—কেন, গীতা বেদান্ত এসব ব্যাখ্যা করতুম। আমাদের ধর্ম্ম বোঝাতুম। তাতে আমায় বললে, আচ্ছা আপনি তাহলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কিরূপে ব্যাখ্যা করেন? আমি বললুম, আমার কৃষ্ণ রাসলীলা করেন নি। আমার কৃষ্ণ মহাভারতের—যিনি গীতায় বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী। কালে বেদান্তই টিকবে।

রবিবার ২ ভাদ্র ১৩৩০ (August 19, 1923)

বেদান্তে কিছুই বাদ দেয় না। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও

অদ্বৈতবাদ এদের ভিতর একটা harmony (সমন্বয়) আছে। আবার শাস্ত্রাদিও একটা আর একটার উপর built (স্থাপিত)। যেমন ন্যায়ের উপর সাংখ্য, তারপর বেদান্ত।

* * * *

জ্ঞান আর ভক্তি এক। এই দেখ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের স্তবে তিনটে ভাব আছে। আগে দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত, তারপরে তুমিও যা আমিও তা। ভক্তবীর হনুমানেরও তাই। Christ-এর (যীশুখৃষ্টের) মধ্যেও তিন ভাবই ছিল। যখন তিনি বলেছিলেন 'Our Father which art in heaven' (আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন) তখন তিনি দ্বৈতবাদী এবং যখন তিনি বলেছিলেন 'My Father is greater than I' (ঈশ্বর আমার চেয়ে মহীয়ান) তখন তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। আবার তিনি অদ্বৈতবাদীও ছিলেন। কারণ তিনিই বলেছিলেন 'I and my Father are one' (আমি এবং ঈশ্বর অভিন্ন) কিম্বা 'The kingdom of God is within you' (তুমিই আত্মার স্বরূপ)। এদিকে শঙ্করের ভিতরও পাই যখন তিনি বলেছিলেন—

"দাসস্তেহহং দেহদৃষ্ট্যাহস্মি শম্ভো
জাতস্তেহংশো জীবদৃষ্ট্যা ত্রিদৃষ্টে।
সর্বস্যাহত্মন্নাত্মদৃষ্ট্যা ত্বমেবে-
ত্যেবং মে ধীর্নিশ্চিতা সর্বশাস্ত্রৈঃ ॥"

জ্ঞান চাই। এর অভাবে দেশটা অধঃপাতে যেতে বসেছে। এখন সব নকল ভক্তি দেখে দুঃখ হয়—কতকগুলো emotionalism (ভাবপ্রবণতা)।

* * * *

প্রশ্ন—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' মানে কি?

মহারাজ। অর্থাৎ কেউ poet (কবি), কেউ painter (চিত্রকর), কেউ ব্যবসাদার, কেউ বা scientist (বৈজ্ঞানিক) হবে। এখানকার যেমন সকলের এক B. A. (বি. এ.) standard (বিত্তার মাপকাঠি)। এ ঠিক নয়। হাজার ছেলের হাজার রকম। এটা ওরাও (পাশ্চাত্যেরাও) ধরেছে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, লোকে চণ্ডালের ঘরে না জন্মে বামুনের ঘরে জন্মায় কেন?

মহারাজ। বামুনের ঘর বলে কিছু নেই। বামুন ডোম হয়, ডোম বামুন হয়—"গুণকর্মবিভাগশঃ।" বামুনের ছেলে বামুন হবে তার মানে কি? ওদের একটা clergyman-এর (ধর্মযাজকের) পাঁচ ছেলে পাঁচ রকম হয়। সকলে নারায়ণ বুদ্ধি কর। ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন।

* * * *

তুমি যে ভাব নিয়ে ডাকবে সেই ভাবেই তিনি তোমায় দেখা দেবেন। ঠাকুর যেমন বলতেন—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসমুদ্রে কেউ বা একটা thimble (অঙ্গুস্তানা) নিয়ে যাচ্ছে—কেউ বা কলসী, কেউ বা বড় জালা নিয়ে যাচ্ছে। যার যেমন ভাব। কারুর কাছে বা তিনি চৌদ্দ পোয়া—গোপালরূপে ধেই ধেই ক'রে নাচছেন আর লাড়ু খাচ্ছেন। আবার এই রোমে Vatican Palace-এর (পোপের প্রাসাদের) ভিতর একটা chapel (উপাসনাগার) আছে। তার ceiling-এ (ভিতরের ছাদে) দেখলুম আঁকা রয়েছে—ভগবান হাতে ক'রে অন্ধকার সরিয়ে দিচ্ছেন আর আলো নিয়ে আসছেন। ওই যে বাইবেলে আছে—'Let there be light'

(আলোকের সৃষ্টি হউক), সেই তার ছবি। এখানে ভগবানকে ব্যক্তিভাবে ক'রে তাঁর রূপ দেওয়া হয়েছে।

* * * *

Christ-এর (খৃষ্টের) Crucifixion-এর (ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার) বহু পরে ইটালীর একটা catacomb-এ (মাটির নীচে সমাধিক্ষেত্রে) একজন Christian monk (খৃষ্টান সন্ন্যাসী) একটা ছোট্ট ছবি দেওয়ালে এঁকে রেখেছিল। সেই দেখে তাঁর এখন ছবি করা হয়। নানারকম painter (চিত্রশিল্পী) নানারকম ক'রে তাঁকে এঁকেছে। এতে আমি দোষ দিচ্ছি না। ওই যেমন আমাদের কৃষ্ণের এখন যে রূপ দেওয়া হয়, তাঁর এ রকম রূপ কি ছিল? সেই রকম। তিনি আবার নিরাকারও বটেন। আর সমাধিতে সাকার নিরাকারের অতীত যে অবস্থা তাই দর্শন হয়।

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ৫ ভাদ্র ১৩৩০ (August 22, 1923)

সুখ কি দুঃখ, জিনিষে নেই—আছে তোমার মনে। যে জিনিষটা তোমার কাছে ভাল লাগে তা আর একজনের কাছে খারাপ লাগে। কাজেই এই মনকে সংযত কর, তা হলে সব হবে। এই ধর গোমাংস আমাদের দেখলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করবে, কিন্তু আর একজন বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গে খাচ্ছে। আবার এ দেশেই বৈদিকযুগের কথা বাদ দাও, এমন কি ভবভূতির উত্তররামচরিত পড়। দেখবে গৃহে অতিথি এলে অতিথিসৎকারের জন্যে গৃহস্বামীকে গোবধ করতে হতো। এই জন্যেই

অতিথিদের নামই ছিল গোঘ্ন। মহাভারতে রাজা রন্তিদেব এত গরু কেটেছিলেন যে রক্তের নদী বয়ে গেল অর্থাৎ এত অতিথিসেবা করেছিলেন।* কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্। মন কি জানবার জন্যে বিচার কর। এখন হয়েছে পাঁজী এ যুগের বেদ। কোন তারা থেকে কি রশ্মি আসছে আর সে তোমারই অমঙ্গল করছে এই সব ধ'রে বসে আছ। কিন্তু এই পঁচিশ বছর† অশ্লেষা মঘা এসব কিছুই দেখিনি। তাতে কি হয়েছে বাপু? তোমার জন্যে তুমিই দায়ী। Neither God nor Satan is responsible for your happiness and misery (ভগবানই বল আর শয়তানই বল তোমার সুখ দুঃখের জন্যে কেউই দায়ী নয়)।

Study your mind (তোমার মনকে পর্য্যবেক্ষণ কর)—analyse (বিশ্লেষণ) কর। এই রকম ক'রে Psychology (মনোবিজ্ঞান) শিখতে হয়। তা নয় বি.এ-তে কি এম.এ-তে ছপাতা মুখস্থ ক'রে Psychology (মনোবিজ্ঞান) পড়লে কি হবে? মনকে change (পরিবর্ত্তন) কর দেখবে world (জগৎ) আর এক রকম দেখাচ্ছে। মনেতেই সব। এই যারা গরীব বড়লোকদের দেখে তারা সুখ পায় না। Forced by circumstances (অবস্থায় পড়ে) তারা গরীব হয়েছে। কিন্তু তুমি সব বাসনা ছেড়ে গরীবের জায়গায় নিজেকে

---

* রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ।
অহন্যহনি পচ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা ॥৮॥
সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্ত্তিরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম ॥৯॥
(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৭৬ অধ্যায়)

† স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে থাকার সময়।

কেমন ঝিখিমি, দেখবে কত সুখ। এটা volitional (স্বেচ্ছামূলক) কিনা।

দিনরাত বিচার কর, আমরাও তখন তাই করতুম। কেউ সোনা দিলে ফেলে দিতুম। জীবনের উদ্দেশ্য সত্য লাভ। তাইতো সন্ন্যাসী হনুম। ঘরে থাকলে বাপ মা টাকার লোভে বিয়ে দিয়ে দেয়। আত্মসংযম নেই। কিন্তু মনকে ঠিক ক'রে নাও। নচেৎ সংসারে অনেক দুঃখ। Ideal (আদর্শ) খুব উঁচু কর, নীচু করো না।

এ পথের প্রথম বিঘ্ন ব্যাধি। Hunger is a disease, food is a medicine (ক্ষুধা যেন ব্যাধি আর খাদ্য তার ওষুধ)। আমরা তখন এই নিয়ে বিচার করতুম। Healthy (স্বাস্থ্যবান) কাকে বলে? When you do not think of your body (দেহের কথা যখন তোমার মনে থাকে না)। এই যেমন মাথা ধরলে তখনই মাথার কথা মনে করিয়ে দেয়। অমুক ঋষি বলে গেছে ওসব ছেড়ে দাও। নিজের বুদ্ধিশক্তি পরিচালিত কর। তা না হলে সবাই পশু। নিজেরা উপলব্ধি কর। তা হলে যা বলবে তা-ই হবে বেদ। এই ঠাকুরের কথা দেখ—বেদবাণী। অথচ তিনি নিরক্ষর ছিলেন। আমরাও যা উপলব্ধি করেছি তাই বলছি।

সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আমরাই কেবল পেছিয়ে রয়েছি। ওদেশের (পাশ্চাত্যদেশের) ষোল সতের বছরের মেয়ে সারা পৃথিবীটা নির্ভয়ে ঘুরে আসবে। আর এখানে মেয়েদের তোমরা ঘরের কোণে ঘোমটা দিয়ে বসিয়ে রেখেছ।

দেখ কোথায় কি habit (সংস্কার) হয়েছে। তারপর conquer your habit by a counter-habit (বিপরীত অভ্যাস দ্বারা এই সংস্কার জয় কর)। রাতদিন বিচার কর, যা সত্য হবে তাই নেবে। বাকী সব

কুসংস্কার দূর ক'রে দাও। দাসত্ব করো না। Student life-এ (ছাত্র জীবনে) এসব আলোচনা কর। দেখ এসব কথা কেউ বলবে না।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ৮ ভাদ্র ১৩৩০ (August 25, 1923)

Dream (স্বপ্ন) সত্য—তবে relative truth (আপেক্ষিক সত্য)। আপেক্ষিক সত্য কেমন জান? যেমন ধর my hand works so long as it is not paralysed (অবশ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার হাত কাজ করে)।

You are not independent. Your existence depends on something else (তোমার থাকা অন্য আর একটার উপর নির্ভর করছে)। এই ধর তুমি দোতলার মেঝেতে বসে আছ। এটা supported by walls (দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে আছে)। তারপর সে সব আবার মাটীর উপর।

রবিবার ৯ ভাদ্র ১৩৩০ (August 26, 1923)

ইহুদীদের ভগবান যাঁদের চোখ সর্ব্বদাই লাল। হাতে rod to punish us (আমাদের শাস্তি দেবার জন্যে দণ্ড নিয়ে আছেন)। তারপর ওদের মতে যখনই আমরা জন্মাচ্ছি তখন থেকেই আমাদের প্রথম আরম্ভ।

মরে গেলে হয় eternal heaven (অনন্ত স্বর্গ) নয় eternal hell (অনন্ত নরক)। কিন্তু আমাদের বৈদান্তে ওসব নেই। আমাদের ভগবান punishment-ও (শাস্তিও) দেন না, কিছুই নয়। তবে we are responsible for what we do (আমরা যা কিছু করি তার জন্যে আমরাই দায়ী) আর কেউ নয়।

তারপর আমরা এই যে প্রথম হয়েছি তা নয় অর্থাৎ created for the first time (প্রথম সৃষ্ট) নয়। আগেও ছিলুম। আত্মা অনাদি। তাই আমাদের গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥' ওরা এটা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে যেটা অসৎ সেটা থেকে সৎ হয় না। ওরা শেষের দিকটা মানে। অর্থাৎ একবার জন্মালে তারপর থেকে সেটা অনন্ত হয় এই বলে। আমাদের কিন্তু তা নয়। অনাদি এবং অনন্ত দুই-ই। কেন না what has a beginning must have an end (যার আদি আছে তার অন্তও আছে)। তারপর দেখ ওদের science-ও (বিজ্ঞানও) বলছে creation out of nothing (যা নেই তা থেকে কিছু) হতে পারে না। কিন্তু এই জেসুইটদের ভিতর scientist-ও (বৈজ্ঞানিকও) আছে। তারা এ কথা মানবে আবার বলবে God (ঈশ্বর) সব পারে। God (ঈশ্বর) তা না হলে almighty (সর্বশক্তিমান) কি ক'রে হবে ? এই সব বলে।

* * * *

কর্ম্ম করার জন্যে একটা tendency (সংস্কার) হয়। তাই কেউ বা হয় poet (কবি) কেউ painter (চিত্রকর)। কর্ম্ম তিন প্রকার—সৎ, অসৎ ও মিশ্র। আমরা ওই মিশ্র কর্ম্মই করি। যে চুরি ডাকাতি

করে কিম্বা লোক ঠকিয়ে খায় সেও হয়তো তার স্ত্রীপুত্রের জন্তেই করে। ওই একটু duty-ই (কর্ত্তব্যই) ক'রে যাচ্ছে।

*　　*　　*　　*

বীজের ভিতর বটগাছ রয়েছে। তেমনি আমাদের ভিতর infinite potentiality (অনন্ত শক্তি) রয়েছে—তার একটু হয়তো সামান্ত developed (বিকশিত)।

*　　*　　*　　*

অন্ধ বিশ্বাসে কিছুই হয় না। অন্ধ বিশ্বাস—এই যেমন ধর তুমি যদি মানো সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। কোপার্নিকসের পরে গ্যালিলিও যখন প্রমাণ করেন পৃথিবীই ঘুরছে তখন তো শাস্ত্রবিরোধী ব'লে খৃষ্টান যাজকদের কাছে বিচারকালে তিনি নাকি অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন—"Still, it moves !" অর্থাৎ "You may kill me but the earth will still revolve round the sun" (তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো কিন্তু সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরবেই)। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা চাই। জ্ঞানই শক্তি—knowledge is power. ধর electricity (ইলেক্ট্রিসিটি) যা জানলে ভয় থাকবে না—সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। জ্ঞানের চর্চ্চা করো। নাচা হরিবোলা ক'রে দেশটা মাটি হলো।

*　　*　　*　　*

আমি যখন আমেরিকায় ছিলুম আমার কাছে যায় একজন কাজের জন্তে। কি করি, দেশের লোক। আমার লেকচার হয়ে গেলে

তাকে বই বেচতে দিলুম। তার কাছে ৩০।৪০ টাকার ক্যাস ছিল টাকা ভাঙাবার জন্যে। একদিন দেখি তাই নিয়েই চম্পট। ওরা বললে—স্বামিজী, আপনার countryman (দেশের লোক) এমন! আমি তো লজ্জায় হেঁট। আর একবার একজন আমার নাম ক'রে এক technical school-এ (শিল্প বিভালয়ে) গিয়ে কাজ শেখে। তারপর দেবো দিচ্ছি ক'রে এক বছর মাহিনে না দিয়ে পালিয়ে যায়। তারা তখন আমায় ধরে। আমি এদিকে কিছুই জানি না। আরো সব কত এলে কারুর কাছে হয়তো বলে দিলুম। আবার তারই কাছে আমাদের নিন্দা করতে লাগলো। বলে—ওরা, হ্যাঃ, দেশে কিছুই নয়। এই সব কতই দেখলুম।

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ১২ ভাদ্র ১৩৩০ (August 29, 1923)

মনই শরীর তৈরী করে। মনই কর্ত্তা। নিজে মনকে যেমন তৈরী করবে সমস্ত nervous system-ও (দেহও) তেমনি তৈরী হয়ে যাবে। তুমি হয়তো আগে মাছ মাংস খেতে। তারপর মনকে বোঝালে এ না খাওয়াই ভাল। তখন ছেড়ে দিলে। এখন কিন্তু আবার খেলে তোমার হজম হবে না, বমি হয়ে যাবে। শরীরটা মনের অনুযায়ী হয়ে গেছে। একে বলে auto-suggestion (নিজের উপর কোন ধারণা চালিয়ে দেওয়া)।

কাম—desire থেকে সব আসছে like a train (একটা দলের মতন)। উপর থেকে ন্যায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখাচ্ছে স্থির। কিন্তু একটা

কুটো ফেলে দিলে তখনি একশো হাত দূরে চলে যাবে। এত ভয়ানক টান। মনও তেমনি। ধ্যান করতে বসো সব সংস্কার উঠবে। জয় করতে গেলে চাই যেমন গীতায় আছে, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' মনকে জয় করলেই সব হয়ে গেল। পায়ে কাঁটা লাগবে না, তার জন্তে হয় সমস্ত পৃথিবী চামড়া দিয়ে ঢাকো, নয় নিজের পায়ে চামড়া দাও। এ-ই সন্ন্যাসীর secret (ভিতরের কথা)। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান এরা তো সব slaves of ambition (আকাঙ্ক্ষার দাস)। Real conqueror (প্রকৃত বিজয়ী) কে? বুদ্ধ, চৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ।

গেরুয়া পরতে হবে না। এ কি? এটাতো fire of knowledge (জ্ঞানাগ্নি)—তার symbol (প্রতীক)। মনকে গেরুয়া পরাও—clothe yourselves with the fire of knowledge (জ্ঞানাগ্নিময় হয়ে থাকো)।

* * * *

কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম আছে। সেখানে গেছলুম, তা দেখি একটা কুয়ো আছে, বামুন পাণ্ডারা ডোলে ক'রে জল তোলে। সেখানে চামারদের একটা পল্লী আছে, কিন্তু তাদের জল নিতে দেবে না। মেরে আধমরা ক'রে দিয়েছিল। এদিকে মুসলমানেরাও নিচ্ছে তাদের কাছে ঘেঁসে না—পারবে না ব'লে। এখন সেবাশ্রম থেকে চামারদের জন্তে চাঁদা ক'রে একটা কুয়ো কাটানো হয়েছে। এরা হিন্দুজাতির অধস্তন ব'লেই এত অত্যাচার! তাই তো সব মুসলমান খৃষ্টান হচ্ছে। দেশের নেতারা কত বুঝিয়ে বললেন ওদের untouchable (অস্পৃশ্য) ক'রে না রাখতে। শোনে কে? বামুন পণ্ডিতেরা মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, না, তা—হতে—পারে না।

তাইতো third power (তৃতীয় জাতি) ইংরেজ এসেছে। দেড়শো বছরে যদি কিছু না হয়ে থাকে আরও দুশো বছর লাগবে। একটা নীচু জাতির ছেলেকে বেদ পড়াও, খুব পণ্ডিত হবে। কেন হবে না? যখন তোমাদের মতে যারা ম্লেচ্ছ সেই ইংরেজ জার্মাণ—এটা যাদের ভাষাই নয়, এদেশের সঙ্গে যাদের কোন সম্বন্ধই নেই, তারাই সংস্কৃত বিদ্যার কত অনুশীলন করছে। ডোম যাদের বল ওরা তো বৌদ্ধই। বুদ্ধ, সঙ্ঘ, ধর্ম্ম—ধর্ম্ম থেকে ধম্ম (পালি), তা থেকে ধোম্ম—তাই ডোম। আমাদের গোড়াতেই গলদ। নীচু থেকে begin (আরম্ভ) করতে হবে। আগে ঘর সামলাও।

* * * *

অদৃষ্ট হচ্ছে unknown cause (অজ্ঞাত কারণ)—সব আগেকার জন্মের সংস্কার। এ সংস্কার কাটাতে পার যদি প্রতি কাজে বিচার কর, আর যদি মন স্থির করতে চেষ্টা কর। তাইতো ধ্যান জপ। তুমি সব পার। তোমার ভিতরে infinite potentiality (অনন্ত শক্তি) আছে—courage (সাহস) নিয়ে এসো। ভয় পাচ্ছ কেন? নিজেকে এত helpless (অসহায়) ভাবছ কেন? হতাশ হয়ো না, তুমি তো ভগবানের অংশ। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর শক্তি লাভের জন্তে। প্রাণের সহিত ডাক। মন আজ জয় না হয়, কাল হবে। সব শক্তি আসবে। মনকে দিনরাত study (পর্য্যবেক্ষণ) কর। দোষ ধ'রে correct (সংশোধন) কর। না পার তাঁকে ডাক। দেবত্ব তোমার ভিতর ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাও।

সংস্কার সব বাধা দেয়। দিক্, দেবেই তো। তুমি যদি ইচ্ছা কর তখনি অমনি ধর্ম্ম আরম্ভ হলো। সৎসঙ্গ কর—ভিজে কাঠও জলবে।

প্রতি কাজে বিচার কর। Diary (রোজনামচা) রাখ, দুমাস বাদে দেখবে অনেক বদলে গেছে।

বিষয়—রাজযোগ

শনিবার ১৫ ভাদ্র ১৩৩০ (September 1, 1923)

তুমি যা মনে করবে তাই হবে। মনই সব। শরীর তো মৃত দেহ। মনই শরীর তৈরী করে। এরই জন্যে অসুখ হয়—আবার সারেও। এই আমেরিকায় থাকতে আমার পায়ের গাঁটের উপর যে হাড় আছে সেটা ভেঙ্গে যায়। ডাক্তার বললেন, এ fracture হয়েছে (ভেঙ্গে গেছে)। set করে (জুড়ে) দিই। আপনি হাসপাতালে থাকুন। তা না হলে সারবে না। কেন না এই পা নিয়ে বেড়ালে চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকবেন। আমি নিউইয়র্কে গিয়ে X-ray (রঞ্জন-রশ্মি) দিয়ে দেখালুম। দেখলুম, হাঁ সত্যি। সেই ফটো এখনও আমার কাছে আছে। সেখানকার ডাক্তার আমায় হাসপাতালে থাকতে বললেন। আমি বললুম এখন আশ্রমে (নিউ ইয়র্ক সহরের বাহিরে) যাই। পা এদিকে ফুলেছিল। আমি একটা কাপড় বেঁধে রেখে দিলুম। ওই পা নিয়ে ঘণ্টায় চার মাইল হাঁটে এমন fast walker-এর (দ্রুত ভ্রমণকারীর) সঙ্গে pace রেখে (পা ফেলে) হাঁটতুম। তবে পায়ে লাগতো বটে। তারপর ওই ভাবেই একদিন তিনবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে lecture (বক্তৃতা) দিই। তারপর একবার ডাক্তারের কাছে আসাতে তিনি আবার ফটো

দিয়ে দেখে বললেন, আপনার পা তো সেরে গেছে। কি ক'রে হলো? সে ফটোও আমার কাছে আছে। আমি বললুম, ও সব হয় মনের জোরে একজন Christian Scientist (খৃষ্টিয়ান সায়েন্টিষ্ট) শুনে বললে, If you had been a Christian Scientist you would have immortalised yourself (যদি আপনি খৃষ্টিয়ান সায়েন্টিষ্ট্ সম্প্রদায়ভুক্ত হতেন তা হলে এই ঘটনার ফলে আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন)। আমি বললুম, দরকার নেই। I shall immortalise myself (আমি নিজেই নিজেকে চিরস্মরণীয় করবো)। মনের জোরে সব হয়, কিন্তু হাড়ও যে জোড়া লাগে এ ওরা—খৃষ্টিয়ান সায়েন্টিষ্ট্রা পারেই না।

শুদ্ধ মনে যে ইচ্ছা উঠে তাই সত্য হয়। আমি পাহাড়ে একা একা বেড়াতে খুব ভালবাসতুম। একবার সুইজারল্যাণ্ডে পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে এক narrow space-এ (সঙ্কীর্ণ স্থানে) এসে পড়াতে ভাবছি যদি একখানা পাথর পড়ে তবেই তো সেরেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথর ঠিক আমার সামনে পড়লো, আমি তো চমকে উঠেছিলুম।

এই দেখ হৃষীকেশে তপস্যা করতুম। তখন খালি বিচার করতুম যে আমি আত্মা, আমার দেহ নাই, ব্যাধি নাই, জ্বর নাই। তা মনকে test (পরীক্ষা) করবার জন্যে আমি একদিন অসুখ প্রার্থনা করলুম। তিন দিন যেতে না যেতে তাই হলো। মাধুকরী ক'রে যা পেয়েছি তা গঙ্গার উপর একটা শিলায় রেখে আর একটা শিলায় বসে খাচ্ছি—যেন টেবিল চেয়ার হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ সামান্য মাথা ধরলো। স্বাস্থ্য তখন খুব ভাল ছিল। দিনে একবার খেতুম। আর বাকী সময় একটা খড়ের আটচালা বেঁধেছিলুম, সেখানে ধ্যান জপ করতুম। এদিকে রাত্রে জ্বর এলো। তারপর dysentery (আমাশয় রোগ) হলো। ছয় মাস ভুগলুম। তারপর কাশী চলে আসি। সে অনেক কথা।

আমি কিন্তু বিচার করছি—আত্মার কি জ্বর হয়, না dysentery (আমাশয় রোগ) হয়?

Individual mind (ব্যষ্টি মন) কি? অনন্ত সমুদ্রে যেন এক একটা eddy—whirlpool (আবর্ত্ত)। একবার তোমাদের সকলের মন—জগতে যত মানুষ আছে, এমন কি কীটাণুকীটের পর্য্যন্ত, আর ওদিকে দেবতাদের ও যারা সব মৃত, এই সবার মনের সমষ্টি ভাব দেখি। এ-ই Cosmic Mind (সমষ্টি মন)। Universal thought-current-এর (সমষ্টি মনের চিন্তাধারার) সঙ্গে তোমার individual thought (ব্যষ্টি মনের চিন্তা) মিলিয়ে দাও। এটা যেদিন ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে সেই দিনই যথার্থ উপলব্ধি হবে, আমিত্ব আর থাকবে না। তাঁর ইচ্ছাই এর ভিতর দিয়ে খেলবে। Let your mind vibrate with the Cosmic Mind (তোমার মনের সাধনার ধারা অসীম মনের সঙ্গে একাকার হয়ে যাক্)—এ-ই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

* * * *

Thought-এর (চিন্তার) স্তর আছে। আমাদের lower degree (নিম্নস্তর) ও higher degree (উচ্চতর স্তর) দু'য়েতেই চিন্তা হয়। তুমি যেমন ভাববে তেমনিই হবে। ধ্যানে তন্ময় হওয়ার ফলে St. Francis of Assisi-র (সেণ্ট ফ্র্যান্সিসের) দেহে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতন ক্ষত চিহ্ন এমন কি রক্তের দাগও দেখা গিয়েছিল। অনেক রোম্যান ক্যাথলিক সাধিকাদের জীবনেও এই stigmata-র (চিহ্নের) কথা পাওয়া যায়। Higher degree-তে (উচ্চস্তরে) চিন্তা করতে পারলে নীচের জিনিষ আর ভাল লাগবে না।

*　　*　　*　　*

ছিল তো সব এখন যে কিছুই নেই। এখন ওরা এগোচ্ছে, আমরা পেছুচ্ছি। এই আমেরিকায় Hiram Maxim (হাইরাম ম্যাক্সিম) আর তাঁর ভাই Hudson Maxim-এর (হাডসন ম্যাক্সিমের) বাড়ী গেছলুম। Hiram Maxim (হাইরাম ম্যাক্সিম) automatic gun (অটোমেটিক গান)—যা তাঁর নামে এখন বিখ্যাত—বার করেছিলেন। আমায় বললেন, gunpowder (বারুদ) তো আপনাদের দেশেই আগে তৈরী হয়। ব'লে একটা quotation (উদ্ধৃত বাক্য) আমাদের দেশের বই থেকে দেখালেন। আমিও রামায়ণ থেকে বললুম। শুনে খুব খুশি হলেন। আমার মনে হয় চীন এদেশ থেকে শিখে গেছে।

এই ধর কাচ। এখন আমেরিকায় শিখতে যেতে হয়। এও এখানে আগে তৈরী হতো। Taxila-র (তক্ষশীলার) বৌদ্ধমঠে একটা স্তূপ আছে। তার চারিদিকে কাচের tiles (টালি)।* লোহার কাঁটা চামচেও আছে।

* স্বামিজী এখানে ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের কথা বলছেন। কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরবার সময় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি Taxila-র এই স্তূপ পরিদর্শন করেন। এই স্তূপের পাদদেশের চারদিকে যে প্রদক্ষিণ পথ আছে তা কি মাল-মসলায় তৈরী বর্ণনা করতে গিয়ে Sir John Marshall তাঁর "A Guide to Taxila" পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"The original floor of the procession path is composed of lime mixed with river sand....Above this floor was an accumulation of debris......and over this, again, a second *chunam* floor. In the stratum immediately above this latter floor were found many pieces of glass

এই একটা অস্ত্র আমাদের ছিল যা শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দিলে তার মাথা কেটে আবার ঘুরে আসতো। এটা এখনও নিউজিল্যাণ্ডের অসভ্যদের ভিতর আছে। একে বলে Boomerang (বুমারং)। একবার থিয়েটারে এক জাপানী দেখিয়েছিল—in the form of a parabola—দেখতে অস্কুশের মতন। Audience-এর (শ্রোতাদের) দিকে ছুঁড়ে দিলে ঠিক আবার ঘুরে হাতে এলো।

*　　*　　*　　*

Word (কথা) কি? Thought-এর (চিন্তার) physical expression (স্থূল রূপ)। আমি lecture-এ (বক্তৃতায়) অনেক বললুম। প্রত্যেকটা তোমার ভিতর এক একটা thought-এর (চিন্তার) উদ্দীপনা ক'রে দিলে। সেণ্ট জনের Gospel-এ (সুসমাচারে) গোড়ায় আছে—In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. এ বোঝা বড় শক্ত। Platonic

---

tiles. Probably, the whole of the procession path was at one time paved with these glass tiles, and later on, when the pavement had fallen into disrepair, a number of the tiles were removed from here to the chamber F[1] ......" এবং এই chamber F[1]-র বর্ণনাকালে ঐ পুস্তকেই ৫৮ পৃষ্ঠায় আছে, "In another of the chambers, F[1], was a floor of glass tiles of bright azure blue with a few other colours—black, white and yellow—mixed with them. These tiles average 10½ in. square by 1½ in. thick and are of transparent glass, the first complete specimens of their kind which have yet come to light in India.''

philosophy বোঝা চাই। Few Catholics understand it (ক্যাথলিকদের মধ্যে বড় একটা কেউ বুঝতে পারে না)।*

Without words (কথা ব্যবহার না করেও) thought-transference (ভাবসংক্রমণ) হয়। এই আমেরিকায় দেখেছিলুম একজনের চোখ বেঁধে দিলে। আর একজন পেছন থেকে কথা না ব'লে শুধু মনে মনে বলতে লাগলো—ডান পা তোল, বাম পা ফেল, বাম দিকে এগিয়ে যাও, একজনের পকেটে রুমাল আছে নাও, সেটা এদিকে এসে ওদিকে দাও। সেও এই রকম করতে লাগলো। এ এমন হয়েছে যে একজন ওই অবস্থায় বাড়ী থেকে ছবি নামিয়ে মোটরে ক'রে পর্য্যন্ত গেছে। কি উন্নতি। এই আমাদের দেশে বলে সাধুদের কাছে থাকলে জ্ঞান আপনি হয়ে যায়। অর্থাৎ ওই সাধুদের thought-current (ভাবধারা) অপরের মধ্যে flow করবেই (সংক্রমিত হবেই)—এমন কি unconsciosuly (অজ্ঞাতসারে)। তাইতো ঠাকুর আমাদের তাঁর কাছে যেয়ে ব'সে থাকতে বলতেন। আমরাও তাই করতুম।

* * * *

Virtue (পুণ্য) কি? যাতে পরের উপকার হয়, নিজের সুখশান্তি আসে, ঐশ্বর্য্য হয় তাই। Vice (পাপ) হচ্ছে যাতে পরের ক্ষতি হয়, নিজের misfortune (দুর্ভাগ্য) আসে সেই সব। Good and evil (ভাল এবং মন্দ) এই দুই থাকবেই—যতক্ষণ সংসার আছে। একটা constructive (গঠনকারী) আর একটা destructive (ধ্বংসকারী)। পদ্মার স্রোত বইছে। একদিক ভাঙছে, সেদিকের লোকে

---

* এ সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা এই পুস্তকের অন্ত খণ্ডে পাওয়া যাবে।

বলছে এটা ভাল নয়। আর একদিকে চড়া পড়ছে, সেদিকের লোকের মনে হয় বেশ হলো। ডাক্তার ফোঁড়া কেটেই ভাল করবে। সেটা কি খারাপ? ঠাকুর বলতেন, একটা কাঁটা দিয়ে আর একটা কাঁটা তুলে দুটোই ফেলে দিতে হয়। ভগবান দুয়েরই পারে।

রবিবার ১৬ ভাদ্র, ১৩৩০ (September 2, 1923)

ভগবান কিছু বাহিরেও নয়, কিম্বা ভিতরে যে তাও নয়। তিনি transcendental (বিশ্বাতীত) এবং immanent (বিশ্বগত) দুইই। আমরা সবাই স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম হলেও সেই শক্তিই তো আছে—difference in degree but not in kind (পরিমাণগত তারতম্য—কিন্তু প্রকৃতিগত নয়)। আমাদের চক্ষু দিয়েই তিনি দেখেন। পুরুষসূক্তে আছে, সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্র অর্থাৎ অনন্ত। এইরূপ সমস্ত মনের সমষ্টি তাঁর মন। আমরা সব কি রকম জান? যেন সব electric lamp (ইলেকট্রিকের বাতি)। কিন্তু electricity (বিদ্যুৎ) একই। তিনি আমাদের ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও আছেন। যেমন এই গৃহাকাশ আবার বাহিরের আকাশ। এটা বোঝা শক্ত।/

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ১৯ ভাদ্র ১৩৩০ (September 5, 1923)

এক একটা বাসনা এক একটা বুদ্বুদের মত। একটা আশা মিটলে আবার আর একটা উঠলো। সেটার তৃপ্তি হলে একটু শান্তি হতে না হতেই আবার আর একটা বাসনা এলো। এই নিয়েই তোমাদের জীবন। তাহলেই দেখ প্রত্যেক বাসনা মিটিয়ে মনের শান্তি পাওয়া যায় না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্ধতে॥ তাই প্রতিকাজে বিচার চাই। যা বাসনা করবে তাই হবে। যদি এজন্মে বাসনা সিদ্ধি না হয় আবার জন্মাতে হবে। কাজেই মনকে আত্মসংযমরূপ চামড়া পরাতে হবে, তবে হবে। গীতায় আছে অভ্যাস আর বৈরাগ্যের কথা। এই তৃষ্ণার যখন বিরাম হবে তখনই বৈরাগ্য আসবে।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ২২ ভাদ্র ১৩৩০ (September 8, 1923)

আমেরিকা থেকে আসবার সময় একজন Scientist-এর (বৈজ্ঞানিকের) সঙ্গে আলাপ হয়। মাটীর নীচে কি metal (ধাতু) আছে তা জানতে পারা যায় এমন যন্ত্র তিনি বা'র করেছেন। তিনি জাপানে আসছিলেন। ওখানে কোথায় কি আছে জানবার জন্তে ওরা অনেক টাকা মাহিনে দিয়ে ওঁকে নিয়ে আসছে। তিনি আমায় বললেন, আপনাদের দেশে কপিল greatest scientist (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক)।

ব'লে তিনি আমায় সাংখ্যের সব নতুন ব্যাখ্যা বোঝাতে লাগলেন। সে একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার। এ সব শুনে আমি বললুম, আপনি এ সম্বন্ধে বই লিখুন না কেন? তিনি আমায় বললেন, আমি আপনাকে পরে লিখে লিখে পাঠাবো। আপনি দেশের কাজে লাগাবেন। অনেক তিনি আমায় পাঠিয়েছেন, সে সব আমার কাছে আছে। সুবিধা পেলেই ছাপাবো।

* * * *

সাংখ্যের উপরে বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত। এই সাংখ্যেই তন্মাত্রের কথা আছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, তারপরে পরমাণু এই পর্য্যন্ত গেছে। কিন্তু এই তন্মাত্র তারও পূর্ব্বাবস্থা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও আগে atom-কে (পরমাণুকে) indivisible (অবিভাজ্য) বলতো। তারপর Thomson তা ভেঙে দিলেন।* Lord Kelvin (লর্ড কেলভিন) মরবার আগে বলেন—এখন আমি আর Electron theory (ইলেক্ট্রন থিওরী) নেবো না। Let me die peacefully with the idea that atoms are but indivisible units (পরমাণু যে অবিভাজ্য একক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি শান্তির সহিত মরতে চাই)। কেননা আমায় তাহলে সবই উলটোতে হবে। যাহোক

* স্বামিজী এখানে বৈজ্ঞানিক Sir J. J. Thomson-এর কথা বলছেন। Jeans-এর "The Mysterious Universe" পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে—"Then, just as the nineteenth century was drawing to a close, Sir J. J. Thomson and his followers began to break up the atom, which now proved to be no more uncuttable......"

এখন এই atom-কে (পরমাণুকে) সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। এই সূক্ষ্মতর অংশই electron (বিদ্যুত্তিন)। আর এই electron-ই (বিদ্যুত্তিনই) force-centres (শক্তিকণা)—প্রাচীন সাংখ্যাদি শাস্ত্রসম্মত তন্মাত্র।* Electron (বিদ্যুত্তিন) সব যে এক জায়গায় জমে আছে তা নয়—atom-এর (পরমাণুর) ভিতর ভীষণ বেগে ঘুরছে। এক একটি atom (পরমাণু) যেন solar system এর (সৌরজগতের) মতন। † তা এসব কিসে আছে? In that primordial ocean of infinite substance or Brahman, the receptacle of the eternal energy—অব্যক্ত প্রকৃতির আশ্রয় সেই

---

* এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিশিষ্টে করা হয়েছে।

† Rutherford-এর মতে পরমাণুকেন্দ্রে ধনবিদ্যুৎবিশিষ্ট কণিকা (Proton) আছে। তার চারিদিকে ঋণবিদ্যুৎবিশিষ্ট কণিকা (Electron) ঘুরছে। সেই-জন্যেই একটা atom-কে miniature solar system (ছোটখাট সৌরজগৎ) ব'লে কল্পনা করা হয়। কিন্তু এই ছবিও আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। একদিন electron-গুলিকে কণিকারূপেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু এটা কি শুধু বস্তুকণিকাই? এখন এর এমন আচরণ দেখতে পাওয়া যায় যাতে এটা কোন কোন দিক হতে তরঙ্গে পর্যবসিত। এবং একে যখন তরঙ্গরূপে দেখান হয় তখন atom-এর ছবিটা সৌরজগতের মত না হয়ে এরূপ হয় যেমন Joad বলেছেন—"......and the latest conception transcends the limits of the pictorial imagination by postulating a projectile with wave-like properties and a wave with projectile-like properties. This conception is entailed by the wave-mechanics of de Brogli and Schrodinger." (Guide to Modern Thought, পৃষ্ঠা ৮৫)

ব্রহ্মস্বরূপ অনাদি অনন্ত কারণসমূহের মধ্যেই অবস্থিত।* এই রকম ক'রে matter (জড়) খুঁজতে খুঁজতে ওরাও সেই এক ব্রহ্মে গিয়ে পড়ছে, † আমরা যেখানে Spirit (আত্মা) ধ'রে গেছলুম।

*　*　*　*

---

* পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সকলের পরম্পরাক্রমে প্রকৃতিই চরম উপাদান। "পারম্পর্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ" (সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র, ৬০৫)। অর্থাৎ পরম্পরা-ক্রমে প্রকৃতির কারণতা সাংখ্যমতে স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রকৃতি জড় এবং তজ্জন্য বহু পুরুষও সাংখ্যে মানা হয়েছে। কিন্তু "The most difficult point is to understand the nature of its (that of Prakriti) connection with the Purusha. Prakriti is a material, non-intelligent, independent principle and the souls or spirits are isolated, neutral, intelligent and inactive. Then how can the one come into connection with the other ?" (ডাঃ দাশগুপ্ত, The Study of Patanjali, পৃষ্ঠা ১২)।

Deusson-ও তাই বলেছেন—"The fundamental conception and ultimate assumption of the system is the dualism of *prakriti* (nature) and *purusha* (spirit). There exist together with and in one another from eternity two entirely distinct essences, but no attempt even is made to derive them from a higher unity or to trace them back to it.'' (The Philosophy of the Upanishads, পৃষ্ঠা ২৪০)। এই 'higher unity'-ই বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ম্। সাংখ্যের পরিণতি হয়েছিল চরম দ্বৈতে। বেদান্তে অদ্বৈততত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হল। এবং এই জন্যে বেদান্তেই কেবল বলা হয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

† Matter সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের যে ধারণা তা Joad প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"Modern matter is like the grin on the

Colour (রঙ) কি ? এও স্পন্দন। এ জগতের সমস্তই এই রকম। সেকেণ্ডে চার শত বিলিয়ান বার স্পন্দন হ'লে লাল রঙ দেখা যায়। আর সেকেণ্ডে সাড়ে সাত শত বিলিয়ান বার হ'লে violet (বেগুনে) হয়। * Mind-ও (মনও) vibrate (কম্পন)

face of the Cheshire cat ; the animal has faded away and faded away, until there is only the grin left, with nothing behind to sustain it. Or rather, what is behind we do not know." (Guide to Modern Thought, পৃষ্ঠা ৮৭)। এবং Eddington-ও তাঁহার New Pathways in Science (পৃষ্ঠা ৮৮) পুস্তকে লিখেছেন—"We have to remember that the physical world of atoms, electrons, quanta, etc., is the abstract symbolic representation of something. Generally we do not know 'anything' of the background of the symbols——we do not know the inner nature of what is being symbolised." এই 'something'-টি কি ? বেদান্ত বলেন ইহাই ব্রহ্ম। তাই দেখি উপনিষদও এইরূপে বিশ্লেষণ ক'রে সেই চরম তত্বে উপনীত হয়েছেন।—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

*"To emit radiations or wave-motions is a characteristic of the elementary atoms of matter, whenever the movements of the electric particles constituting the atoms are re-adjusted or re-arranged. They are now usually described as electro-magnetic radiations or waves.......

Visible undulations were formerly described as vibrations of the "ether," a medium assumed to pervade all space....... This hypothesis is now in a much less secure position, and

করছে। * সত্ত্ব হচ্ছে যখন highest degree-তে (উচ্চস্তরে) vibrate (কম্পন) করে। আর lowest degree-তে (নিম্নস্তরে) হলেই তমঃ। মন খুব vibrate (কম্পন) ক'রে ক'রে সমাধিতে গিয়ে দেখে God beyond vibration (ঈশ্বর সমস্ত স্পন্দনের অতীত)—সেখানে কোন vibration (কম্পন) নেই। †

* * * *

---

has been abandoned by many students of the subject. The *form and structure* of the waves or undulatory radiations is to a certain extent understood ; but we have no knowledge of *what it is* that moves thus.''

(Drummond and Mellone-এর Elements of Psychology, পৃষ্ঠা ৩০০)।

"They (the seven colours) correspond to differences in the number of undulations per second in the radiations.

The succession of colours from red to violet corresponds to a gradually increasing frequency of the undulations : the dullest red light begins when they amount to about 375 billions per second ; the darkest violet light ends when they have risen to about 750 billions per second.''

—ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০৬।

*"According to Vedanta, mind is 'finer matter in vibration'.''

—স্বামী অভেদানন্দের Self-Knowledge, পৃঃ ১২৬।

† "The whole world consists in the vibration of atoms, but above and beyond all this vibration there exists the Absolute Reality, the true Self,......" (Self-Knowledge, পৃষ্ঠা ৪১) ঈশোপনিষদেও আছে, "অনেজদেকম্"—That which does not vibrate is our true Self.

Thomas Edison (এডিসন)—যিনি গ্রামোফন বা'র করেছিলেন—তাঁর ল্যাবরেটরীতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গেছলুম। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখলুম হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁর খুব আগ্রহ—তিনি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছিলেন।

যেখানে ব'সে Edison (এডিসন) কোন problem (সমস্যা) চিন্তা করেন সে সব দেখলুম। কোন problem (সমস্যা) যতক্ষণ না solved (সমাধান) হচ্ছে ততক্ষণ তিনি সেখান থেকে উঠেন না। তিনি হয়তো তাঁর টেবিলে ব'সে আছেন, ঘরের কোণে breakfast (সকালের খাবার) দিয়ে গেল। ঘণ্টা দুই বাদে না খাওয়াতে তুলে নিয়ে গেল। তাঁকে কেউ disturb (বিরক্ত) করতো না। কাছেই বাড়ী। সেখান থেকে আবার দুপুরের খাবার এলো। ইনি সে-ই ব'সে। সে খাবারও ফিরিয়ে নিয়ে গেল। রাত্রের খাবারও এলো। হুঁসও নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নেই। একমনে ভাবছেন। এই তো সমাধি। আমাদের দেশের যোগীদের মতন। ঘুম পেলে টেবিলেই মাথা রেখে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন। ঘুম ভেঙ্গে গেলে যে কে সেই।

*　　*　　*　　*

আনন্দ উপভোগ করে কে? যে সত্য জেনেছে—বুড়ী ছুঁয়েছে। থিয়েটারে যে গরীবের part (ভূমিকা অভিনয়) করছে সে যদি সত্যিই গরীব হয়ে যায় তাহলে তার আর আনন্দ থাকে না। তবে আনন্দ তারই হয় যে জানে সে play (অভিনয়) করছে মাত্র।

রবিবার ২৩ ভাদ্র ১৩৩০ (September 9, 1923)

হনুমান বলছেন, হে রাম, যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন আমি তোমার দাস। জীববুদ্ধিতে দেখি আমি তোমার অংশ। আর আত্মবুদ্ধিতে দেখি তুমিও যা আমিও তাই। ভক্তরাজ প্রহ্লাদও স্তবের শেষে বলছেন,

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥*

কিম্বা মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও যেমন আছে,

নমস্তভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।

দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে অদ্বৈতবাদ বোঝা যায় না। আমার ঘর, আমার বিষয়, আমি অমুকের ছেলে ইত্যাদি যে সব ভাব এ সব কাঁচা আমি। আর "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" এ আমি পাকা। Infinite-এর (অনন্তের) অংশ হয় না—infinite-এর (অনন্তের) অংশ infinite-ই (অনন্তই) —"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

* * * *

প্রার্থনা ভক্তিমার্গের সাধনার অঙ্গ। তবে এর rational explanation (বিচারমূলক ব্যাখ্যান) সবাই জানে না। তুমি যা চাচ্ছ তা

* বিষ্ণুপুরাণ (১।১৯।৮৪-৮৬)

কিছু বাইরে থেকে আসে না, ভিতর থেকেই আসে। সকাম প্রার্থনা করো না। রূপ যশ এ সব চেও না। চাইবে শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞানমার্গী বিচার করে, প্রার্থনা করে না। কে কাকে প্রার্থনা করবে? মন নয়, বুদ্ধি নয় এই ক'রে নেতি নেতি দ্বারা বিচার করে। "আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।" বিবেক অর্থাৎ—right discrimination।* এই বিবেককে অনেকে conscience বলে। কিন্তু এই দুটো এক নয়। Conscience হচ্ছে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার।

*   *   *   *

কর্ম্মফল minimize করা (কমান) যায়, avoid করা (এড়ান) যায় না। তাই সৎচিন্তা চাই। হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) পিঠে কার্বঙ্কল। ডাক্তার কেটে কেটে slough (মাংসখণ্ড) বার ক'রে দিচ্ছে—মন শেষ পর্য্যন্ত এদিকে ভগবানে।

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ২৬ ভাদ্র ১৩৩০ (September 12, 1923)

মনটাকে দেহ থেকে তুলে নিলে এ দেহটা মৃত দেহের মতন প'ড়ে থাকে। এ আমরা ঠাকুরের দেখেছি। আমাদের সামনে ডাক্তার

---

* ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে। "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবৎ—ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্।"

মহেন্দ্র সরকার তাঁর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখতেন। তিনি কিন্তু জানতেও পারতেন না।

*　　*　　*　　*

কোন কামনা বুদ্বুদ আকারে উঠবার আগেই তাকে নষ্ট করতে হয়। সেই জন্যে চাই বিচার আর ধ্যান। যারা একটু ধ্যান করেছে তারাই জানে ধ্যানে কি শান্তি। এই শান্তির সঙ্গে কোন কামনার সিদ্ধি হওয়ায় যে ক্ষণিক সুখ হয় তার সঙ্গে তুলনা ক'রে বিচার করতে হয়।

Ideal (আদর্শ) ছাড়তে নেই। একেই জীবনের ধ্রুবতারা কর। তা না হলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সমুদ্রে তো কখন যাওনি। এই (আমেরিকা থেকে) আসবার সময় দিনের পর দিন ড্যাঙ্গা দেখিনি। খালি জল। জাহাজ দিনরাতই চলেছে ওই কম্পাস আর তারা দেখে।

*　　*　　*　　*

আমাদের শিবের চরিত্র ঠিক বুদ্ধদেবের মতন। শিব ছাই মেখে সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন। আর বুদ্ধদেবও রাজার ছেলে সত্যলাভের জন্যে সব ত্যাগ করলেন। তবে আমি বলছি না যে শিবের চরিত্র বুদ্ধের দেখে করা। তা নয়। কেন না বেদেও শিবপূজা আছে। সেই রুদ্রই তিনি। * তবে বুদ্ধদেবের পরে শিবপূজা খুব popular (জনপ্রিয়) হয়েছিল।

* এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে এ বিষয়ের আলোচনা থাকবে।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ২৯ ভাদ্র ১৩৩০ (September 15, 1923)

"জগৎ যদি মায়া তবে আবার দরিদ্রনারায়ণের সেবা কেন?"

জগৎ মিথ্যা—মায়া। এর মানে কি? এর মানে নয় যে জগৎটা তিন কালেই নেই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই সমস্তই ব্রহ্ম—এই চেয়ার কি দেওয়াল সব। তবে মায়া কি? নাম ও রূপ। এই চেয়ারটার নাম রূপ তুলে নাও। কি থাকে? যার আদি নাই অন্ত নাই তার মধ্যও নাই। বউ ছেলে কিছু সঙ্গে ক'রে আনো নি, সঙ্গে নিয়েও যাবে না। মাঝে থাকতে 'আমার আমার' করছ। এইটেই মায়া। মিথিলা সব পুড়ে যাচ্ছে—জনক রাজা বলছেন 'আমার কিছু হচ্ছে না। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।' ধ্বংস হয় নাম রূপের।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা অর্থাৎ তার মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকেই সেবা। তুমি যে দেহ নিয়ে জন্মেছিলে এখন কি আর সেই দেহ আছে? সব বদলাচ্ছে। মনও তাই। এর মধ্যে এক ব্রহ্মই সত্য—unchangeable (অবিকারী)। তুমি সেই তাঁরই সেবা করছ। তুমি নিজেকে দেহের সঙ্গে identify (এক মনে) ক'রে ক'রে নিজের যথার্থ রূপ দেখতে পারছ না। এই নিষ্কাম কর্ম্ম করলে দেহবুদ্ধি শিথিল হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে বলে বিষয় মরীচিকা—optical delusion। মরুভূমিতে ও রকম দেখা যায়। চিলকায় যাবার সময় বালির চড়ায় আমরা দেখেছিলুম—জল ও গাছের ছায়া দেখে সত্য মনে করেছিলুম। কিন্তু

যেয়ে দেখলুম খালি বালি। এ-ই মরীচিকা—mirage। এই সময়ে আমার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ এবং প্রেমানন্দও ছিলেন।*

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ২ আশ্বিন ১৩৩০ (September 19, 1923)

ওদের দেশেও মন নিয়ে অনেক রকম চর্চ্চা চলেছে। একজন আর একজনের মনে কি উঠছে ব'লে দেবে। এ সবাই করতে পারে। ধর দুজন intimate friend (অন্তরঙ্গ বন্ধু)। একজন এক ঘরে ব'সে ভাব ছাড়তে লাগলো। আর একজন অন্য ঘরে ব'সে মনটাকে recipient attitude-এ (গ্রাহকরূপে) রাখলে। পরে দুজনে note ক'রে (লিখে) দেখলে মিলে গেছে।

তারপর দেখ ওদের দেশে খৃষ্টীয়ান সায়েন্টিষ্ট্ আছে। অনেক কঠিন রোগ পর্য্যন্ত সারিয়ে দেয়। জোর ক'রে বলে ব্যারাম নেই। ব্যারাম সেরে যাবে। এ রকম আমাদের দেশেও আছে। চরণামৃত পান করলে রোগ সেরে যাবে। কেউ বা গঙ্গাজলই খাচ্ছে, তাতেই সেরে গেল। এ হচ্ছে ওই বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে চরণামৃতে কিছুই হবে না।

স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) একবার মাদ্রাজে এক যোগীর কাছে গেছলেন। তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে লিখে দিতে হতো। তিনি সেটা

---

* ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ, প্রেমানন্দ এবং মহারাজ একসঙ্গে পুরী গেছলেন। এ সেই সময়কার কথা।

হাতে মুঠো ক'রেই তার উত্তর ব'লে দিতেন। এমন কি অন্ত অন্ত প্রশ্ন যা মনে উঠছে তারও উত্তর ব'লে দিতেন। একমন হলে সব হয়। যাঁরা সব invent (উদ্ভাবন) করছেন তাঁরা ওই নিয়েই ভাবছেন। ভিতর থেকে উত্তর আসবে। আর আমাদের দেশে পাঁচ হাজার বছর আগে অমুক ঋষি কি ব'লে গেছেন তার দোহাই এখনও দিচ্ছে।

* * * *

মহাপুরুষরা একটু একটু ক'রে এগিয়ে দিয়ে যান। এই কপিল যে পর্য্যন্ত বলেছেন শঙ্কর তাই আর একটু এগিয়ে বেদান্তে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব negative side (না-এর দিক) দিয়ে যা দেখিয়েছেন শঙ্কর তাই positive side (হাঁ-এর দিক) দিয়ে দেখালেন। বুদ্ধ যাকে শূন্ত বলেছেন তা-ই শঙ্করের পূর্ণ। In Brahman all contradictions meet (ব্রহ্মেই সকল বিরোধের অবসান)। আমাদের দুইই নিতে হবে। ঠাকুর দেখিয়ে দিয়ে গেলেন দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এ সব এক একটা step (সাধনস্তর)। অদ্বৈতবাদই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।

* * * *

স্বামী বিবেকানন্দ চ'লে আসবার পর লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে এক Hall-এ (হলে) আমি একদিন "Concentration" (মনের একাগ্রতা) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলুম। তা আমি যখন বলছি তখন রাস্তা দিয়ে একদল soldier (সৈন্ত) brass band (ব্যাণ্ড) বাজিয়ে মার্চ্চ ক'রে যায়। যারা শুনছিল তারা মনে করলে পাছে আমার গোলমাল হয়। লেকচার

শেষ হবার পর কেউ কেউ আমায় বললেন, আজ ভারী disturbance (গোলমাল) হলো। আমি বললুম—কিসের ? তখন তাঁরা বললেন—কেন, এই সব বাজনা বাজিয়ে soldier-রা (সৈন্যরা) গেল। আমি বললুম, কই আমি তো জানি না। সেখানে Rev. Dr. Haweis (রেভারেণ্ড ডকটর হয়েস) Episcopal Church-এর (এপিসকোপাল চার্চের) একজন বড় নেতা ছিলেন। তিনি শুনে বললেন, Swamiji, you have given us to-day a perfect demonstration of concentration (একাগ্রতার চরম দৃষ্টান্ত আপনি নিজেই আজ দেখিয়েছেন)। মন একাগ্র থাকলে এমন কি কামানের শব্দও শোনা যায় না। এলাহাবাদে নদীর ধারে খুপরীর ভিতর ব'সে ধ্যান করতুম। সেখানে fort (দুর্গ) থেকে তোপ পড়তো—ধ্যানের সময় জানতেও পারতুম না।

* * * *

আমেরিকায় public demonstration-এ (সকলের সামনে) একজন পাঁচশ লোকের কাছ থেকে টুকরো টুকরো কাগজে প্রশ্ন লিখে নিয়ে সেগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে। তারপর তার ভিতর থেকে যে কোন কাগজ হাতে ক'রেই তার উত্তর দিতে লাগলো। তার একটা spirit (প্রেতাত্মা) ছিল। ওই spirit-কে (প্রেতাত্মাকে) দিয়ে সে এ সব করতো। ম্যাডাম —ও করতেন। নিউইয়র্কে তাঁকে একজন বললে, ফ্লরিডার (Florida-র) শিশির শুদ্ধ গোলাপ ফুল চাই। Ceiling (ছাদ) থেকে তাই পড়লো। সন্দেশ চাও তাই আসবে।

একজন—আমি কিন্তু খেয়ে দেখেছি পেট ভরে না।

মহারাজ—এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। একবার আমি, লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) আর গোলাপমা ঠাকুরের সঙ্গে নৌকা ক'রে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাচ্ছি। বেলা হয়ে গেছে, প্রায় আড়াইটে বাজে। খুব খিদে পেয়েছে। ঠাকুরেরও খিদে পেয়েছে। তখন বরানগরে নৌকা লাগানো হলো। গোলাপমার কাছে এক আনা মাত্র ছিল। তাই দিয়ে আমি ছানার মুড়কি কিনে নিয়ে এলুম। ঠাকুর নিজেই সে সব খেয়ে ফেললেন। খেয়ে মায় ঠোঙাটা জলে ফেলে দিয়ে অঞ্জলি অঞ্জলি ক'রে জল খেলেন। আমরা কিছু খেতে না পেয়ে মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলুম। তারপর কিন্তু দেখি আমাদেরও খিদে নেই পেট ভরে গেছে।

শনিবার ৫ আশ্বিন ১৩৩০ (September 22, 1923)

আমরা প্রণাম করি তোমায়। অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে নারায়ণ আছেন তাঁকেই। এই সাধুদের মধ্যে দেখা হলে ব'লে থাকে—ওঁ নমো নারায়ণায়। আমাদের এই প্রণাম ওদের handshake-এর (করমর্দ্দনের) চেয়ে ভালো। ওরা ও রকম করে কেন জান? আগে ওদের ভিতর সব দল ছিল। একদল আর একদলের শত্রু। কারুর সঙ্গে দেখা হলেই বাঁ কাঁকের তলোয়ারে হাত দিতো। নচেৎ হাতে হাত দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো।

আমাদের দেশে নিয়ম আছে রাজদর্শন কি সাধুদর্শন রিক্তহস্তে করতে নেই। ঠাকুরও আমাদের তাই সামান্য একটা এলাচদানা নিয়ে যেতে

বলতেন। আমাদের দেশে প্রতি কাজে কত গভীর তত্ত্ব আছে। এখন কাজের ভিতর সেই spirit (মনোভাব) নেই।

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ৯ আশ্বিন ১৩৩০ (September 26, 1923)

Concentration (একাগ্রতা) সবেতেই দরকার হয়। এই ধর chess-play (দাবা খেলা)। Poland-এর (পোল্যাণ্ডের) একজন chess-player (দাবা খেলোয়াড়)—বয়স তের চোদ্দ। কিন্তু ওই বয়সেই ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি সকল দেশের বড় বড় champion-দের (বিজয়ী খেলোয়াড়দের) হারিয়ে দেয়। এক সঙ্গে তিরিশ জনের সঙ্গে খেলতো। তারা সবাই একটা semicircle (অর্দ্ধবৃত্ত) ক'রে বসতো, আর ও এক-একবার চেলে চেলে দিয়ে যেতো। কি concentration (মনের একাগ্রতা)! সব ছকগুলো তার মনের মধ্যে রয়েছে। যখন তার পাঁচ বছর বয়স তখনই সে তার বাপকে খেলতে দেখে বলে উঠে এই রকম চাল দিলে জিতে যাবে—হতোও তাই। আমেরিকায় একজন ছিল—এক সময়ে দশ বারো জনের সঙ্গে খেলতো। শেষে পাগল হয়ে গেল। এই chess-play-ই আমাদের দাবাখেলা। এদেশ থেকেই যায়।

বিষয়—Spiritual Unfoldment

বুধবার ১৬ আশ্বিন ১৩৩০ (October 3, 1923)

এই দেখ ঠাকুরের যারা শিষ্য—direct disciples তাদের মধ্যে কত ভালবাসা। প্রত্যেকের যে মত এক তা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের, আমার, কি শরৎদানন্দের সব আলাদা আলাদা ভাব। কিন্তু এক ভালবাসা সবার ভিতর আছে। চন্দ্র সূর্য্য গাছ পালা সব রয়েছে অথচ ভিতরে এক ব্রহ্ম—এই হচ্ছে unity in variety (বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব)। এইটি তোমাদেরও চাই।

*　　*　　*　　*

এখন যেমন বুঝছ তুমি অমুকের ছেলে, সমাধি হলে ঠিক এইভাবেই বুঝতে পারবে তোমার সঙ্গে জগৎপিতার কি সম্বন্ধ।

*　　*　　*　　*

স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতেন। তিনি একদিন ঠাকুরকে বললেন, আপনি আমার বন্ধুদের দেখেন না কেন? ঠাকুর বললেন, ওদের যে এখন কিছু হবে না দেখতেই পাচ্ছি, কি করবো? তিনি বলতেন, মলয়ের হাওয়া বইলে সব গাছই চন্দন হয় যার একটু সার আছে, কিন্তু কলাগাছে হয় না।

* * * *

এই আমারই মনে একটা ভাব উঠলো, আমি কাছেই ছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ব'লে দিলেন, তুই এই ভাবছিস। আমার পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধেও তিনি একদিন ব'লে দিয়েছিলেন।

* * * *

Ralph Waldo Emerson (রালফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন) আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তিনিই প্রথম আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে এ সব ভাব আছে। এই তাঁর essay on 'Immortality'-র (আত্মার অমরত্ব প্রবন্ধের) ভিতর নচিকেতার গল্প আছে। তাঁর ব্রহ্ম ব'লে—যাকে ইংরাজীতে তিনি "Brahm" এইরূপ লিখেছিলেন—একটা poem (কবিতা) আছে। তার প্রথম stanza হচ্ছে—

"If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again."

গীতায় যে আছে "য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" এইভাব ওতে রয়েছে—এরই free translation (স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)। তখন Charles Wilkins (চার্লস উইলকিন্স্) সাহেবের গীতার translation (ইংরাজী অনুবাদ) ছিল। এই অনুবাদ ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর সময় হয়। এমার্সন আর

কার্লাইল দুজনে বন্ধু ছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে এমার্সনের দেখা হলে তিনি এমার্সনকে গীতা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—এ একখানা আশ্চর্য্য বই। এতে আমার সব সন্দেহের উত্তর পেয়েছি এবং আমার মনে হয় আমার ন্যায় আপনিও গীতার উপদেশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন। এমার্সন এই গীতা প'ড়েই "ব্রহ্ম" সম্বন্ধে তাঁর এই কবিতা লিখেছিলেন।

এমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট Mr. Malloy (মিষ্টার ম্যালয়) আমায় ওই "Brahm" (ব্রহ্ম) poem-টার (কবিতাটার) মানে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, এ সব এমার্সন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আমি তাঁকে গীতার ওই কথা বললুম।

আমি এমার্সনের লাইব্রেরী দেখেছি। সেখানে গীতা, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির English translation (ইংরাজী অনুবাদ) আছে।

বিষয়—প্রশ্নোত্তর

শনিবার ১৯ আশ্বিন ১৩৩০ (October 6, 1923)

"মানুষ ম'রে কোথায় যায়?"

'হাঁ, এটা জেনে রাখাই ভালো। সবাইকেই তো মরতে হবে। মৃত্যু কি? যেটা দেখছে, শুনছে, যেটা এই দেহকে চালাচ্ছে, সেটা যখন চ'লে যায় তখন দেহটা প'ড়ে থাকে। এটা যেন কল। পাখীর খাঁচা। পাখীটা বলবান হলে খাঁচাটাকে নড়াতে পারে। এখন পাখীটা উড়ে

গেল, সেই রকম। শুধু স্মৃতিলোপই যে মৃত্যু তা নয়। গভীর সুষুপ্তির সময় তো স্মৃতি থাকে না।

সব ঐশ্বরিক নিয়ম আছে। আমরা সব তার ভিতর। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জন্ম হলো—ক্রমে তার বৃদ্ধি, পরে হ্রাস শেষে পরিণাম হলো। কতকগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে যার ভিতর দিয়ে এ রকম হয়ে থাকে। বাপ মা তোমার আত্মার সৃষ্টি করেন না—channel (পথ) মাত্র। তারপর তোমার দেহই ধর না। যে দেহ নিয়ে জন্মেছিলে সে দেহ কি এখন আছে ? এ জন্মে যে তোমার পিতা সে হয়তো আর জন্মে তোমার পুত্র ছিল। এখন যে তোমার মা সে হয়তো আগে তোমার পিতাই ছিল। বর্ত্তমান সম্বন্ধ তো আর নিত্য সম্বন্ধ নয়। এতো ক্ষণস্থায়ী, কিছুই নয়। কেই বা তোমার পিতা—কেই বা তোমার মাতা ? তবে তোমার বাসনা অনুসারেই জন্ম। যেমন বাসনা তেমনি উপযুক্ত বাপ মাকে আশ্রয় ক'রে আত্মা আসে মাত্র। মাতৃভাব কি পত্নীভাব থাকলে স্ত্রী হয়ে জন্মাতে হয় এই মাত্র। Masculine (পুরুষভাব), feminine (স্ত্রীভাব) কি neuter (ক্লীবভাব) সবই তাঁতে আছে—তা না হলে এ সব এলো কোথেকে ?

তা মৃত্যু হলে যে কিছু নষ্ট হয় তা নয়। অর্থাৎ কিছুরই annihilation (সম্পূর্ণ ধ্বংস) হয় না। সাংখ্যে কপিলমুনি বলেছেন—"নাশঃ কারণলয়ঃ।" একটা গাছ কেটে পোড়াও। ধোঁয়া টোঁয়া শুদ্ধ যেটা পোড়ানো হলো তা ওজন ক'রে আগেকার গাছটার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ, দেখবে সমান। আমাদের দেহটাও তাই। যেটা পুড়িয়ে ফেলে বাকী থাকে তা একটা শিশিতে ধরে মাত্র। লণ্ডনে মিউজিয়মে এক একটা শিশি আছে, তাতে label (লেবেল) আছে—Sir অমুক তাঁর, Sir অমুক তাঁর। কিন্তু এটাই যে সব তা নয়। তার আমি-টা

চ'লে গেছে—যাকে আমরা সাধারণতঃ জীবাত্মা বলি। তাকে পোড়ানোও যায় না, কিছুই না। তবে দেহটাকে রাতদিন ভেবে ভেবে আত্মা ব'লে যে কিছু আছে, আত্মা যে দেহ ছাড়া তা আমরা ভাবতেই পারি না। দেহের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপ করি। একেই বেদান্তে অধ্যাস বলে। এই আমি কালো, আমি ফর্সা, আমি মোটা, আমি রোগা, আমি খোঁড়া কি কালা—এই কি সত্যি আমি? তা নয়। আত্মায় মোটাত্বও নেই, রোগাত্বও নেই। তা ফর্সাও নয়, কালোও নয়।

সেইটে এ লোক থেকে চ'লে যায়। সাধারণতঃ যারা আত্মহত্যা ক'রে মরে তারা প্রেতলোকে যায়—ভূত হয়ে থাকে। এ জায়গাটা কি রকম জানো? যেমন আমাদের এই circle-এর (বৃত্তের) বাইরে আর একটা circle (বৃত্ত), তার বাইরে আর একটা—এই রকম। আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত লোকের কথা আছে না? আমাদের হাজার বছর, তাদের হয়তো পাঁচ মিনিটেরও কম। কারণ আমাদের সময় সূর্য্যের উদয় অস্ত ধ'রে করা। সেখানে সূর্য্যই নেই—সেই "অন্ধং তমঃ।"

তবে সেখানে এ শরীর থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর থাকে—তা দেওয়ালের ভিতর দিয়ে যেতে আসতে পারে। ঘর চারিদিকে বন্ধ অথচ ঘরের ভিতর এলো। এখানে যে সব বাসনা ছিল সেখানেও সেই সবই থাকে। যার চুরি করার স্বভাব ছিল সেখানে তো আমাদের কিছু করতে পারে না, তাই এর জিনিস ওকে দিচ্ছে এই রকম। এই সব হচ্ছে evil spirit (দুষ্ট ভূত)। কারুর প্রতি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা ছিল তা এখানে পারেনি ব'লে সেখান থেকেও চেষ্টা করবে। তারপর ধর কেউ জানে না একজন কাউকে মেরে ফেললে। তাই সেই ঘরে মৃত ব্যক্তি এখনও উৎপাত করে। সে বাড়ীতে যে যায় তাকে জ্বালাতন করে। এ রকম করে কেন জানো?

তার ইচ্ছাটা indicate করবার (জানাবার) চেষ্টা করে। তা ছাড়া ধর একজন অনেক plan (মতলব) ক'রে মনের মতন বাড়ী করলে থাকবার জন্তে। হঠাৎ ম'রে গেলে সেই বাড়ী ছেড়ে তখন সে অন্যত্র নাও যেতে পারে। এই সব earthbound condition (পার্থিব বাসনার বন্ধন) যতদিন থাকবে সেও ততদিন ওইভাবে থাকবে। হয়তো যেখানে ছিল সে সংসারে আবার জন্মাতেও পারে। মনে মনে ভালবাসা থাকলে পরস্পরের সঙ্গে পরে দেখাও হয়। তবে দুজনে দুজনকে ভালবাসতে হয়। একজন হয়তো আর একজনকে ভালবাসে, কিন্তু এ যদি তাকে ভাল না বাসে তবে দেখা হয় না। কাজেই পরস্পরের প্রতি টান থাকা চাই। দু পাঁচ বছর আগে ম'রে গেলেও কিছু হয় না। কেননা তাদের কাছে এই সময়ের ব্যবধানটা কিছুই নয়।

ওই যে বলে ভূতে পাওয়া—ও সত্যি। ওঝা ছাড়াতে পারে। কারণ তার একটা ভাল ভূত থাকে। ভূতকে দিয়ে ভূত তাড়ায়। হাড় টাড় নিয়ে শ্মশানে যে ভূত থাকে বলছো তার আর আশ্চর্য্য কি? তোমার কাছে হয়তো যা খারাপ আর একজনের কাছে হয়তো তা পবিত্র। এই ধর ভগবান লাভ করার জন্তে অঘোরপন্থী—এরা সব মানুষের মল মূত্র খায়।

এখানকার বাসনাগুলো তো আর নষ্ট হয় না। মনটা সঙ্গে থাকে। যে হয়তো এখানে মদ খেতো সেখানেও তাই খেতে চায়। কিন্তু পারে না—মন হু হু ক'রে জ্বলে। এ-ই নরক যন্ত্রণা—যার সব vivid description (জীবন্ত বর্ণনা) আমাদের শাস্ত্রে আছে। যে এখানে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিল সেখানেও তার সঙ্গে সেই আসক্তি থাকে। এইরূপে ভোগ হয় আর কি। আবার এমন হয় যে হয়তো এখানে মদ খেতো সেখানে তা না পেয়ে এখানে কোন দুর্ব্বল মনের উপর চাপে। সে হয়তো

জানে না কিন্তু তাকে খাওয়াতে শেখায়। পরে সে খেলে ওই প্রেতের আমোদ হয়।

তবে পবিত্র চিন্তা যেখানে থাকে সেখানে যেতে পারে না। Thought-এর (চিন্তার) একটা form (রূপ) আছে। তাই যেমন এই তন্ত্রে আছে মন্ত্রশক্তির দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া দেওয়ার কথা। নিজেকে fort-এর (দুর্গের) মতন ক'রে ফেলে। সেখানে আর কিছুর যাবার যো নেই। যোগীরা good thoughts (সৎচিন্তা) পাহাড়ের গুহার ভিতর থেকে ছাড়লেও মঙ্গল করে। অন্যদিকে অসৎকার্য্য সিদ্ধির জন্যে witches-দের (ডাইনীদের) সাহায্য চায়—যেমন Macbeth-এ আছে। এ রকম হয়।

নরকভোগ মনেতেই হয়। একটা গর্ত্তে hopeless (নিরাশ) হয়ে প'ড়ে থাকে। তারপর প্রেতলোক থেকে ভুগে ভুগে অন্য জায়গায় চ'লে যায়। ধার্ম্মিকেরা পুণ্যকর্ম্মের জোরে প্রেতলোকের ভিতর দিয়ে তীরের মতন পুণ্যলোকে চ'লে যান। তবে তাঁরা ইচ্ছা করলে নীচে নেমে আসতে পারেন। কিন্তু যারা নীচে থাকে তারা উপরে যেতে পারে না। কারুর মঙ্গলের জন্যে সাধুব্যক্তি দেখাও দিতে পারেন। আমরাও তাঁদের দর্শন পেতে পারি যদি আমাদের মন তাঁদের মনের rate-এতে vibrate করে (সমতান বিশিষ্ট হয়)। Like attracts like (সমানই সমানকে টানে)।

এই বলরাম বাবুকে তাঁর দেহত্যাগের পর এক seance-এ (অশরীরীদের নামিয়ে আনবার বৈঠকে) আমি দেখি। আমি তো চমকে উঠেছিলুম। জ্যোতির্ম্ময় দেহ, নিজের আলোতে আলো ক'রে রেখেছেন। তিনি মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধতেন। কিন্তু এখানে দেখলুম সেটায় যেন সব electric bulb (ইলেকট্রিক টুনি) রয়েছে

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনিই কি বলরাম বাবু? তিনি মাথা নেড়ে জানালেন—হাঁ। তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। তিনি কোন কথা কইতে পারেন নি। কেন না নিউমোনিয়া হওয়ায় মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছলো। স্বামী বিবেকানন্দ, সিষ্টার নিবেদিতা, যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) এঁরাও আমার সঙ্গে communicate (আলাপ) করেছিলেন। যোগেন মহারাজের (দেহ-ত্যাগের পর) শ্লেটে হাতের লেখা আমার কাছে এখনও আছে। দুখানা শ্লেট—একখানা আর একখানার উপর রেখে তার ভিতর আধ ইঞ্চি পেন্সিল দিয়ে শ্লেটের দুই কোণ আমি ধরলুম—আর দুই কোণ আর একজন ধরলে। পরে ওই কম space-এর (জায়গার) মধ্যেই ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙলা ও গ্রীক এই চার ভাষায় invisible hand (অদৃশ্য হাত) লিখে দিয়ে গেল। যোগেন মহারাজ গ্রীক ভাষা জানতেন না। পরে অন্য এক seance-এ (বৈঠকে) আমি প্রশ্ন ক'রে জানলুম যোগেন মহারাজ সেদিন একজন Greek philosopher-কে (গ্রীক দার্শনিককে) সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন—এ তাঁরই লেখা। পরে ওই লেখাটী Columbia University-র (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের) এক প্রফেসারকে আমি দেখাই। তিনি প'ড়ে বললেন—This verse is a familiar gem of Plato and every word is correctly written' (এটী প্লেটোর একটী সুপরিচিত লেখা—প্রত্যেক কথাটী নির্ভুলভাবেই আছে)।

এই রূপ ধ'রে আসা সবাই পারে না। এ শিখতে হয়। সেখানে স্কুল আছে—হাসি নয়! সেতো আর এই স্কুল নয়।

এখানে (ভারতবর্ষে) যেদিন আমাদের মা (শ্রীশ্রীসারদা দেবী) দেহ রাখেন সেইদিনই সেখানে (আমেরিকায়) আমি তাঁকে দেখি। তখন ভাবলুম বোধ হয় তাঁর দেহ নেই। ঠিক পরের দিন বৈকালে

এখান থেকে সারদানন্দের cablegram (তার) পেলুম—মা দেহ রেখেছেন।

শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করা উচিত বৈ কি। তবে দশদিন কি একমাস পরে করা ও সব কিছুই নয়—সামাজিক নিয়ম মাত্র। যখন হোক করলেই হলো। তবে পিণ্ডি ফিণ্ডি কি আর তারা খায়—তা নয়। তাদের ethereal body (ভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর)। আমি ছুঁয়ে দেখেছি—hand-shake-ও (করমর্দনও) করেছি—হাতে হাত মিলিয়ে গেছে। তাদের material food-এর (স্থূল খাদ্যের) কোন দরকার নেই। তবে আমাদের ওই সৎ ইচ্ছাটা যে তোমার কল্যাণ হোক, সেইটে নেয়। আর এতে ক'রে তারা এগিয়ে যায়। শ্রদ্ধা ক'রে দেওয়া হয় ব'লেই শ্রাদ্ধ বলে। তুমি তো তোমার পুণ্যের জন্যে কর না, কর তার কল্যাণের জন্যে। সঙ্কল্প করতে হয় যে এই দান-ধ্যান যা করলুম তার ফল তুমি পাও। তাহলেই হবে। স্বামী দয়ানন্দ ওঁরা শ্রাদ্ধাদি মানেন না। ওটা ঠিক নয়। আমার তো এ বিষয়ে personal experience-ই (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই) আছে। (মৃত্যুর পর) অনেকে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্যে—আমিও করেছি। 'আমার পুণ্যকর্মের ফল তোমাতে যাক, তোমার মঙ্গল হোক' এ বলেছি—তখনই হয়েছেও তাই। এতো নিজের দেখা।

ম'রে গেলে 'ওগো কোথা গেলে গো' ব'লে কাঁদতে নেই—ভারী খারাপ। মেয়েদের এ রকম করতে দেবে না। এখানে মনে করে, যত কাঁদবে তত তার মঙ্গল হবে, কিন্তু তা নয়। কাঁদলে drag down করা (টেনে আনা) হয়। তা করতে নেই। 'তোমার মঙ্গল হোক' এই ব'লে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয় তুমি তোমার পথে যাও। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদির পর ব্রাহ্মণভোজন করায়। কারণ যথার্থ

ব্রাহ্মণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ যিনি ব্রহ্মকে জানেন। তাঁকে দিলে ফল হয় বটে। কিম্বা যথার্থ needy-কে (অভাবগ্রস্তকে) দেবে—তাহলেই হবে।

বিষয়—ঈশোপনিষদ্

রবিবার ১২ ফাল্গুন ১৩৩০ (February 24, 1924)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

যা কিছু ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং যা গোচর তা সবই ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত। বন্যার সময় যেমন সবই জলের দ্বারা একাকার হয়ে যায়, জীব জন্তু গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সবই সেইরূপ এক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই ভাবটী দেখতে হবে। তারপর ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হবে। এ সব টাকা কড়ি আমারই—এ ভাব থাকলে বুঝতে হবে ঈশ্বরের জ্ঞান হয় নি। নিজের ভিতর বাহির সব ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত এই ভাব দৃঢ় হলেই পাপ সব আপনা আপনি চ'লে যাবে। একজনকে ঠকিয়ে আমি ভোগ করবো এ সব ভাব থাকবে না। দ্বৈতবুদ্ধিতেই পাপ হয়। এ সব তোমারও নয় আমারও নয়, মাঝে থেকে গোলমাল করছো। নির্ব্বাসন হয়ে ভোগ করো। তোমার কিছু নেই, আমারও কিছু নেই। ভগবানের জিনিষ ভগবানই ভোগ করছেন।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হবে, আর চিত্তশুদ্ধি হলেই মানুষ পাপকর্ম্ম থেকে বিরত হবে। ভোগেচ্ছা সরিয়ে সরিয়ে নির্ম্মূল হলে জ্ঞান লাভ হবে। শঙ্করাচার্য্যের মতে প্রথম শ্লোকটী সন্ন্যাসীর জন্যে, দ্বিতীয়টী নয়। কিন্তু আমি বলি তা কেন? সন্ন্যাসীরাও বাসনা ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম করবে লোকের উপকারের জন্যে। এই ভাবই ছিল। দেখনা বুদ্ধদেব জগতের জন্যে কি করলেন!

তবে সকামী হলে স্বর্গাদি ভোগ হবে। যাগ যজ্ঞ সব সকাম। এর ফল ক্ষণস্থায়ী। তারপর দেখনা ইন্দ্রাদি দেবতারও প্রাণে ভয় রয়েছে। যত সব রাজা তাদের মাথার উপর সরু সূতোয় বাঁধা তলোয়ার ঝুলছে। কামনা ক'রে কঠোর তপস্যা করলে ইন্দ্রত্ব লাভ হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না। গীতায় আছে 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥' ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সব জায়গা থেকেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পতন নেই। সকাম নয়—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহলেই জ্ঞানের উদয় হয়। কর্ম্মপাশ জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হয়—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

আত্মঘাতী কে? আত্মাকে যে চেনে নি। আমি যে ভগবানেরই অংশ এই জ্ঞান যার নেই—সেই আত্মঘাতী। অর্থাৎ সে কে তা জানে না। সে যায় কোথা? নরকে। নরক কি? তমসাচ্ছন্ন যে অবস্থা তাই নরক। এ অসুর অর্থাৎ অজ্ঞানীদের গন্তব্যস্থান। যে suicide (আত্মহত্যা) করেছে সে এ আত্মঘাতী নয়। আমি ঈশ্বর

থেকে ভিন্ন, কোন জীবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই—এই বুদ্ধি করলে আত্মঘাতী হতে হয়। অজ্ঞানীর কাছে আত্মা অপ্রকাশিত—ম'রে আছে। এই একজন suicide (আত্মহত্যা) করেছিল। (সেই প্রেতাত্মা) লণ্ডনে আমার কাছে এসে বললে, আমি মহাকষ্টে আছি, অন্ধকারে প'ড়ে আছি—আমায় help (সাহায্য) করুন। আমি বললুম, আমার পুণ্যের ফল তোমায় দিলুম। বলামাত্রই তার মুখের ভাব বদলে গেল। এই লণ্ডনেই আর একজন (একটা প্রেতাত্মা) বলেছিল, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, বড় কষ্ট। তাকেও আশীর্ব্বাদ করামাত্রই আনন্দ পেলে, চ'লে গেল। তখন আমার মনে হলো—অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তেমনি আত্মজ্ঞ পুরুষের আবার জ্যোতি দেখা যায়। আমি বলরাম বাবুর দেহত্যাগের পর তাঁকে দেখেছি জ্যোতির্ম্ময়—অন্ধকার পালিয়ে যাচ্ছে। বৃহদারণ্যকেও আছে—মরবার সময় হৃদয় থেকে জ্যোতি বেরোয়।* Search-light-এর (সার্চ্চ লাইটের অর্থাৎ সন্ধানী আলোর) মতন কোথায় কি আছে দেখিয়ে দেয়। তাই বলি যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্তে চেষ্টা কর।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ১৫ ফাল্গুন ১৩৩০ (February 27, 1924)

ওদেশে বৈজ্ঞানিকদের মতে কতকগুলি জড়পদার্থের সংযোগে chemical process-এ (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়) প্রাণের উৎপত্তি হয়।

* "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে।" ৪.৪.২

এ আদৌ ঠিক নয়। যা কিছু শক্তির খেলা দেখছো—পরমাণুতে পরমাণুতে গ্রহে গ্রহে যে আকর্ষণ শক্তি দেখা যাচ্ছে সেই সমস্ত শক্তির মাতা প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিই প্রকৃতি। ঋগ্বেদে যেমন আছে—ব্যোম, জল, বায়ু, মৃত্যু কি অমৃতত্ব কিছুই ছিল না, ছিল মহানিশা। আর সেই ঘনান্ধকারে ছিলেন এক সর্ব্বভূতাত্মা। সেখানেও বায়ু ছিল না, কিন্তু প্রাণ রয়েছে।* সেই এক জিনিষ থেকে মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সব একে একে উৎপত্তি হলো। এই প্রাণ অনাদি। এরই কম্পনে সব হয়েছে—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। যোগীরা বলেন একে জানলেই সব জানা হয়।†

*   *   *   *

---

* "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস॥
—ঋগ্বেদ, নাসদীয় সূক্ত।

'আনীদবাতং'—সেখানে প্রাণবায়ু ছিল না কিন্তু প্রাণ ছিল। মুণ্ডক উপনিষদেও যেখানে আছে 'অপ্রাণো হ্যমনাঃ' সেখানেও এইরূপে 'প্রাণবায়ু' যে নেই তা-ই মাত্র বলা হয়েছে, কিন্তু প্রাণ যে নেই তা এর দ্বারা স্বীকার করা হয় নি। He is a living God, not a dead God.

মহারাজও এ প্রসঙ্গে অন্য সময়ে যা বলেছিলেন তা এখানে দেওয়া গেল—"That One breathed breathless by itself in essence—প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির কাযা কি? স্পন্দন—contraction and expansion। Bellows—হাপরের মতন। নিঃশ্বাস নেওয়া নয়। সেখানে 'বায়ু' নেই—'অবাতং।' যেমন protoplasm—lungs নেই, contraction and expansion হচ্ছে।"

† কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাণ হচ্ছে molecular attraction।

দেহে প্রাণের বিকার বা কোপ উপস্থিত হলেই abnormal vibration of Prana—ব্যাধি হয়। নীরোগ হবার শক্তিও এরই ভিতরে আছে। তাকেই বলে healing power of Prana (প্রাণের

অপর কেহ কেহ বলেন "it is the result of physico-chemical forces." (স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত Self-Knowledge-এ 'Prana and the Self')। অন্যদিকে Dr. Lionel S. Beale প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন "there is a vital force entirely distinct from mechanical or physico-chemical forces." (স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত How to be a Yogi পুস্তকে 'Science of Breathing')। আমাদের শাস্ত্রাদিতেও প্রাণ কিন্তু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর "দার্শনিকী" পুস্তকে (২১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন—"বেদান্ত প্রাণকে জড়শক্তির একটি স্বতন্ত্র বিকার বা পরিণাম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন।" কিন্তু এ ঠিক নয়। উপনিষদে তথা ব্রহ্মসূত্রে প্রাণকে কোথাও বায়ু, কোথাও বা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার প্রাণ যে ব্রহ্মই তাও পরিষ্কার বলা আছে। 'তথা প্রাণাঃ' (২।৪।১) এই ব্রহ্মসূত্রে প্রাণকে ইন্দ্রিয় এবং 'ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ' (২।৪।৯) সূত্রে প্রাণকে বায়ু ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। কঠোপনিষদে যেখানে আছে 'ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন' সেখানে প্রাণ অপানাদির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ওই কঠ-তেই আবার আছে 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' এখানে প্রাণ অর্থাৎ ব্রহ্ম। কৌষীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদেও দেখতে পাই ইন্দ্র ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—আমিই প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ুঃ ও অমৃতস্বরূপ জেনে আমার উপাসনা কর। আয়ুঃই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ুঃ—প্রাণই অমৃত—'স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্বায়ুঃ প্রাণঃ প্রাণো বা আয়ুঃ প্রাণ উবাচামৃতম্' (৩।২)। তারপর আবার বলা হয়েছে—'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ স হ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ' (৩।৪)। এরূপ 'অত এব প্রাণঃ' (১।১।২৩) এই ব্রহ্মসূত্রেও প্রাণ যে ব্রহ্ম তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

আরোগ্যকারী শক্তি)। সুষুম্নায় প্রাণশক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। তাকেই conservation of vital energy (প্রাণশক্তির সংরক্ষণ) বলে। সব ইন্দ্রিয় সতেজ হওয়া চাই। এই বুদ্ধদেব পাঁচ বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। দেহটা কঙ্কালসার হয়ে গেল। পেটে হাত দিলে মেরুদণ্ডে হাত পড়ে। সপ্তাহ অন্তে একটা বদরী কি একটা যব বা একটা চালের দানা খেতেন। তারপর একদিন নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করতে যেয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সুজাতা এসে পায়েস খেতে দিলে। তখন শরীরে ক্রমে ক্রমে বল আসে। তখন তিনি বললেন, এ পথ ঠিক নয়—শরীর দুর্ব্বল হলে মনও দুর্ব্বল হয়। তারপর ধ্যানে বসতেই সিদ্ধ হলেন। তখন তিনি প্রচার করলেন—middle path (মধ্যপন্থা)। আমাদেরও তাই মত। গীতাতেও আছে—'যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥'

বিষয়—গীতা

শনিবার ১৮ ফাল্গুন ১৩৩০ (March 1, 1924)

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

চতুর্দ্দিকে যা কিছু দেখছো সবই শক্তির খেলা। জীব জন্তু, নদী পাহাড়, গ্রহ উপগ্রহ সবেতেই। এই শক্তি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই ভাবেই থাকে। কখনো প্রকাশিত কখনো অপ্রকাশিত—কিন্তু অন্তর্নিহিত।

এই ধর তুমি ঘুসি মেরে হয়তো কাউকে মেরে ফেলতে পারো। শক্তি প্রকাশ কর তখনই যখন ঘুসি চালাও। কিন্তু যদি না চালাও তাহলেও সে শক্তি তোমার ভিতরেই আছে। কিম্বা কয়লা দেখ, এতে অগ্নি সংযোগ করলে যে heat (তাপ) হয় তা জলকে steam-এ (বাষ্পে) পরিণত করে। আর তারই জোরে ইঞ্জিন চলে। ইংরাজীতে দুটো কথা আছে—energy আর force। শক্তির অপ্রকাশিত—latent অবস্থাই energy আর manifest (অভিব্যক্ত) হলে তাকে force বলে। তারপর এই energy যা তোমাতে আমাতে, যা সর্ব্বত্র আছে তার সমষ্টি একবার ভাব দেখি। সেই হচ্ছে cosmic energy (সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি)। এর কোন আকার নেই। ধারণা করতে পারা যায় না। আর এ কমেও না বাড়েও না—the sum total of cosmic energy neither increases nor decreases। এই শক্তির খেলা হলেই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। তখনই evolution (ক্রমাভিব্যক্তি) হয়। তারপর involution (ক্রমসঙ্কোচ) অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অব্যক্তাবস্থায় ফিরে যায়। নাশ নয়, নাশ কিছু হয় না—'নাশঃ কারণলয়ঃ।' বাইবেলপন্থীরা এ মানেন না যে something cannot come out of nothing (যা নেই তা থেকে কিছু হতে পারে না)। তাই কোথাও কিছু নেই, দুদিনে ওঁদের ভগবান সব তৈরী ক'রে ফেললেন। যা আদিতে নেই, অন্তে নেই তা মধ্যে কি ক'রে থাকে? একটা কথা আছে—সনাতন। এর মানে এই যে, যা আদিতে আছে, মধ্যে আছে এবং অন্তেও আছে। এ কেউ ভাঙ্গতে পারে না—স্বয়ং ভগবানও নয়। এ ওঁদের ভগবান নয় যে সব করতে পারেন।

শিবের উপর মা কালী নাচছেন। এর দ্বারা সৃষ্টি বোঝানো হচ্ছে।

শিব হচ্ছে ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থা। এই পৃথিবীটা সূর্য্যের ভিতরে ছিল—সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। তেমনি এই চাঁদ পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে। আবার এই পৃথিবী সূর্য্যে মিশে যাবে। এই মহামায়ার নাচ। ছিন্নমস্তা—নিজের মাথা নিজে কেটে নিজেই রক্তপান করছে অথচ পেট নেই। এসব mystery (রহস্য) বোঝে কে? মুখস্থ ক'রে ক'রে brain cell সব (মস্তিষ্ককোষ) atrophied হয়ে (শুকিয়ে) গেছে। মুখস্থ করলে কি হবে? স্মরণশক্তি বাড়বে বটে কিন্তু বুদ্ধি সব লোপ হয়ে যায়।

এই এক অব্যক্ত প্রকৃতি নিত্যা। প্রকাশ হচ্ছে আবার গ্রাস করছে। সমুদ্রেই তরঙ্গের উৎপত্তি, তাতেই স্থিতি আবার তাতেই লয়। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রেতেই মিশে যাচ্ছে। জলের বুদ্‌বুদ জলেই মিশে যাচ্ছে। বুদ্‌বুদ কিছু জল ছাড়া নয়। জলেই উৎপত্তি, জলেই স্থিতি, জলেই তার লয়। এই জীব জন্তু সব বুদ্‌বুদাকার। গ্রহ উপগ্রহ সব তরঙ্গ। আমাতে উঠছে, আমাতেই খেলছে আবার আমাতেই লয় হচ্ছে। আমি আর ব্রহ্ম তো আলাদা নয়।

নাম রূপের দ্বারাই অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হয়। নাম রূপ ভেঙ্গে দাও। মূলে সবই এক। ধর এই টেবিল, analyse (বিশ্লেষণ) ক'রে দেখ। একে ভেঙ্গে ফেল। টুকরো টুকরো কাঠ হবে। তাকে পোড়াও। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বণ সব পাবে। সে সব আবার এক থেকেই হয়েছে—এ রকম।

নাম কী? Thought-এর (চিন্তার) ব্যক্তাবস্থা। টেবিল ভাবতে গেলে টেবিল টেবিল করতে হয়। তারপর বাহিরে যেই বেরুচ্ছে তখন রূপ। টেবিল কে করেছে? ছুতোর আগে নিজের মনে design (কল্পনা) ক'রে করেছে। যেমন artist (চিত্রকর) ছবি

আঁকবার আগে মনে idea (ধারণা) ক'রে নেয়। তবেই না canvas-এ (ক্যাম্বিসে) রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলে।

আবার দেখ তোমার মনে সেই ভাব না উঠলে তার মনের ভাব তুমি ধরতে পারবে না। যোগবাশিষ্ঠে আছে—মনই জগতের কর্তা, মনই পুরুষ, মনই স্রষ্টা। এ শরীর মনই সৃষ্টি করে। তুমি যেমন মনে করেছিলে তোমার শরীর তেমনিই হয়েছে। কুকুরের মতন ভেবে কুকুরের মতন শরীর হয়। মানুষের ভাব উঠলে মানুষের শরীর হয়।

* * * *

★ রাত্রি আটটা। মহারাজ নিজের ঘরে ব'সে কথা বলছেন।

প্রশ্ন। কেউ কেউ বলে—বিবাহিত জীবন পূর্ণতার আদর্শ। চিরকুমার হয়ে থাকা পূর্ণতার আদর্শ নয়—perfect ideal নয়।

মহারাজ। ওসব বাজে কথা। তুমি তো পূর্ণই। তোমাকে আবার পূর্ণ করবে কে? তোমার ভিতর শিব শক্তি দুইই তো আছেন। ওরা সত্যের এতটুকুও পায় নি। তাই ওই সব বলে। এই দেখনা উপনিষদে আছে—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ বিয়ে করা sex-এর (দৈহিক প্রবৃত্তির) জন্যে নয়। আত্মায় আত্মায় মিলন। এই ঠাকুরকে দেখ—একেবারে perfect ideal (পূর্ণ আদর্শ)। এরূপ আর কোথাও নেই।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ২২ ফাল্গুন ১৩৩০ (March 5, 1924)

মনের বিকারে শরীরের বিকার হয়। এই দেখনা রেগে গিয়ে খুব মারধোর ক'রে ছেলেকে দুধ খাওয়ালে তার অসুখ হয়। ক্রোধ হলে সমস্ত দেহে রক্তের বিকার হয়।* নিউইয়র্কের এক ডাক্তার প্রমাণ করেছেন, হিংসায় জর্জরিত হলে শরীর থেকে যে বিষ বেরোয় তা খে'লে কুড়িজন লোক ম'রে যেতে পারে।

কাম ক্রোধ আছে ব'লেই তো সংসারীর ধ্যান হয় না। ব্যায়াম হয়। মুক্তি কী? ইন্দ্রিয় ও মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি—যাতে ক'রে শান্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, জ্ঞান, ভক্তি এই সব লাভ হয়। সত্যকে উপাসনা করবে।

শনিবার ২৫ ফাল্গুন ১৩৩০ (March 8, 1924)

পণ্ডিতেরা পুঁথি ফুঁথি সব সংস্কৃত ভাষায় লিখলে। তাও আবার নিজেরা প'ড়ে শুনে সবাইকে পড়তে দেয় নি। এখন নিজেরাই

* "If we analyse the breath of a person who is strongly moved by anger or any other violent passion, we shall find that his whole system is poisoned for the time being. By letting his breath pass through a certain solution in a glass tube, we shall readily see that distinct changes are produced in the solution. ....but in a normal, healthy state of mind and body the chemical solution will remain perfectly unchanged."

Swami Abhedananda, How to be a Yogi, p. 138.

অনেকে চর্চ্চার অভাবে পড়তে পারে না। 'বিস্থাস্থানেভ্য এব চ' অর্থাৎ বিস্থাস্থানে ভয়ে বচ দাঁড়িয়েছে। যাক্ ওসব ছেড়ে দাও। মন মুখ এক ক'রে প্রার্থনা কর। তিনি কি বাঙলায় ডাকলে শুনবেন না? 'ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' না বললে কি তিনি আসবেন না? কতকগুলো আগোড় বাগোড় বাদ দিয়ে ধর্ম্মকে সরল কর।

*   *   *   *

আত্মার বর্ণনা করতে গিয়ে 'হাঁ-না' দুইই বলেছে। যেমন 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'—তিনি দূরে তিনি নিকটে। সমস্ত contradictions-ই (বৈষম্যই) তাঁতে meet করে (মিলে যায়)। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কিছুর মধ্যে শাদা ও কালো দুইই হতে পারে এমন কিছুই নেই। তাইতো গীতায় বলেছে—'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি।' গরম ঠাণ্ডা, শাদা কালো এ সব relative idea (আপেক্ষিক ভাব)। এক পরমাত্ম-তত্ত্ব ব্রহ্মই absolute (নিরপেক্ষ)।

মঙ্গলবার ২৮ ফাল্গুন ১৩৩০ (March 11, 1924)

★ রাত্রি নয়টা। দু'টি ভদ্রলোক স্বামিজীকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন।

মহারাজ। সন্ন্যাসীর বিয়েতে কি শ্রাদ্ধে যেতে নেই। যা কাটিয়ে দিয়ে এসেছি তাতে আবার যোগ দিয়ে কি হবে (হাস্য)। এই সংসার মিথ্যা। এক ভগবানই সত্য। যা কিছু দেখছো সব স্বপ্ন। এইতো এতদিন সংসার করলে—বল দেখি কি সুখটা পেলে? বিয়ে

করা sex এর (দৈহিক প্রবৃত্তির) জন্যে নয়—আত্মায় আত্মায় মিলন। এই ঠাকুরকে দেখ বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে মা বললেন—ষোড়শী পূজা করলেন। একি সবাই বুঝতে পারে? এ রকমটী আর দেখাও দিখিনি—বুদ্ধ বলো, কৃষ্ণ বলো আর চৈতন্যই বলো।

ভদ্রলোকদুটি চ'লে গেলেন।

মহারাজ বলতে লাগলেন—ঠাকুরের সঙ্গে যখন দেখা হলো জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে করেছিস? আমি বললুম—না। বললেন—করিসনি।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ২৯ ফাল্গুন ১৩৩০ (March 12, 1924)

যোগীদের মতে মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে—দেবীর স্থান। আর সহস্রার পরমশিবের স্থান। সাপের আকার ক'রে কুণ্ডলিনীর বর্ণনা করে—সাড়ে তিন প্যাঁচ। এর মানে নয় যে একটা সাপ ভিতরে আছে। শক্তির গতি এঁকে বেঁকে হয় তাই ওই রকম বলেছে। যোগ সাধন করতে হলে চরিত্রবান হওয়া চাই। আর চাই ত্যাগ। ত্যাগ মানে বলছি না বনে জঙ্গলে যেতে হবে। ঈশ্বরে অনুরাগ হলে বিষয়ের আসক্তি কেটে মুক্ত পুরুষ হতে পারে। এই সাধন করলে অনেক রকম সিদ্ধাইও লাভ হয়। নদীর উপর হেঁটে যেতে পারে—পায়ে জল লাগবে না। কিম্বা দেহটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। এমন হয় পদ্মাসনে ব'সে আছে দেহটা মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেলো। একে

levitation (লঘিমা) বলে। এই দেখ সমস্ত জিনিষকে পৃথিবী টেনে রেখে দিয়েছে। এই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি না থাকলে আমরা উড়ে যেতুম। এটা কত বড় একটা শক্তি। তা মনে কর মাটি থেকে উঠে প'ড়ে এই force of gravitation-কেও (মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও) counteract (প্রতিহত) করছে। কত বড় শক্তির খেলা বল দিখিনি ?*

তবে এ সব সিদ্ধাই-এতে মুগ্ধ হতে নেই। তাহলেই আর এগোনো যায় না। কাজেই ভগবান লাভও হয় না। ঠাকুর তাই এসব পছন্দ করতেন না। তিনি আমাদের কাঠুরিয়ার গল্প বলতেন। এগিয়ে যেতে হয় তবেই হীরক খনির সন্ধান মেলে। মনের সব স্তর আছে—একটার পর একটা এই রকম। উপরে গেলে নীচের সব স্তর দেখা যায়। যা পেলে আর কিছু লাভের দরকার নেই—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ, সব পাওয়া হয়, সব জানা হয় সেই তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ আমাদের পেতে হবে। সেখানে গেলে ব্রহ্মার স্থানও তুচ্ছ—তুচ্ছং ব্রহ্মপদম্।

এই বাহিরের আকাশের মত ভিতরে চিত্তাকাশ আছে। সেখানে সব দেবদর্শন হয়। পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মাও দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। তারপর চিদাকাশ—সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব সব উপলব্ধি হয়।

---

* "He who has gained perfect control over his breath can suspend it for hours, and through this generate a power in the system which will levitate the body, even counteracting the tremendous force of gravitation."—How to be a Yogi, p. 159.

প্রাণায়াম করলে শরীরে heat (তাপ) হয়। বদরস বেরিয়ে যায়। ময়লা থাকে না। এতো physical effect (শারীরিক ফল)। Mental effect-ও (মানসিক ফলও) হয়। যেমন ক্রমে ক্রমে enlightenment (জ্ঞান) হয়, শক্তির বিকাশ হয়। দেহকে শক্তির আকর কর। মেরুদণ্ডের পদ্মে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। অপচয় না ক'রে কামের তোড় আর একদিকে চালিয়ে দাও। তবে না ঈশ্বরের ধারণা করবার শক্তি আসবে।

তখন তখন ধ্যান করতুম আর যা যা দর্শন হতো ঠাকুরকে বলতুম। একবার এই রকম দর্শনের কথা ঠাকুরকে বলাতে তিনি বললেন, যা তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল, এর পর আর (রূপ) দর্শন হবে না। সত্যিই তাই। আর একবার বললুম, এই এই রকম দেখলুম। তিনি বললেন—হাঁ, এই ব্রহ্মদর্শন হয়ে গেল। আমায় তো দেখে বলেছিলেন, তুই আর জন্মে মহাযোগী ছিলি। একটুখানি বাকী ছিল, হয়ে গেল। এই শেষ জন্ম।

একবার বিজয় গোস্বামীর মুখে শুনে গয়া থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে বরাবর পাহাড়ে এক যোগীকে দেখতে গিয়েছিলুম। তখন ঠাকুরের কাছেই থাকতুম। বয়স যোল সতের। গয়ায় পৌঁছে সেখানে লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে বরাবর পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলুম। শেষে পাহাড়ের তলায় যে গ্রাম আছে সেখানে একটা শিবমন্দিরের ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপন করলুম। এইখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারপর গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে বরাবর পাহাড়ের যোগীর সংবাদ নিয়ে, পরের দিন সকাল-বেলা সেই দিকে চললুম। লোকে কিন্তু বললে—তুমি কেমন ক'রে যাবে? তারা ইট মেরে তাড়িয়ে দেয়। যা হোক আমি

ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে যাচ্ছি। তারপর হঠাৎ একেবারে গুহার সামনে এসে পড়লুম। সেখানে ধুনি জেলে সেই জটাধারী হঠযোগী এবং তার শিষ্য বসেছিল। আমাকে দেখে তারা তো ইট নিয়ে মারতে আসে। আমি কিন্তু তখনই 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ব'লে এক নমস্কার ঠুকে দিলুম। তারা তখন আমার পরিচয় জেনে নিরস্ত হয়। তারপর আমি তাদের গুহা দেখলুম। অন্যান্য কথাবার্তাও হলো। তখন আমায় সেখানে থাকতে বললে। কিন্তু দেখলুম যোগশাস্ত্রের জ্ঞান তার বেশী নয়। তাছাড়া সেই সাধুটির এক শিষ্যের দেখলুম হাঁপানি হয়েছে—এমনি যোগ শিখিয়েছে! শেষে জল আনবার ছুতো ক'রে গুহার বাহিরে এসে সেই সুযোগে আমি সট্‌কান্ দিই। একেবারে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত। তিনি বললেন, এতদিন কোথায় ছিলি? আমি তাঁকে সব কথা বললুম। তারপর তিনি বললেন, ওরে এখানে কে কোথায় আছে সব জানি। তুই চারখুঁট ঘুরে আয়, এখানে (নিজেকে দেখিয়ে) যেমনটি আছে এরূপ আর কোথাও পাবিনি। সত্যিই আমি গাজীপুরের পওহারীবাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী এঁদের সব দেখেছিলুম। ভাস্করানন্দকে তত বড় ব'লে মনে হয় নি। তাঁর সঙ্গে আমি বেদান্ত বিচার করেছি। কিন্তু ঠিক ঠিক সাধু এক পরমহংসদেবকেই দেখেছি। মাথায় জটা না থাকলে, ওষুধ না দিলে আমাদের দেশে এখন সাধু হওয়া যায় না। তাঁর কিন্তু ওসব ছিল না। খাটেও শুতেন, জুতোও পরতেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, তোদের কঠোর করতে হবে না। আমি তোদের জন্যে কঠোর সাধন ক'রে যে ছাঁচ গড়েছি, তোরা সেই ছাঁচে নিজেদের ঢেলে দে। তাহলেই হবে।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ৬ চৈত্র ১৩৩০ (March 19, 1924)

ব্রহ্মচর্য্য করলে ওজঃ হয়। তাতে ক'রে মনের বল বাড়ে। তারপর জ্ঞান হয়। আমাদের দেশের লোকের চিন্তা করবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই হাতটা যদি ব্যবহার না ক'রে উঁচু ক'রে রেখে দাও পরে আর হাতের ব্যবহার করতে পারবে না। আমাদের তেমনি reasoning-ও (বিচারশক্তিও) atrophied হয়ে (শুকিয়ে) গেছে। না খেলালে বুদ্ধি নির্জীব হয়ে যাবে। ভগবানই বুদ্ধি দিয়েছেন—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' তার ব্যবহার না ক'রে সবাই তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

তোমাদের মনে এত নিরানন্দ কিসের জন্তে ? ভগবান আনন্দস্বরূপ। তোমরা প্রত্যেকে আনন্দময় হও। বিষ্ণু শূকরী হয়ে ছানাদের মাই দিচ্ছেন। ছানাদের কেড়ে নিতে এলে বলেন—কর কি, কর কি ? শেষে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে দেহটা ভেঙ্গে দিলে হাসতে হাসতে বিষ্ণু বেরিয়ে এলেন। নিজে চোখে ঠুলি দিয়ে 'অন্ধকার অন্ধকার' করছ।

মেয়েদের শিক্ষা দাও। নিজেরা চরিত্রবান হও। ছুঁৎমার্গ দূর কর। সকলকে নারায়ণজ্ঞানে ভালবাস। এ-ই সনাতন ধর্ম্ম। কালীঘাটে বলি দিয়ে খাবারের জোগাড় করলে কি ধর্ম্ম হয় ? ছাগ বলি দেওয়া মানে কতকগুলি নিরীহ প্রাণীকে বধ করা নয়। এখানে কামরূপ অজাকেই বলি দিতে বলেছে। রাজা বিম্বিসারের সময় পুরুতরা যখন লক্ষ লক্ষ ছাগ বলি দেবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে, হঠাৎ তাদের সামনে এক সন্ন্যাসী এসে বারণ করলেন। তারা তো শুনবেই না। তখন তিনি বিম্বিসারের কাছে যেয়ে বললেন, এতগুলি ছাগের প্রাণ নেওয়ার চেয়ে আমার প্রাণ নিন।

আমি প্রস্তুত। বিম্বিসার তো শুনে অবাক। তিনি ভাবলেন, কে ইনি এমনভাবে নিজের প্রাণ পশুর জন্যে দান করতে কৃতসঙ্কল্প? তারপর তিনি সেই সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের পায়ে পড়লেন। নিজে বৌদ্ধ হলেন। দেখ দিখিনি কী ভাব?

একটু একটু নিজেরা চিন্তা কর। জ্ঞানের চর্চ্চা কর। Self-confidence (আত্মবিশ্বাস) আসবে। যেখানে জ্ঞান সেখানেই শক্তি—knowledge is power. এই বেদে আছে ঋষিরা প্রার্থনা করছেন—তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' এই জ্ঞান হলে তবেই ঠিক ঠিক আত্মপ্রত্যয় হবে—fearlessness (নির্ভীকতা) আসবে। তখনই আনন্দ পাবে, শান্তি আসবে, দেহান্তে পুনর্জ্জন্ম হবে না।

শুক্রবার ৮ চৈত্র ১৩৩০ (March 21, 1924)

★ দোল পূর্ণিমা। আনন্দের হাট ব'সে গেছে। সকাল বেলা 'হোলি হ্যায়' ব'লে মহারাজ হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা সবাই তাঁর পায়ে আবির ঢেলে দিলুম। বিকাল বেলা মহারাজ লাইব্রেরীর সামনে ব'সে গল্প করছেন।

মহারাজ। ঠাকুরের সেবাও করতুম আবার রাত জেগে জেগে পড়তুম। নিজের চেষ্টায় সব হয়। আমরা কি করলুম? লণ্ডনে স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আমায় না জানিয়ে আমার নামে invitation (বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পত্র) ছাপিয়ে দিয়ে আমায় lecture (বক্তৃতা)

দিতে বলেন। তারপর শেষে জানতে পেরে আমি বললুম, আমি কি ক'রে লেকচার্ দেবো? এই সমস্ত দিন ঝুটোপুটি। যখন বললুম, তবে শিখিয়ে দাও কি রকম ক'রে আরম্ভ করতে হয়—কি ক'রে শেষ করতে হয়। তখন বললেন, আমায় কে শিখিয়েছিল? যার মুখ দেখে আমি বলেছি তুমিও তাকে দেখেই বল। হলোও তাই। দাঁড়ান মাত্রই পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা electric current (বিদ্যুৎ প্রবাহ) ব'য়ে গেল। লোকে কি বলবে এই ভয় হলো। যাই হোক সেটাকে দাবিয়ে রেখে ব'লে গেলুম। স্বামিজী দেখি এদিকে খুব মাথা নাড়ছেন। আমার দেখে ভয় হলো—কি বুঝি ভুল হচ্ছে। আমার বলা হয়ে গেলে স্বামিজী খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—এই বেদান্ত চর্চ্চার ফল। আমায় বললেন, You have a resonant voice which has carrying power too (তোমার কণ্ঠস্বর মধুর এবং শ্রোতাদের মনকে নিয়ে যাবার শক্তিও আছে)। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমি যখন বলছিলুম তখন অত মাথা নাড়ছিলে কেন? বললেন, খুব আনন্দ হচ্ছিল তাই।*

---

* পাশ্চাত্যদেশে মহারাজের এই প্রথম বক্তৃতা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৭ অক্টোবর লণ্ডনে Bloomsbury Square-এ Christo Theosophical Society-তে এই লেকচার হয়েছিল। এই সভায় Mr. Sturdy, Mr. Goodwin, Miss Muller, Miss Noble (Sister Nivedita), Captain Sevier এবং বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা শুনেই স্বামী বিবেকানন্দ সেই সভাতে বলেছিলেন—"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it." Capt. Sevier-ও শুনে বলেছিলেন, "Swami Abhedananda is a born preacher. Wherever he will go he will have success."

স্বামিজীর সঙ্গে আমি যতদিন থেকেছি ততদিন আর কে ছিল বলো? তিনটে continent-এই (মহাদেশেই) তাঁর সঙ্গে ছিলুম। আর তাঁর ভাব আমি বুঝি না? আমি কি এখানে আলাদা কিছু করছি? ঠাকুর বলতেন, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। তিনি যে আমায় কি ভালবাসতেন তা আর কী বলবো! একবার তো একটা ঢেউ উঠলো—কালী (মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নাম) নাস্তিক হয়ে গেছে। আমি তখন খুব বিচার ক'রে সব অন্ধবিশ্বাস উড়িয়ে দিতুম। গোপালদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, কালী নাস্তিক হয়ে গেল। পরে ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যাঁরে, তুই ঈশ্বর মানিস?' আমি বললুম, 'না।' 'তুই বেদ মানিস?' আমি বললুম, 'না।' 'তুই লোকাচার মানিস?' আমি বললুম, 'না।' ঠাকুর শুনে বললেন—আর কারুর কাছে একথা বললে গালে চড়িয়ে দিত। আমি বললুম—তা দিন। দেখিয়ে দিন তাহলেই মানবো। তিনি বললেন—একদিন সব মানবি। এই দ্যাখ্ নরেন আগে কিছু মানতো না, এখন 'রাধা রাধা' ব'লে কাঁদে। কই তিনি তো আমায় নাস্তিক ব'লে তাড়িয়ে দেন নি। এখন তো তাই সবই দেখছি—মানছি।

একবার কাশীপুরের বাগানে পুকুরে স্বামিজী, আমি ও আর কেউ কেউ মাছ ধরছিলুম। তা আমি ওদের সকলের চেয়ে খুব বেশী মাছ ধরতে লাগলুম। আমার মাছধরার কথা ঠাকুরের কানে উঠলো। সন্ধ্যার পর আমি ঠাকুরের সেবা করতে গেলে তিনি বললেন, তুই কি ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস? আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। তখন বললেন, আর ধরিস নি। আমি বললুম—কেন, মাছ ধরছি তাতে কি হয়েছে? আত্মা কি আত্মাকে মারতে পারে? গীতায় তো একথা রয়েইছে। ওই কথা শুনে তিনি বহুক্ষণ ধ'রে বোঝাতে লাগলেন।

গলায় অসুখ। তাই বারণ করাতে বললেন—ওরে, একি বলছিস, তোদের একটার জন্যে আমি এমন বিশহাজার শরীর দিতে পারি। আমি যা বলছি তা তুই ধ্যান কর তাহলে বুঝতে পারবি। তারপর কাজটা ঠিক কিনা তারই জন্যে তিনদিন ধ'রে আমি ধ্যান বিচার করলুম। তখন বুঝলুম—হ্যাঁ, অন্যায় কাজ এবং ঠাকুরকে যেয়ে বললুম। তিনি শুনে বললেন—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে তার বেতালে পা পড়ে না। দ্যাখ্ ময়দার টোপ দিয়ে তুই মাছকে খাবারের লোভ দেখাচ্ছিস কিন্তু ভিতরে কাঁটা লাগিয়েছিস—এ বিশ্বাসঘাতকতা নয়? আত্মা মরে না বটে, আর অপরকে মারেও না—এ জ্ঞান যার হয়েছে সে আত্মস্বরূপ হয়ে গেছে। সুতরাং তার অপরকে হত্যা করবার প্রবৃত্তি হবে কেন? যতক্ষণ ওই প্রবৃত্তি আছে ততক্ষণ সে আত্মস্বরূপ হয় নি। কাজেই তার আত্মজ্ঞানও হয় নি। এই বিষয় আমি আবার ধ্যান করতে করতে যা উপলব্ধি করলুম ঠাকুরকে তা বলাতে তিনি বললেন—এই ঠিক আত্মজ্ঞান হয়েছে। এই সময়েই আমি "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"-এর অর্থ উপলব্ধি করি।

দেখ, বিবেকানন্দ কি আমি যা কিছু করলুম সে সব তাঁরই শক্তি। অশরীরী হয়ে তাঁরই ভাব আমাদের মধ্যে খেলছে।

বিষয়—গীতা

শনিবার ৯ চৈত্র ১৩৩০ (March 22, 1924)

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

সকাম কর্ম্মমাত্রেরই ফল কালে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তা হয় না। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের উপাসনা কর। বেদের সংহিতা বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণভাগ খালি সকাম কর্ম্মের নিয়ম কানুনে ভর্ত্তি। এক একটা ফলের আকাঙ্ক্ষায় এক একটা কাজ করতে বলেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ, এ যজ্ঞ, সে যজ্ঞ এইসব চলেছে।

সবাই কর্ম্মকাণ্ড নিয়েই মেতে রয়েছে। যজ্ঞ হ'লে ধূমের সৃষ্টি হবে, তা থেকে মেঘ হবে, তারপর জল হলে বসুন্ধরা ধন ধান্যে ভ'রে যাবে—এই সব ব্যাপার। ওই উপনিষদই যা জ্ঞানকাণ্ড। জনকতক ত্যাগীর মধ্যে এই চর্চ্চা ছিল। বাকী সবাই যজ্ঞ প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত। কর্ম্ম-কাণ্ডটাকে জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত করবার চেষ্টা এই উপনিষদে দেখা যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অশ্ব এইরকম ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বোঝান আছে।

শুধু শুধু কতকগুলো সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মিথ্যা বাসনার বৃদ্ধি পাবে অথচ শান্তি আসবে না। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানের দিকে—যোগের দিকে ঝোঁক দিলে। এদিকে যজ্ঞ হলে পুরুতরা বিদায় পায়। এখন কিছু না পাওয়াতে যাতে হিন্দু রাজা হয় তার চেষ্টা তারা করতে লাগলো। কেননা তাহলেই কর্ম্মকাণ্ড আবার জাগবে, খুব দান ধ্যান চলবে, আর খুব মজা লাগবে। বৌদ্ধরাজার আমলে ব্রাহ্মণ আর শ্রমণ উভয়কেই সমান সমান দান দেওয়া হতো। সবাই তো আর ব্রাহ্মণ হতে পারতো না, কিন্তু শ্রমণ সব জাতি থেকেই হতো। এদের ভিক্ষু বলা হতো। ব্রাহ্মণদের এটা আদৌ পছন্দ হতো না। আমরা অমুকের বংশধর, চিরকাল আমরাই খালি পেয়ে আসছি, তা নয় এরা আবার ভাগ বসাবে—এই ক'রে ঝগড়া হতো। তাইতো অশোকের পর পুষ্যমিত্রকে রাজা ক'রে হিন্দুরা আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ

আরম্ভ ক'রে দিলে। এই রকমে দলাদলি হওয়ায় একতা দেশ থেকে চিরকালের জন্যে চ'লে গেল। ওদিকে বৌদ্ধেরা পরে শক্তিহীন হ'য়ে পড়াতে যত তান্ত্রিক ব্যভিচার তাদের মধ্যে ঢোকে। তখন আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকাণ্ড নয়, জ্ঞানকাণ্ড দিয়েই বৌদ্ধমত খণ্ডন করলেন। তিনি আগে বিচার ক'রে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করেন। তারপর তার দোহাই দিয়ে তিনি 'শূন্য'-এর জায়গায় 'ব্রহ্ম'-কে স্থাপন করেছিলেন। এতে এই উপকার হলো শূন্যবাদীরা যে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিল তা আর হলো না। বিচারে আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকাণ্ডবাদী মণ্ডনমিশ্রকেও হারিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিচার যখন হয় তখন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী মধ্যস্থা হয়েছিলেন। বুঝে দেখ তিনি তাহলে কতবড় বিদুষী ছিলেন। এ আর কতদিন? এই ধর তেরশো বছর আগে এই ছিল। এখনকার সঙ্গে তুলনা কর দিখিনি, দেখ কি দুর্দ্দশাই হয়েছে! মেয়েরা তো একেবারেই অন্ধকারে—ছেলেরা নোট মুখস্থ ক'রে একজামিন্ দিয়ে শূন্য মাথায় examination hall (পরীক্ষার স্থান) থেকে ফিরে আসছে।

বৌদ্ধদের পতনের যুগে তান্ত্রিকমতের কর্ম্মকাণ্ড বাঙলা, আসাম ওদিকে কাশ্মীর এইসব জায়গায় খুব ছেয়ে গেছলো। এখন এই দুর্গা-পূজায় যে ছোট ছোট হোম হয় সেগুলো হচ্ছে বড় বড় যজ্ঞের বাচ্ছা। লাহোরে একবার এক খুব বড় হোম আমি দেখেছিলুম। এক মস্ত গর্ত্ত খুঁড়েছে আর তাতে ধান যব ঘি এই সব ঢালছে, আর 'স্বাহা স্বাহা' করছে—এই রকম তিন দিন চললো।

তা এ সব কী হবে? আকাশে দেবতারা ঘুমুচ্ছে। নিজেদের ভিতর দেবতাকে জাগাও। চন্দ্র, সূর্য্য, শনি এদের পূজা ক'রে কী হবে? এরা তো গ্রহ মাত্র। পৃথিবীকে ফুল জল দিয়ে পূজা ক'রে

কী হবে? বরং মাটীতে লাঙ্গল দাও। Irrigation-এর (জল সেচনের) চেষ্টা কর। তবে না শস্য বেশী হবে? বাঙলাদেশে গরম কালে জল পাওয়া যায় না। হোম ক'রে বৃষ্টির আশায় ব'সে থাকার চেয়ে পাইপে ক'রে মাটী থেকে জল বার কর। আবার হোম চালিয়ে ধান পোড়ালে অন্নও যাবে। কর্ম্মকাণ্ড একটা আহাম্মুকি। Common sense (সাধারণ জ্ঞান) দেশ থেকে উড়ে চ'লে গেছে। দেবতারা দেবে তবে খাবে! হাঁ ক'রে ব'সে আছে! এ কেমন জানো—একজন খেজুর গাছে না উঠে গাছের তলায় হাঁ ক'রে ব'সে আছে যদি এক আধটা পড়ে। আর যে পুরুষকারবাদী সে চট ক'রে গাছে উঠে এক কাঁদি পেড়ে খেতে লেগে গেলো। এই ইংরেজরা হচ্ছে পুরুষকারবাদী। সমুদ্রের উপর রাজত্ব করছে—দিক ঠিক ক'রে কেমন জাহাজ চালাচ্ছে। আমরা গরুড়পাখীর স্তব আওড়াচ্ছি, ওরা পাঁচশো ফিট লম্বা এরোপ্লেন তৈরী করছে। এ সব মানুষেরই বুদ্ধি।

এক বুদ্ধি আছে—সে ভগবানের। মানুষের বুদ্ধি সেই অনন্ত জ্ঞানের টুকরো। খাটালেই হলো। তোমার background-এ (পশ্চাতে) অনন্তবুদ্ধি আছে—খাটাও। আর এই জ্ঞানকে এদেশে শুধু ভক্তি ভক্তি ক'রেই ডোবালে।

এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞান চর্চ্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে—এখন বেদান্ত উপনিষদের চর্চ্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—জগৎকে ভালবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে, নিজের বউটী আর ছেলেটী। দুনিয়া ডুবুক, আমার কি? এর ওষুধ হচ্ছে ভালবাসা—'love thy neighbour as thyself.' এই ভালবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভিতরেও নেই। তাইতো বেদান্ত চর্চ্চা করতে হবে—

গাছতলায় ব'সে নয়। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। বাড়ীতে, স্ত্রী-পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে তবে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ২০ চৈত্র ১৩৩০ (April 2, 1924)

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৪

অবিদ্যা, অহঙ্কার, রাগ—আসক্তি, দ্বেষ, অভিনিবেশ অর্থাৎ বাঁচবার ইচ্ছা—এই সব ক্লেশ ভগবানে নেই। আর মানুষ যখন ভগবান লাভ করে তাতেও তখন এ সব কিছুই থাকে না। তারপর তাঁর কোন কর্ম্ম নেই, কোন বাসনাও নেই।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ১।২৬

জগতে যা কিছু জ্ঞান আছে ভগবান সেই সমস্ত জ্ঞানের আকর। তিনিই সর্ব্বজ্ঞাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। মানুষের যে জ্ঞান সে সব ঈশ্বরেরই জ্ঞান। যেমন ধর Halley's Comet (হেলির ধূমকেতু)। প্রায় ছিয়াত্তর বছর অন্তর আমরা একে দেখতে পাই। এ দেখা গিয়েছিল তখন আমি ওদেশে। এখন সূর্য্য থেকে কত লক্ষ লক্ষ

মাইল চ'লে গেছে। সূর্য্যের নিকটে এলে আমরা আবার দেখতে পাবো। এইরকম কোনটা দেড়শো বছর বাদ, কোনটা হয়তো বা দুশো বছর বাদ আমাদের চোখের সামনে আসে। জীবদ্দশায় হয়তো একটা একবার দেখলুম। আবার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ ধরা দেখ। তাঁ এই যে সব আবিষ্কার মানুষ করছে, এই সব জ্ঞান তাঁর ভিতরে রয়েছে—এক তিনিই অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। তবে এই জ্ঞান প্রকাশ হচ্ছে মানুষের ভিতর দিয়ে।

আমরা কি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন? এক মুহূর্ত্তও নয়। তা-ই অজ্ঞান যখনই ভাবি আমরা ঈশ্বর থেকে তফাৎ। আমাদের ভিতর থেকে খেলছেন তাই অন্তর্য্যামী। তাঁতেই উৎপত্তি, তাঁতেই স্থিতি আবার তাঁতেই লয়।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ১।২৭

যত নাম তুমি চিন্তা করতে পার, যা-ই কিছু পড় বা শোন, বিষ্ণুর সহস্র নামই হোক অথবা শিবের লক্ষ নামই বল না কেন—সবই ওই এক প্রণবেতে আছে। এই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তো ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা। অকার জাগ্রত অবস্থা, উকার স্বপ্নাবস্থা, মকার সুষুপ্তি অবস্থা এবং নাদ তুরীয় অবস্থা। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শব্দের এক একটা স্থান। 'অ'-এর কণ্ঠ থেকে উৎপত্তি। এর উচ্চারণে কোন খিচ্ নেই বেশ সরল। 'অ'-কারই বেদের মূল। 'ম' শেষ বর্গীয় বর্ণ—ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, আর 'উ' মাঝামাঝি। তা তুমি যত রকম শব্দই উচ্চারণ কর না কেন সব এই এক ওঙ্কারেই আছে। খৃষ্টানেরা প্রার্থনার শেষে যে Amen (আমেন) বলে সে এরই অপভ্রংশ।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। ১।২৮

এই ওঙ্কার জপ করতে হবে। পাথরেও এক এক ফোঁটা জল ক্রমাগত পড়লে এ একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেবে। সেই রকম ক্রমাগত এক চিন্তা করতে হবে। মন অন্য জায়গায় গেলে হবে না। হাতে হরিনামের মালা ওদিকে কার সর্ব্বনাশ করবে মনে ভাবছে—এতে কিছুই হবে না। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হবে। এতে মনের মলিনতা, কলুষ প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে—চিত্ত শুদ্ধ হবে। সংসারী মন বড় পাজী। তাই ভগবান কি শুধু ফুল মধু ছড়িয়ে শিক্ষা দেন? তা নয়। মাথায় ঘা দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু—এই রকম বারে বারে ঘা খেয়ে খেয়ে মনের শিক্ষা হচ্ছে। সংসারীর দিক থেকে এ মহা অশান্তির কারণ ব'লে মনে হলেও ভগবানের দিক থেকে এ যথার্থ কল্যাণকর। তাইতো কুন্তী বলেছিলেন—হে ভগবান, আমায় দুঃখ দাও। বল দিখিনি এ ভাবে প্রার্থনা জগতে আর কে করতে পারে? ওই যে আছে না—যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ। সব শ্মশান হয়ে গেলে মন নিরালম্ব হয়—আর তখনই ভগবান আসেন।

এ পথে বিঘ্ন অনেক। দাঁত কন্‌কন্ করলে কি ভগবানকে ডাকা যায়? কাজেই ব্যাধি একটা বিঘ্ন। তারপর দেহ চিরকাল থাকবে এই ধারণা—অনিত্যে নিত্যবোধ। আবার হয় একটা স্তর থেকে ঝাঁ ক'রে মন নেমে পড়ে, থাকতে পারে না। মনের চাঞ্চল্য—এই যেমন পা নাচাচ্ছে, স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারে না। একাগ্রতা হলে 'যোগের এই সব অন্তরায় দূর হয়ে যায়।' মন স্থির হলেই প্রাণ স্থির হয়। Irregular breathing (অনিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস) হয় না। এই দেখ কামভাবের সময় নিঃশ্বাস তাড়াতাড়ি পড়ে, short হয়,

গভীর হবে না। ক্রোধের সময় হাঁপাতে হবে। কিন্তু ধ্যানের সময় নিঃশ্বাস অল্প পড়বে এবং গভীর হবে। পরে এমন কি নিঃশ্বাস পড়বেই না। তখন inward breathing হয়।

*　　*　　*　　*

★ রাত্রিবেলা। স্বামিজী ঘরে ব'সে কথা কইছেন।

মহারাজ। দেহের যত্ন না করলেই ভেঙে যাবে। এতো একটা machine (যন্ত্র) মাত্র। এই বার বছর কঠোর করাতে ঠাকুরের শরীর একেবারে খারাপ হয়ে গেল। সেদিন বেড়াতে গিয়ে খানিকটা বরফ খাওয়ায় গলায় বেদনা হয়েছিল। নুন জল দিয়ে gargle (কুলকুচি) ক'রে সেরে গেল। ঠাকুরের হয়েছিল—এক ভক্ত কতকগুলো কুলপি বরফ দেয় আর তিনি ছেলে মানুষের মত খেয়ে ফেলাতে গলায় অসুখের সূত্রপাত হলো। ডাক্তারেরা কি সব দিলে প্রলেপ ট্রলেপ—বেড়ে গেল। এই নুন জল gargle (কুলকুচি) করলে বোধ হয় ভাল হয়ে যেতেন। তখন তো আমি জানতুম না তাহলে করাতুম। এই ব্রহ্মানন্দকে এক ভক্ত খোবানী দিয়ে ক্ষীর ক'রে 'খান খান' ব'লে বেশী কতকগুলো খাইয়ে দেওয়ায় কলেরা হয়ে গেল, বহুমূত্র বেড়ে গেল, শরীর ত্যাগ হয়ে গেল। লোকে তো আর বোঝে না। আপরুচি খানা। কচুশাক থেকে সব খেয়ে খেয়ে experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখ, কোনটা তোমার সয়, কিসে কাম ক্রোধাদি দমনে থাকে।

আমিই কি কম ভোগান্ ভুগেছি? হৃষীকেশে সাধনা করতুম। তারপর মনের strength (শক্তি) জানবার জন্তে অসুখ প্রার্থনা করি।

তারপর জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস ও রক্ত আমাশা—সে যাই আর কি। হৃষীকেশে সাধুরা ভিক্ষা করে আর সাধন করে। সেখানে থাকবার জায়গা না থাকায় আমায় গরুর গাড়ী ক'রে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দিলে। তারপর কাশীতে আসি। সেই সময় প্রমদা মিত্র মহাশয় একদিন এসে বললেন, বিবেকানন্দ তাঁর বাড়ীতে রয়েছেন, খুব অসুখ। কি করি সেই দেহ নিয়ে স্বামিজীর কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করলুম। তিনি সেরে উঠলেন। আমি আবার পড়লুম—সেই জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস আর রক্ত আমাশা। বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) আমার সেবা করে। স্বামিজী দিন কয়েক বাদে কলকাতায় চ'লে এসে সদানন্দকে পাঠিয়ে দিলেন। সে-ই সব জানতো। তিন মাস সে সেবা করে। বিচার কিন্তু ঠিক চলেছে। অসুখ হয়েছে দেহটার—আত্মার কি অসুখ হয়? *

বিষয়—ই

শনিবার ২৩ চৈত্র ১৩৩০ (April 5, 1924)

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যাগ যজ্ঞাদির যে সব বর্ণনা আছে তা সম্পন্ন হলে স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি হয়। কামনার ফল বন্ধনের কারণ হয়। তাই

* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মহারাজের এই অসুখের কথা স্বামী বিবেকানন্দ জানতে পেরে গাজীপুর থেকে কাশীতে এসে প্রমদানাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে উঠেন। কিন্তু কাশীতে পৌছেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হন। আরোগ্যলাভের

নিষ্কাম হও অর্থাৎ সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের আরাধনার জন্তে—এইভাবে কর। যা কিছু সবই ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ॥

এখানে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে কাকে? যিনি ব্রহ্মবিৎ তাঁকেই। যেমন আছে, জন্মকালে সবাই শূদ্র, সংস্কারের পর দ্বিজ, তারপর বেদাভ্যাসীকে বিপ্র বলে এবং ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

তা সেই ব্রহ্মানন্দে ছোট ছোট সমস্ত সুখই অন্তর্নিহিত আছে। আর ছোট ছোট সুখ সমস্ত এই ব্রহ্মানন্দেরই এক এক কণা মাত্র। বৃহদারণ্যকে আছে—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। তা যারা এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে তারা টুকরো টুকরো আনন্দ চায় না। তারা আনন্দময় হয়ে আছে। সংসারসুখের অভাববোধ তাদের হয়ই না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর এ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়। আর এ সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। একটু বিচার করলে দুঃখই তো বেশী দেখা যায়। ওদিকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুখ নিত্য। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্য জিনিষের অপেক্ষা করে না।

পরেই বলরামবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে স্বামিজী ও স্বামী প্রেমানন্দ কলকাতায় চ'লে আসেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৬ জুলাই তারিখের কলকাতা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিতেও এর উল্লেখ আছে—

"I had no intention to leave Ghazipur this time and certainly did not want to come to Calcutta, but Kali's illness made me go to Benares and Balaram's sudden death brought me to Calcutta."

এদিকে মহারাজ অসুখ থেকে সেরে উঠে স্বামী সদানন্দকে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে যান এবং পরে এইখানেই ঝুসিতে তপস্যা করতে থাকেন।

সংসারীর কিন্তু সাপেক্ষ অর্থাৎ অন্য জিনিষের উপর depend (নির্ভর) করে—conditional (আপেক্ষিক)। এই যৌবনে যেমন সুখ পেয়েছে বয়স হ'লে সে সুখ পায় না। ভোগ সুখ পাবে ব'লে ওষুধ খেয়ে ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ায়। যোগী সে সুখ তুচ্ছ ক'রে ফেলে দিয়ে যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

মহাহ্রদের জলে স্নান পান পূজাদি সবই চলে। কিন্তু ক্ষুদ্র জলাশয়ে সব কাজ করলে জল কলুষিত হয়ে যায়। তা ব্রহ্মানন্দ পেলে আর কিছু পাবার দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণ এই মহাজ্ঞানের উপদেশ সমস্ত জীব জগৎকে দিয়েছেন—অর্জ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র। স্বর্গাদি প্রাপ্তি এবং সংসারের সমস্ত সুখভোগ—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে জ্ঞান লাভ হয় তাতে অন্তর্নিহিত।

কর্ম্ম ক'রে কি হবে আর কিরূপেই বা করতে হবে? কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—এই শ্লোকটা তাই বুঝতে হবে। অকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কুঁড়েমিতে কিছু হবে না। কর্ম্ম করতে হবে কিন্তু নিষ্কামভাবে। ফলের দিকে মন গেলে মনের শান্তি থাকে না। এ-ই বন্ধন। ধর ছেলের জন্যে প্রার্থনা করলে। ছেলে হয়তো অন্ধ কি আধ-পাগলা কি খুনে হলো। দেখ ফলের সঙ্গে সঙ্গে কত আনুষঙ্গিক কষ্ট। তখন পালাতে পারলে বাঁচে। এই মহামায়া। বলবে অদৃষ্ট। অদৃষ্ট মানে কি? যে কারণ আমরা দেখতে পাই না। কতকগুলো আমরা বুঝতে পারি আর অদৃষ্ট অর্থাৎ যেগুলো আমরা জানিনা। এ কোন দেবতা নয়—আকাশে ব'সে নেই। তা এই রকম পুত্রের জন্মে তুমি স্বকীয় কর্ম্মফলই পাচ্ছ আর পুত্রেরও ফল হচ্ছে এমন পিতামাতা পেয়ে। তাইতো সংসারে যাবার আগে এ সব জানা চাই। যেখানে চারিদিকে কল-

কারখানা চলছে সেখানে কি কোঁচা দুলিয়ে যাওয়া যায়? কত সন্তর্পণে যেতে হয়। একবার হাতটি কি কোঁচার খুঁটটি চাকায় লেগে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়ে মেরে ফেলবে। তেমনি এই জগতের কিছু না জেনে শুনে ফস্ ক'রে যেখানে সেখানে হাত দিতে যাঁও কেন বাপু? আট বছরের মেয়ের বিয়ের জন্তে বিধান করবার তুমি কে? এই যে কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলছো তা কি ক'রে হজম হয়ে রক্ত মাংস হচ্ছে এ সব জানো? নিজের শরীর কেমন ক'রে চলছে তাই জানো না, তা কোথা থেকে আত্মা এলো কী বা বুঝবে? নিজের একটু কাম চরিতার্থ করবার জন্তে জগৎরূপ এত বড় machine-এ (যন্ত্রে) হাত দিচ্ছ! আমি বলি—Think thrice before you do that (কিছু করবার আগে একটু ভাবো)। একটু বিচারবুদ্ধি আনো। এরই অভাবে এত দুর্দশা।

এই যে রাস্তার ধারে সব গরীবেরা প'ড়ে আছে এদের জন্তে তো দেখেছি আমাদের দেশে কেউই ভাবে না। Humanity is Divinity. চণ্ডালই হোক আর যেই হোক না কেন, এই সমস্ত জনসমুদ্রের আত্মা সেই বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের রূপ। এদের ভিতর ভগবানকে দেখে এদের জন্তে কাজ কর। বুদ্ধের কথা মনে কর—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। এই ঈশ্বরের আরাধনা। বুদ্ধদেব, চৈতন্ত মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের দেখ। চৈতন্তদেব আচণ্ডালে প্রেম বিলিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত হয়েছে। তান্ত্রিকদেরও তাই। শুদ্ধভাব আদর্শ কর। যে মন্দিরে গরীব, চণ্ডাল এ সব ঢুকতে পায় না সেখানে কি কখন দেবতা থাকতে পারে? আর মন্দিরে দুটো ফুল ফেলেই বা কি হবে? এই দেহটাকেই মন্দির কর। দেহরূপ মন্দিরে আত্মারূপ দেবতা রয়েছেন—তাঁর পূজা কর। The kingdom

of God is within you—এর মানে পাদ্রিরা বড় একটা বোঝেন না। এ বুঝতে হলে বেদান্তের ভিতর দিয়ে জানতে হবে দেহরূপ মন্দিরে জীবরূপ শিব রাজত্ব করছেন।

এই চল্লিশ বছর সন্ন্যাসী হয়েছি। গরীব লোকেদের দুঃখ বোঝবার জন্যে ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কতদিন রাস্তায় ধুলোর উপর না খেতে পেয়ে চ'লে গেছে—ওই রাস্তায় ইট মাথায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে কতদিনই না কাটিয়েছি। ঈশ্বর আরাধনা কি সোজা কথা? মায়া, মমতা, দ্বেষ, হিংসা সব চ'লে গেলে তবে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তখন সকলের মধ্যে তিনি বিরাটরূপে বিরাজ করছেন এই জ্ঞান হলে হয় ব্রহ্মানন্দ লাভ। তখন ইহজীবনে ও পরজীবনে সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে যাবে।

*　　　*　　　*　　　*

★ রাত্রিবেলা। স্বামিজী তাঁর ঘরে ব'সে আছেন। তিনি বললেন—গীতার ব্যাখ্যার মধ্যে মধুসূদনেরটা আমার বেশ লাগে। নীলকণ্ঠও দেখেছি—নতুন কিছু নয়। কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যে যা নেই মধুসূদনে তা আছে। আর বেশ দেখিয়েছেন। বাঙ্গালী কিনা—clear head (পরিষ্কার বুদ্ধি)। শঙ্কর আর মধুসূদন এই দুজনের ব্যাখ্যান দিয়ে গীতা পড়লে বেশ পড়া হয়। আর কিছুর দরকার নেই। Teacher (আচার্য্য) হতে গেলে কিছু কিছু পড়তে হয় বৈকি। তবে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে এখন অনেক জায়গায় archaic (পুরাণো) হয়ে গেছে। এখন science-এর (বিজ্ঞানের) ভিতর দিয়ে সব দেখাতে হবে——যেমন আমরা করলুম। তবে অন্য দিক দিয়ে দেখানো গেল—এই যা। কি জানো অনুভূতি চাই। তাহলে শাস্ত্রের সঙ্গেও মিলবে। স্বামিজীর (বিবেকানন্দের) 'কর্ম্মযোগ' প'ড়ে আমার 'Philosophy of

Work' প'ড়ে দেখ—দেখবে এতে যা আছে 'কর্ম্মযোগে' তা নেই। আমি স্বামিজীকে imitate (অনুকরণ) করি নি। ওই 'Reincarnation' ধর না। ওই আমার প্রথম বই। তখন ওতে তিনটে লেকচার ছিল। Heredity and Reincarnation আর Theory of Transmigration—এই দুটো ছিল না। স্বামিজী argument (যুক্তি) দেখে প্রশংসা করেছিলেন। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক Mr. Vanderbilt (মিঃ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্) বইখানার দু'হাজার কপি অমনি ছাপিয়ে দেন। সেই কিছু কিছু distribute (বিতরণ) করি, আর কিছু বিক্রী হয়। পরে অন্য বই ছাপাবার জন্মে এই হলো আমার first capital (প্রথম মূলধন)।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ২৭ চৈত্র ১৩৩০ (April 9, 1924)

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ২।১

সাধুরা সব তপস্যা করে। আচ্ছা এই তপস্যা মানে কি জানো? এর মানে হচ্ছে ধর কিছু খেতে লোভ হলো, সে লোভ সংবরণ করবে। নিজে না খেয়ে অপরকে তা বিলিয়ে দেবে—এই তপস্যা। একে বলে self-denial (আত্মত্যাগ)। শরীরের মমতা কমাবার জন্তে একাহারী হয়ে রইল। রৌদ্র, বৃষ্টি—যাতে হয়তো লোকের কষ্ট হয় তা সহ্য করতে লাগলো। তা এতে ক'রে কি হয় জানো? মনের জোর বাড়ে। জগৎ জয় তারাই করবে। বীর্য্যবান হলে সাহস বাড়বে, তিতিক্ষা

আসবে। দুনিয়া অগ্রাহ্য ক'রে বুক ফুলিয়ে চলতে শিখবে—মৃত্যুভয় থাকবে না। তা হলেই দেখ ইন্দ্রিয় জয় হলে মনের জোর বাড়ে।

এর পরে স্বাধ্যায় অর্থাৎ গীতা, মহাভারত, উপনিষদ্, বেদান্ত এই সব পড়া—যাতে সংসার থেকে মন ভগবানের দিকে যায়। নভেল নাটক পড়া নয়। কেন না ধর সব সময়েই তো আর তুমি সৎসঙ্গ করতে পারছ না। তখন বাড়ীতে ব'সে ব'সে এই সব সদ্‌গ্রন্থ পড়লে সৎসঙ্গেরই ফল হবে।

ঈশ্বর প্রণিধান। দেখ এক এক ফোঁটা জল সমুদ্র থেকে বাষ্পাকারে আকাশে উঠে মেঘের আকার ধারণ করে। আবার বৃষ্টিরূপে মাটিতে প'ড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে মেশে। এই রকম cycle-এ (চক্রাকারে) আমরাও ঘুরছি। অনন্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে শেষে তাতেই মিশছি। এক একটী কণিকা কি spark (স্ফুলিঙ্গ) সেই অনাদি অনন্তের সহিত চিরসম্বন্ধ। দেহের মমতা দূর ক'রে এই চিন্তা কর—আমি কে? এই জামাটার সঙ্গে আমার দেহটার যে সম্বন্ধ, এই দেহের সঙ্গে আত্মার সেই সম্বন্ধ। দেহটা যেন আত্মার আবরণের মতন।

না হয় ভাবো সর্ব্বভূতেই তিনি। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ত্তা। এ সংসার তাঁরই। We are the children of God (আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান)। ব্রাহ্ম সমাজেও এই ভাব আছে। কথাটি বড় ভাল। গীতাতেও আছে—পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য। পিতা, মাতা, পিতামহ তাও বলেছে।

মনে impression (সংস্কার) হবার জন্যে repeat (জপ) করতে হয়। আর এই দাগ যত গভীর হয় মনের জোর তত‌ই বাড়ে—সেই দিকেই মনের গতি হয়। তা-ই জপ। মনের habit (অভ্যাস) ক'রে দিতে হয়। আর habit is the second nature (অভ্যাসই স্বভাবে

পরিণত হয়)। কাজেই অভ্যাস করলে স্বভাব বদলে যাবে। তাই নিত্য জপ ধ্যান চিন্তা করতে হয়। একেই অভ্যাস যোগ বলে। এতে ক'রে impression বা সংস্কার দৃঢ় হয়। তখন কেমন হয় জানো ? এই যেমন আফিং খেলে মৌতাত হয়। তেমনি জপ ধ্যান না ক'রে থাকতে পারে না। এই সাধন মানেই অভ্যাস। তা সংসার ছাড়তে হবে অর্থাৎ মনের আসক্তি ছাড়তে হবে। সংসার মানে ঘর নয়। এ ঘর ছেড়ে না হয় আর এক ঘরে যাবে—এই তো। গাছের তলায় কি পাহাড়ের গুহায় shelter (আশ্রয়) তো চাই। তবে সেখানে কতকগুলো অশান্তি থাকে না—এই যা।

এই সাধনের দ্বারা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই সব যে ক্লেশ তা ক্ষীণ হয়। আর তখনই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত যে আত্মার স্বরূপ তার সাক্ষাৎকার হয়—আত্মজ্ঞান হয়। আর এই আত্মজ্ঞান হলেই ভগবানকে জানা যায়। এই একটা জানলেই সব জানা হয়।

আর এই অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে সবেতেই রয়েছে। তবে এই যে দেখছ কারো শক্তি খুব বেশী কারো বা কম তার মানে হচ্ছে যে কারো একটু প্রকাশিত কারো বা চাপাই আছে। কিন্তু কেউই ছোট নয়! একটু উস্‌কে দিলেই হয়। তবে যেখানে বেশী প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে পূর্ব্বজন্মের ফলে—এই যা। কাকেও ঘৃণা করো না। এই যে নমঃশূদ্র ক'রে এক একটা জাতকে দাবিয়ে রেখেছে এর কি ফল হবে জানো ? 'But many *that are* first shall be last; and the last *shall be* first'—অর্থাৎ এদের স'য়ে স'য়ে পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে, আর যারা নীচু ক'রে রাখছে তারা তাদের দুঃখের বোঝা মাথায় নিচ্ছে। যে বেদান্তী কি রাজযোগী হতে এসেছে তার আবার জাতের বিচার কি ? একটু জ্ঞান হলেই বুঝবে যে এই কুসংস্কারের

পুঁটুলি যত শীঘ্র জলে ভাসিয়ে দেবে ততই মঙ্গল। এই ছুঁৎবাদ— এই কী ধর্ম্ম? গীতাতে বলেছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। যত জীব আছে সবাই তাঁরই অংশ—সর্ব্বভূতে তিনিই রয়েছেন।•

বৃহস্পতিবার ২৮ চৈত্র ১৩৩০ (April 10, 1924)

★ রাত্রিবেলা। মহারাজ বললেন—কাশীপুরের বাগানে যখন ঠাকুরের সেবা করছি তখন John Stuart Mill-এর (জন ষ্টুয়ার্ট মিলের) Logic (ন্যায়গ্রন্থ) পড়তুম। একটা ছোট্ট আলো জেলে পড়তুম—পাখার আড়াল দেওয়া থাকতো। একদিন ঠাকুর উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করছিস রে? আমি বললুম, আজ্ঞে ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র পড়ছি। এতে কিরূপে বিচার করতে হয় তাই শিক্ষা দেয়। ঠাকুর বললেন—তা বেশ।

History of Philosophy (দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস) পড়বে বলছো? ওতে খালি এ এই বলেছে, সে এই বলেছে এই সব আছে। কোনটা ঠিক কি ক'রে জানবে? এ পড়লে শুধু আওড়াতে পারবে কে কি বলেছে। আগে একটা মাপকাঠি কর। অনুভূতি হলেই বুঝতে পারবে। এই সাংখ্য পড়বার সময় কি ক'রে প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব এলো বুঝতে কতদিন ধ্যান করেছি তা কি বলবো। তবে বুঝতে পেরেছি। তা তোমরা আগে বেদান্তের ভাবটা বোঝ না।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র "আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

—এইটা বোঝ দিখিনি। এই ব'লে মহারাজ নিজের মনে নিজে গাইতে লাগলেন। তারপর 'একরূপ,অরূপ-নাম-বরণ' এই গানখানি গেয়ে বললেন—তখন স্বামীজি গাইতেন, আমি বাজিয়েছি।

* * * *

★তারপর অন্য একদিন মহারাজ বলতে লাগলেন·····বিবেক বৈরাগ্য নইলে আবার সাধু কি? খাওয়ার লোভ একদম থাকবে না। দেখ আমরা কত কঠোর করতুম। এই এখান থেকে একেবারে হাঁটতে হাঁটতে কাশী গেলুম।* সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌয়ে একজন হরিদ্বারে যাবার ভাড়া দিতে চাইলে। তা পয়সা ছুঁতুম না শুনে একখানা টিকিট কিনে দিলে। তারপর খাবারের জন্যে কিছু পয়সা দিতে এলে তাও নিলুম না। তখন কিছু খাবার এনে দিলে। হেঁটে হেঁটে পায়ে পোকা হয়ে গিছল। এই রকম কর দিখিনি।

দিনে একবার খেতুম। তিন বাড়ী মাধুকরী ক'রে নিয়ে এসে যা পেতুম তাই খেতুম—রাঁধতুম না। কেউ হয়তো চাট্টি মকা দিলে, কেউ

---

* ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমা ও অন্যান্য দু'একজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে মহারাজ কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী যান। পরে শ্রীমাকে প্রণাম ক'রে স্বামী নির্ম্মলানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে পদব্রজে নিঃসম্বল অবস্থায় হরিদ্বারের দিকে যাত্রা করেন।

একটু ডাল রুটি দিলে, কি একরকম পাখীর দানা আছে তাই ছুটি দিলে, কি একটু খিচুড়ী পেলুম—তা এই যা পেতুম সব মিশিয়ে গঙ্গার ধারে ব'সে খেতুম। যাতে কোন taste (স্বাদ) না থাকে তাই সব একেবারে মিশিয়ে দিতুম। এখন সব অনেক ছত্র হয়েছে। তখন অত ছত্র ছিল না তা ভালই ছিল।

তারপর কথায় কথায় বেলুড়ের মন্দিরের সম্বন্ধে বললেন, ওই দেখ না তিনটে মন্দির করেছে (তখন মঠে তিনটী মন্দির ছিল, নতুন মন্দির হয় নি) তা কোন symmetry (সঙ্গতি) জ্ঞান নেই—কারও একটু artistic taste-ও (সৌন্দর্য্যবোধও) নেই। তাই দেখে দুঃখ হয়। আমি বলেছিলুম একটা মন্দির কর। সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি রেখে বাকী তাঁর সব সন্তানদের অস্থি পাশে পাশে রেখে দাও। এক জায়গায় পূজা হলেই সব পূজা হয়ে যাবে। তাতে বললে—না, লোকে যখন টাকা দিয়েছে। আমি বলি, নিজেরা একটা ঠিক ক'রে public-এর (জনসাধারণের) কাছে appeal (আবেদন) কর, যে দেয় দেবে। তা নয় মঠটা মন্দিরে মন্দিরে ভ'রে যাচ্ছে। এদিকে সাধুদের শোবার জায়গা নেই। অত মন্দির কী হবে? কাশীতে কত মন্দির রয়েছে।

তারপর বেলুড়ে ঠাকুরের যে অস্থিখণ্ড আছে সে সম্বন্ধে বলতে লাগলেন—ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামিজীর কথামত আমরা সকলে মিলে আগুন দিই। তারপর সব হয়ে গেলে অস্থি সংগ্রহ ক'রে একটী তাম্র কলসে রেখে কাশীপুরের বাগানে ফিরে আসি। পরে এই কলস থেকে প্রায় সমস্ত অস্থিই আমরা একটা কৌটায় রেখে বলরামবাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দিই। এটিই আত্মারামের কৌটা। সেই সময় স্বামিজীর কথামত খানিকটা অস্থি গুঁড়ো ক'রে আমরা সবাই একটু একটু ক'রে খেয়ে

ফেলি। এই রকমে সমাধি হজম করি (উচ্চ হাস্য)। আর বাকী অস্থিসমেত তাম্র কলসটী আমরা সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে রামবাবুর বাগানে নিয়ে যাই।

বিষয়—গীতা

শনিবার ১৩ বৈশাখ ১৩৩১ (April 26, 1924)

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

এই যে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এ কালাবচ্ছিন্ন নয়, দেশাবচ্ছিন্নও নয়। সকল দেশে সকল সময়ে apply (প্রয়োগ) করা যেতে পারে। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে প্রত্যেক জীবকে বলেছেন। এ সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন। এই ধর এখন তো দেশে যাগ যজ্ঞ নেই। তাহলে এই কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—এখানে কী কর্ম্ম বলবে? বর্ত্তমানে কি ক'রে লাগাবে? যাগ যজ্ঞ ক'রে মণ মণ ঘি পুড়িয়ে কি হবে? এক ছটাক তো খেতে পায় না। কলিকালে ও ইন্দ্রাদি দেবতারা সব ঘুমুচ্ছে। ঘি পোড়ালে কিছু হবে না। এখানে বলা হয়েছে দেহ কি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা যে সকল কার্য্য করি—সেই কর্ম্ম। আর তাতেই অধিকার—তার ফলে নয়।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এই-ই law of cause and sequence—law of action and reaction (কার্য্য-কারণরূপ নিয়ম)। এই টেবিলে ঘুসি মারো। তা তুমি যত জোরে মারবে টেবিলও তত জোরে তোমায় মারবে, অর্থাৎ তত জোরে হাতে

লাগবে—এইটেই ফল। যেখানে কার্য্যের উৎপত্তি সেইখানেই প্রতিক্রিয়া আসে। তা কামনা নিয়ে কাজ করলে বদ্ধ হয়। আর নিষ্কামভাবে করলে ফল তো আসবেই অথচ মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা দেখি আশানুযায়ী ফল না এলেই দুঃখ হয়। আর নিষ্কাম হলে আশানুযায়ী ফল হোক আর না হোক কিছুই আসে যায় না। দেখা যায় যাতে success (সিদ্ধি) হয় তাতে মনে আনন্দ হয়। তার চেয়ে যদি ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কাজ করি তাহলে success (সিদ্ধি). খুঁজি না অথচ failure (বিফলতা) হলে মনে কষ্টও হবে না। এতেই চিত্তশুদ্ধি হবে।

'আমি আমার' জ্ঞান, মায়া মমতা কি মোহ এই সব চিত্তের অশুদ্ধির কারণ। এতে ক'রে আমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা হয়ে নিজেরা স্বার্থপর হয়ে যাই। যার অহং বুদ্ধি আছে তার চিত্ত অশুদ্ধ।

'ঈশ্বর ঈশ্বর' করছ, কে ঈশ্বর? আকাশে কি ব'সে আছেন? তাঁকে কি ক'রে সেবা করবে? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এইভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী-পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর—নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাঁকে দেখ। আর এই ঈশ্বর-বুদ্ধি ক'রে নাম যশ কি স্বার্থসিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা ক'রে যাও।

তোমরা কি মনে কর—যে কাজ তোমরা করছ ভগবান অমনি তা ব'সে ব'সে লিখছেন আর তাই খতিয়ে খতিয়ে ফল ঢেলে দিচ্ছেন? তা নয়। সব laws (আইন) আছে। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। নিত্য কিনা অনাদি অনন্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ তাঁতে কোন মলিনতা নেই। তারপর তিনি জ্ঞান—চৈতন্যস্বরূপ। তা ভগবান লাভ করতে হলে আমাদের সেই অবস্থা পেতে হবে। যেটা অনিত্য, অশুদ্ধ,

অজ্ঞান কি বন্ধন তা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা ভালই হোক আর মন্দই হোক পাপ পুণ্য সব ভগবানে অর্পণ করবে। এই ঠাকুর একটা ফুল নিয়ে মা-র পায়ে দিয়ে বললেন—'মা. এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্যি ; এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান ; এই নে তোর বিদ্যে, এই নে তোর অবিদ্যে ; এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' উপাসনার এই আদর্শ।

ভগবানের চোখে ভাল মন্দ নেই। এই ধর আগুন। এতে রান্নাও হয়, শীতকালে বেশ গা গরমও রাখে। আবার ছেলেটি হয়তো পুড়ে গেল কি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল, তখন বললে—curse of God (ঈশ্বরের অভিশাপ)। স্বার্থের হানি হলেই আমাদের মনে মন্দ হলো। তা ব'লে আগুনের কি দোষ আছে ? এই ধর electricity (বিদ্যুৎ)। দিব্যি ট্রাম চলছে, কিন্তু তার ছিঁড়ে মাথায় পড়লেই মন্দ হয়ে গেল। একই জিনিষ ভাল মন্দ দুই-ই। তা ভালটা নিতে গেলে মন্দটাও নিতে হবে। 'সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' আগুন জ্বাললে ধোঁয়াটাও নিতে হবে বৈকি। Absolute good (নিছক ভাল) এখানে নেই। মনে করতে হবে এ সংসার ভগবানের। 'আমি আমার' বললেই ফলভোগ। বাসনাবর্জ্জিত হয়ে কাজ করা অভ্যাস করতে হবে।

এ টীকায় এই আছে—অমুকের দোহাই কি বুকনিতে কি হবে ? তুমি শাস্ত্রকর্ত্তা হও না কেন ? তা নয় খালি দোহাই দিয়ে চলছে। বাদশাহী আমলের টাকা কি এখন চলে ? এ শিব বললেন, ও ব্যাস লিখলেন ব'লে কি হবে ? কোন বশিষ্ঠ, কোন ব্যাস তার ঠিক নেই। নিজে বিচার করতে হবে। ধর্ম্মের তত্ত্ব যে যথার্থ বুঝেছে তার কাছে শুনে জীবনে লাগাতে হবে। ঠাকুর বলতেন, বাজারের সময় একটা

ফর্দ্দ ক'রে বলে এত সন্দেশ আনতে হবে, এই এই ফল আনতে হবে—এই সব। কিন্তু বাজার হয়ে গেলে ফর্দ্দ ফেলে দেয়। তা শাস্ত্র সব হচ্ছে এই ফর্দ্দ। আর অনুভূতি হচ্ছে ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা লেখা আছে। কিন্তু সে সব খালি পড়া কেমন জানো—যথা খরশ্চন্দনবাহী ভারস্ত বেত্তা ন তু চন্দনস্ত। যেমন এই শুষ্ক পণ্ডিতেরা। আর তত্ত্বদর্শী হচ্ছে যার জ্ঞান লাভ হয়েছে—যে মর্ম্ম জানে। এই যেমন ঠাকুর। তাই আমি লিখেছিলুম—

> নাধীত-শাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা
> নাধীত-বেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
> নাধীত-তন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্ম্মবক্তা
> তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥

সমস্ত শাস্ত্রের শীর্ষস্থানে তিনি গেছেন। এতো চোখের সামনে হয়ে গেল।

এই এখন 'বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ' করছে। তখন কাশীপুরে কেউ খেতেও দেয় নি। কত জায়গায় তাড়া খেয়েছেন। এই আমরা ভিক্ষা করতে গেলে কত লোক বলেছে—ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে, চাকরী করতে পার না? চোর সব। আমরা বলতুম—মায়ি থোড়া ভিক্ষা দিজিয়ে। যেন বাঙলা বুঝিই নি। এই ঠাকুরকেই কত বলেছে—জুতো পরতেন, বিছানায় শুতেন, লালপেড়ে কাপড় পরতেন। আমাদের সাধু কেমন হবে জানো? মস্ত জটা থাকবে, মাটিতে লুটোবে। ফস্ ক'রে চাই কি এখান থেকে ওখানে উড়ে যাবে। দাঁত-মাত খিঁচিয়ে থাকবে, কি পেরেকের উপর শুধু গায়ে প'ড়ে থাকবে। এই রকম একটা কিছু হওয়া চাই। সাধুরা সব হাওয়া খেয়ে থাকবে, কি বাদুড়ের মতন ঝুলবে—এই আর কি। তা এ

অবস্থায় স্বয়ং ভগবান এলেও আমাদের কিছু হবে না। কারণ ওই তো দেখনা সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণ এলেন, কী আর হলো বলো?

ভগবান যদি এসে বাছুড়ের মতন ঝোলেন তা হলে আমার কি তোমার কী হবে বলো? তিনি ঝুলুন না। আমাদের কি হবে। তাইতো তিনি মানুষের মতন হয়ে আসেন, এই কামক্রোধময় সংসারের ভিতরে থেকে আদর্শ দেখিয়ে যান। এই দেখ ঠাকুর বিয়ে করলেন, তারপর ষোড়শী পূজা করলেন। তা এ সব ভাব কে বোঝে বল? এই তো সভ্যসমাজ বাঙলার—কি বুঝেছে! বলে ও একটা ছিল।

গীতায় রয়েছে 'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥' তা এ সব কি এখন আছে? বলে Hindu-Muslim unity (হিন্দু মুসলমানে মিল)। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেই মিল নেই তা আবার Hindu-Muslim unity (হিন্দু মুসলমানে মিল)। আবার এ সব যদি বলো তা হলে একঘরে ক'রে দেবে। নিজের লোককেই নীচু ক'রে রেখেছে—ছোঁবে না। আর তারাই যদি মুসলমান কি খৃষ্টান হয়ে আসে তাহলে বলবে—আপ্ ঠিক হ্যায়। ভয় আছে তো? সব খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে সে ভাল! তা আমি বলি একবার সব খৃষ্টান হয়ে তারপর হিন্দু হোক। আবার গরব কত! বলা হয় আমি হিঁদু। আরে দেখ এই কথাটাই বেদে পুরাণে কোথাও নেই। সব 'আর্য্য' আছে। এই Persian-রা (প্রাচীন পারসিকেরা) 'সিন্ধু'-কে বলতো 'হিন্দু।' তাই সিন্ধুর তীরে যারা থাকতো তাদের 'হিন্দু' বলতো। *

* "India was known to foreigners in olden times by its river *Sindhu*, which the Persians pronounced as *Hindu* and the Greeks as *Indos*, dropping the hard aspirate."

Dr. Radha Kumud Mookerji, 'Hindu Civilization,' p. 57.

দেখছো তো দেশ কোথায় যাচ্ছে! কর্ম্মীদের নেতা ক'রে দাও। প্রেম যে ভগবানের স্বরূপ সে আমরা ভুলে গেছি। God is love and love is Divine (ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এবং প্রেমই ঈশ্বর)। চৈতন্যদেব প্রেম বিলাতে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব ছাগশিশুর জন্যে প্রাণ দিতে গেছলেন। ঘাসের উপর চললে ঠাকুর বারণ করতেন। বলতেন বুকে লাগছে। নিজেকে সমস্ত জগতে গলিয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন। এই সব ভাব দিখিনি।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ১৭ বৈশাখ ১৩৩১ (April 30, 1924)

যাদের দেহাত্মবুদ্ধি আছে তারা মনে করে দেহের বিকারে আত্মার বিকার হয়। কিন্তু তাই কি ঠিক? চোখ নষ্ট হলে আত্মার কি চোখ নষ্ট হয়? তা নয়। তবে আমরা এই ভ্রান্তিতে ম'জে আছি। সাধন বিচার ক'রে এই ভ্রান্তি দূর হলেই আত্মজ্ঞান হয়। দেহটা তো জড়—মৃতদেহ। আত্মাই চালাচ্ছে। সে কারও বাপও নয়, মাও নয়, স্বামীও নয়। দেহাত্মবাদীরা আত্মাকে দেহময়ই মনে করে। আত্মার কোন্ বিকৃতি নেই। অন্ধ হলে আত্মার কি? কালা হলেই বা কি? এইরূপে ইন্দ্রিয় বিকৃত হলো, কি মানুষ ম'রে গেল আত্মার তাতে কি?

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনে চরম সত্য উপলব্ধি করা। ধর্ম্ম হয় জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে—লোকাচারে নয়। সকলকে ভালবাসতে হবে

তা সে যত হীনই হোক না কেন। আমি ভগবানের সন্তান, আর সবাই শয়তানের সন্তান—এ নয়। যোগসাধনের পথে অধিকারী হতে হলে ছোট বড় সবার ভিতরেই ভগবানের অংশ দেখতে হয়।• গীতায় আছে, 'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥'

এ সব মেনে চললে আমাদের জাতি সকলের চেয়ে বড় হতো। তা না হয়ে সকলের চেয়ে ঘৃণ্য হয়ে আছে। কোন জন্মে কারুর পিতামহের প্রপিতামহের তস্য প্রপিতামহ কি একটু করেছিলেন, সেই ফাঁকা কথা ধ'রে নিয়ে এখনও তাই তাদের অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে। আর এদিকে অপর কারুর প্রপিতামহের তস্য প্রপিতামহ কি একটু ভাল কাজ করেছিলেন তার অহঙ্কার এখনও চ'লে আসছে। এ সব ভ্রম কুসংস্কার দূর করতে হলে, শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য ছিল জানতে হলে সাধনা করতে হবে। তা হলেই অবিদ্যাদি ক্লেশ দূর হবে। তা ধর এই আগে যেমন অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মার স্বরূপের যে জ্ঞান তার অভাব। তারপর অস্মিতা অর্থাৎ 'আমি আমার' জ্ঞান। এটি মস্ত দুঃখের কারণ। রাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগেচ্ছা আর একটা। যেমন আপনার ব'লে ধ'রে রাখা। তারপর দ্বেষ কি না হিংসা। আর অভিনিবেশ অর্থাৎ বাঁচবার ইচ্ছা। এই সব ক্লেশ দূর করবার উপায় খুঁজতে বুদ্ধদেব সব ত্যাগ করলেন।

আত্মা অজর অমর অক্ষয়। বাপ মা কেঁদেই আকুল—ছেলেটা জন্মালো আর ম'রে গেল। সত্যিই কি তাই? তবে কেন এ হয়? এ সেই অবিদ্যা। বিচার ক'রে দেখ সত্যস্বরূপ আত্মা জন্মালো না ম'রে গেল।

জগতের সব জিনিষ তো অনবরত বদলে যাচ্ছে। এই জগৎ-স্রোতে

গ্রহ নক্ষত্র সব বদলাচ্ছে। এ বছরের সূর্য্য কি আর বছরের মতন আছে? আজকে গঙ্গার যে জলে স্নান করেছ কাল কি আর সে জলে স্নান করতে পাবে? এই স্রোতে একটা কুটো মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় চ'লে যাচ্ছে। এ প্রবাহ চলছে—চলেইছে। এর মধ্যে সত্যকে জানবার জন্মে মানুষ সব ছেড়ে দেয় ওই দিকেই মন দেবার জন্মে। তা সেই এক সর্ব্বব্যাপী ভগবানই সত্যস্বরূপ। তিনি তোমার দেহে—তোমার প্রতি লোমকূপে। তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা। যে রাস্তায় চল তার প্রতি বালুকণায় তিনি। 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥'

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর জ্ঞানশক্তি এই আত্মার শক্তি। 'আমি একা আছি বহু হবো'—এই ইচ্ছা সৃষ্টির পূর্ব্বে হওয়াতেই সৃষ্টি হলো। 'Let there be light: and there was light' অর্থাৎ ইচ্ছা হওয়াতেই সৃষ্টি হলো। ভৌতিক জিনিষের মধ্য দিয়েই ইচ্ছার manifestation (প্রকাশ) হয়। এই এখান থেকে বাড়ী যেতে হলে ইচ্ছা হলেই পা দিয়ে চলতে আরম্ভ করবে। মনোময় কোষে তো আর বাড়ী যাওয়া যায় না। তা হলে সে হবে মনোময় কোষের বাড়ী (হাস্য)। এই চলতে হলে পা থাকবে। ধরবার সুবিধে হয় তাই ইচ্ছা হওয়াতে আঙুল সৃষ্টি হয়েছে—এই রকম আর কি।

বিষয়—গীতা

শনিবার ২০ বৈশাখ ১৩৩১ (May 3, 1924)

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

Every time you expect something you sow the seed of disappointment—কোন কিছু পাবার আশা করার মধ্যেই নিরাশার বীজ নিহিত থাকে। এ সব নিয়মগুলি যে বুঝেছে সেই জ্ঞানী। সে সংসারেই থাকুক আর জঙ্গলেই যাক্। গাছতলায় ব'সে চোখ বুঁজলেই জ্ঞান হয় না। আবার জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন বই পড়ারও দরকার হয় না। পড়ছে কারা? যাদের চিন্তা করবার কোন শক্তি নেই। অজ্ঞানীরা যেমন পড়ে—হয়তো বা মুখস্থই করছে। তা নয়। তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হয়। তত্ত্ব কি জানো? যথার্থ স্বরূপ। এই ধর জগৎতত্ত্ব অর্থাৎ জগতের যথার্থ স্বরূপ। এই যেমন এটা নিত্য কি অনিত্য ইত্যাদি। তোমার ভিতরে যা আছে তা আত্মতত্ত্ব। তেমনই ব্রহ্মতত্ত্ব।

আমরা ভগবানের ভিতরে কেমন ভাবে আছি জানো? এই যেমন মহাসমুদ্রে মাছ সব কিলবিল করছে। তাঁকে ছেড়ে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ম'রে যাবো। মাছের প্রাণ জল। তেমনি আমাদেরও প্রাণ হচ্ছে ভগবানরূপ জল। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা।

ভগবান সবেতেই আছেন। তিনি সমষ্টিস্বরূপ। আমরা ব্যষ্টি-স্বরূপ। 'আমার আমার' জ্ঞান ছেড়ে দাও। দিয়ে সেই শক্তিকে উপলব্ধি করো। তোমার বলতে এখানে কী আছে? যাঁর শক্তিতে কর্ম্ম করছ ফলতো তাঁরই। কাজেই 'ঈশ্বরার্পণমস্তু' এই বুদ্ধি ক'রে তার ফল তাঁর দিকেই পাঠিয়ে দাও। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥'—এই ভাবই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। লোকে তো বোঝে না। তোমার শক্তি নেই তুমি কর্ম্ম করতে পার না। মাঝে থাকতে 'আমি আমার' জ্ঞান কেন করছ? এই গীতায় যেমন আছে 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি

মন্ত্রতে।' কাজেই 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' যে বুঝেছে সে কি ফল চায়? বুঝতে হবে ঈশ্বরের শক্তিতে সব হচ্ছে। কিসে আমারই শুধু দশ টাকা হবে এই সব স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধিতে কিছুই হবে না। টাকা আসুক আর নাই আসুক—এই যার ভাব সে সংসারে থেকেও মহাসাধু। তবে এই মায়ার আসক্তিতে জড়িয়ে গেলে তার আর উপায় নেই। তাই ঠাকুর বলতেন মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস করতে। সংসার কী বুঝতে হলে তফাৎ হতে হয়। কেন না আলাদা হলে দেখতে পাওয়া যায় কোথায় বিঘ্ন। তখন মানুষ সব বোঝে। এই দেখনা তা না হলে আমরাও ওই তোমাদেরই মতন হয়ে যেতুম।

ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সেই সত্য সম্বন্ধ। আর সব সম্বন্ধই মিথ্যা। তবে কি জানো বিয়ে যখন করেছ তখন দায়িত্বও নিয়েছ। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য আছে বৈকি। তারপর ছেলে হলে তার উপরও তোমার কর্ত্তব্য আছে। তার লেখাপড়া, তার বিয়ে। তাহলে দেখ এর খেই ধরলেই একেবারে গড়িয়ে নিয়ে যায়। সরষে ভোর সুখের জন্তে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ মাথায় নিতে হয়। তখন কেবল 'হা হতোঽস্মি।' তাই একটু জ্ঞান লাভ ক'রে সংসার কর। তখন পদ্মপত্রে যেমন জল থাকে না তেমনি বন্ধন সব থাকুক না কিছুই আসে যায় না।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

সকাম কাজ এতই নিকৃষ্ট যে দূর থেকেই তা ত্যাগ কর। সমতা বুদ্ধি রেখে কাজ ক'রে চ'লে যাও তাতে কোন ক্ষতি নেই। 'যৎ করোষি'—এখানে শুধু যাগ যজ্ঞ নয়। এই কথাটাতে অফুরন্ত ভাব আছে। যা কিছু করবে চাকরী, ব্যবসা সব কাজ ঈশ্বরের উপাসনা—এই

ভাবে কর। এ-ই practical Vedanta (কর্ম্ম জীবনে পরিণত বেদান্ত)।

স্বার্থই শয়তান। ও-ই পাপ পুরুষ—অবিদ্যার লক্ষণ। ভগবানকে ছেড়ে কাজ করা যেমন বালির দড়ি দিয়ে হাতি বাঁধা। সমস্ত দেশকে তোমার অঙ্গ মনে ক'রে কেউ ঘৃণ্য নয়, কেউ শত্রু নয় এই ভাবে দেশের কাজ কর।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ২৪ বৈশাখ ১৩৩১ (May 7, 1924)

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।২।৫

বীজ হচ্ছে কারণ আর বৃক্ষ হচ্ছে কার্য্য। তেমনি পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নক্ষত্র এই সব কার্য্য। এদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কাজেই কার্য্য নিত্য নয়। সমস্ত জন্য পদার্থ 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।' অপক্ষীয়তে অর্থাৎ decay (ক্ষয়) হয়—যেমন শরীর বাড়ছে আবার decay-ও (ক্ষয়ও) হচ্ছে। আর নশ্যতি। যেমন ছেলেবেলার দেহ কি আছে? তারপর কি জান, জল কি বায়ু যা কিছু গ্রহণ করছ এতে ক'রে নতুন পরমাণু সংগ্রহ হচ্ছে আবার শরীর থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে। এইরূপে এক স্রোত আসছে আর এক স্রোত বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তার মাঝের অবস্থাই এই শরীর। সমস্ত জিনিষেরই পরিবর্ত্তন হচ্ছে। রোজ দেখলে ধরা যায় না। কিন্তু ছ'মাস পরে কাউকে দেখলে বোঝা যায়। ইন্দ্রিয় সব খুব স্থূলদর্শী কিনা।

তারপর ধর এই সূর্য্যের যথার্থ অবস্থা। একে কি জানা যায়? এতে ঠিক কি কি আছে জানবার উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায়—এতে এই এই আছে ইত্যাদি। তারপর দেখ এরই আলোতে আমাদের জীবন সম্ভব। গাছ প্রাণী তা নইলে ম'রে যেতো। তা এই সব কার্য্য দেখে কারণ জানা যায়।

আবার ইন্দ্রিয় সকলও পরিবর্ত্তনশীল। তবে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিবর্ত্তন হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে optic nerve (রূপবহা নাড়ী) weak (দুর্ব্বল) হয়ে গেল। অনেক দিন বাদে ধরা গেল। ছেলে বেলায় যার ঘ্রাণশক্তি তীব্র ছিল এখন হয়তো নেই। তারপর আবার স্মৃতিশক্তিও থাকে না। কাজেই অতীতের সহিত তুলনা করতে আমরা পারি না। এই গাছপালাও মানুষের মতন 'জায়তে বর্দ্ধতে।' মানুষের সঙ্গে এদের কি তফাৎ—difference in degree but not in kind (পরিমাণগত তারতম্য কিন্তু প্রকৃতিগত নয়)। মানুষে চৈতন্যের বেশী প্রকাশ। সেই ঘাসের পাতা থেকে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে উচুতে উঠে বিশেষ প্রকাশ হয়েছে মানুষের ভিতর। এই যে সূর্য্য যার আলোতেই আমাদের জীবন সম্ভব তাও পরে কালো হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীও থাকবে না। যদি বল প্রমাণ কি? এই telescope (দূরবীক্ষণ যন্ত্র) দিয়ে দেখা যায় এই সূর্য্যের চেয়ে ঢের বড় বড় সূর্য্য কালো হয়ে এখনও ঘুরছে। তাহলেই দেখ এ সব কি নিত্য? এ পৃথিবী বাপু কারু নয়। জায়গা তো আর পকেটে ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না। তা যখনই পারবে মনে করেছ তখনই ক্লেশ আরম্ভ হলো। এই তো অবিদ্যা।

দেবলোকে ভোগ—সেও অনিত্য। স্বর্গে যতদিনই ভোগ কর না কেন একদিন যখন তার শেষ হবেই তখন সেটা কি অনিত্য নয়? কাজেই

যারা তা চায় তারা অবিদ্যায় প'ড়ে আছে। খৃষ্টানদের মতে স্বর্গে গিয়ে মানুষ চিরকাল থাকতে পারবে। অন্যান্য ধর্ম্মেও স্বর্গকে নিত্য ব'লে মানে। এই এক বেদান্তের মতেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই অনিত্য। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।' কোটি কোটি বৎসর স্বর্গভোগও অনন্তের তুলনায় হয়তো এক মুহূর্ত্ত। অমৃত কাকে বলে? যার নাশ নাই—immortal, যার বিকার হয় না। সে কী? এক ব্রহ্ম। এমন কি সাকার ঈশ্বর পর্য্যন্তও নিত্য নয়।*

সুতরাং অনিত্য দেহ বিষয়াদিতে নিত্যবুদ্ধি অবিদ্যা। এ বুদ্ধি সকল ক্লেশের মূল। তারপর অশুচিতে শুচিজ্ঞান এও অবিদ্যা। যেমন ধর এই দেহ। দেহের কেমন ক'রে উৎপত্তি হয় ভেবে দেখ। মায়ের গর্ভে যখন থাকে তখন কেমন থাকে দেখ। তারপর এখনকার শরীরটা দেখ। এতে আছে কি? এর মত অশুচি কিছুই নেই। কিন্তু তাতেই শুচি জ্ঞান। এতে আছে শ্লেষ্মা, রক্ত ইত্যাদি। দেহ থেকে বেরুলেই যা খারাপ অথচ দেহেতেই তো এই সব রয়েছে। কিন্তু যে আবার এ সব পরিষ্কার করছে তাকে মেথর ব'লে ঘৃণা কর কেন? বরং তুমি যা পারছ না সে তা করছে—অথচ সে অস্পৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর দেখ দেহকে মালাই পরাও আর আদরই কর এতো আর

* "We cannot give any form to God because form means limitation in space by time. By giving a form to God, we make Him subject to time, space and the law of causation; consequently we make Him mortal like any other object of the phenomenal universe which has form. God with a form cannot be immortal and eternal, He must die."

Swami Abhedananda, Divine Heritage of Man, p. 45.

থাকবে না। আমরা ছেলেবেলায় বিচার করতুম—জগৎ যন্ত্র মাত্র। না জেনে শুনে হাত লাগালেই একেবারে মোচড় দিয়ে ঘুরপাক খাইয়ে দেবে। তাইতো নিজেদের জীবনে অনেক দুঃখ থেকে বেঁচে গেছি। তা বিবেক বিচার এই সব activities of the mind (মনের ক্রিয়াগুলি) হচ্ছে বিদ্যাশক্তি। কর্ম্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা এগুলি মায়ার বিদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম সাক্ষীস্বরূপ। বিদ্যা অবিদ্যা দুইই মায়ার শক্তি। তবে বিদ্যাশক্তির দ্বারা অবিদ্যা দূর করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, একটা কাঁটা দিয়ে আর একটা কাঁটা তুলে দুটোই ফেলে দিতে হয়।

দুঃখে সুখবুদ্ধি, অপুণ্যে পুণ্যবুদ্ধি এ সবও অবিদ্যাতেই হয়। যেমন জীব হত্যা ক'রে পুণ্য করা। তবে বলিদান সম্বন্ধে তন্ত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর কথাও বলেছে। প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক। তাই এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে তন্ত্রে spiritualize (আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন) করবার চেষ্টা করেছে। পশুভাবটাকে দিব্যভাবে পরিণত করতে হয়। গোড়া থেকেই একেবারে অহিংসা ধরলে পারবে না। তাই দেবতাকে নিবেদন ক'রে গ্রহণ করতে বলেছে। আবার ভগবানের নামে রুচি হলে ওসব আপনিই ছেড়ে যাবে। পরে আবার ওই তন্ত্রেই আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বোঝান হয়েছে বলির জন্যে উৎসর্গীকৃত পশু কামের প্রতিনিধি। Crucify your lower self upon the altar of your spiritual life (তোমার পশু প্রবৃত্তিকে আধ্যাত্মিক সাধনার কাছে বলি দাও)।

একেবারে অহিংসাও আবার হয় না। কি ক'রে হয় বলো? নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই কত কীটাণু ম'রে যাচ্ছে। যে জল খাচ্ছ তার ভিতরে কত পোকা আছে। দেখ প্রাণ গ্রহণ ক'রেই প্রাণ ধারণ করা সম্ভব। এমন কি সামান্য খাওয়া দাওয়ার বেলায়ও একেবারে পুড়ে গেলে তা খেলে অসুখই হয়। রান্না করা মানে কি? যে vitality (প্রাণশক্তি) বা

germ of life (বীজাকারে প্রাণ) ভিতরে আছে তার বিকাশ যাতে হয়। একেবারে পুড়িয়ে ভাজলে কিছু থাকে না। এ সব বুঝতে হবে। তা না হলে ব্যাধি হবে—যা হচ্ছে ভগবান লাভের পথে প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' ফস্ ক'রে কি আর ভগবানকে পাওয়া যায়? আগে বীর্য্যবান হতে হবে। তখনই দেশে philosopher (দার্শনিক), spiritual giant (মহা মহা যোগী) সব জন্মাবে।

অবতার আর কি? মহা মহা genius (আধ্যাত্মিক শক্তিমান পুরুষ) অদ্ভুত শক্তি নিয়ে জন্মেছে। তোমাদেরও মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে। তাকে ফুটিয়ে তোল।

তারপর অনাত্মে আত্মবুদ্ধি। ধর যেমন দেহকে যদি আত্মা বল, এও অবিদ্যা। এই যে 'আমি' বলছ, এই হচ্ছে চৈতন্যময় পুরুষ—এই আত্মা। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'—এই তোমার লক্ষণ। কিন্তু দেহের বেলায় কি তাই? দেহের জন্ম আদি সবই আছে। আত্মা ওদিকে অজ এবং অমর। এই আত্মজ্ঞান হলে মৃত্যুভয় কোথায়? তাইতো গীতায় আছে 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥' প্রহ্লাদকে পাহাড় থেকে ফেলে দিচ্ছে—হাতীর পায়ের তলায় দিচ্ছে তবুও মরছে না। এই প্রহ্লাদই আত্মা। প্রহ্লাদের এই যথার্থ স্বরূপ। শরীর প্রহ্লাদ নয়। তেমনি তুমিও জান না তুমি প্রহ্লাদ আছই। প্রহ্লাদ শাস্ত্রকারদের বুজরুকী নয়—আত্মার স্বরূপ।

বিষয়—গীতা

শনিবার ২৭ বৈশাখ ১৩৩১ (May 10, 1924)

ঈশ্বরের উদ্দেশে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে কাজই কর তা-ই উপাসনা। আর এইভাবে কর্ম্ম করলে ফল খুব মহৎ হয়। খালি ঠাকুর ঘরে যাওয়া, হরিনাম করা কি গাছ তলায় চোখ বুঁজে বসাই যে উপাসনা তা নয়। তবে এদেশে বৈষ্ণবমত প্রবল কিনা। আর বৈষ্ণবমতে গীতা চরম বা শেষ কথা নয়। তাই বাঙলায় গীতা তেমন চলে না। নিউইয়র্ক প্রভৃতি নানাস্থানে আমি এতদিন ধ'রে গীতার এই সব ভাব প্রচার করেছি। তা ওরা খুবই appreciate (সমাদর) করে। অনেকেই ইংরাজী পকেট গীতা সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে। যখনই সময় পায় তখনই পড়ে। গীতার উপদেশ সকলের জন্যে—সর্ব্বজনীন। শঙ্করাচার্য্য এর অদ্বৈতমতেও ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তার চলন নেই। সব মতের সামঞ্জস্য ক'রে গীতার মর্ম্ম জীবনে apply (প্রয়োগ) কর।

* * * *

আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা সেই ঠিক ঠিক ভালবাসা। তা নয় নিজের স্বার্থের জন্যে কি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্যে দেহের প্রতি ভালবাসা—সে কি ভালবাসা? ভালবাসা ভগবানের স্বরূপ। কামভাব ভালবাসা নয়। এ অতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি। মা যে ছেলেকে ভালবাসে তার মানে কি? মা কি পঞ্চভূতময় শরীরকে ভালবাসে? তা নয়, মার আত্মা ছেলের আত্মাকেই ভালবাসে। মৃতদেহকে আর কে ভালবাসে বল? 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।'

অনেকে চায় না যে তাদের ছেলেরা একটু সাধুসঙ্গ কি ধ্যান জপ করে। এ সব করলেই দোষের হয়ে পড়ে। ছেলে যদি একটু গীতা পড়ে তা অমনি তম্বি করবে। তা এ সব থাকতে কখন কল্যাণ হতে পারে না। এ যেন একেবারে ঈশ্বরবর্জ্জিত দেশ হয়ে যাচ্ছে। দেহ-সুখ ভিন্ন যেন আর মহৎ উদ্দেশ্য নেই। কামের সংসার ঘৃণ্য। ছেলে হওয়া মানে কি? অর্থাৎ তোমার অবর্ত্তমানে সে তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ হয়ে তোমার দেশের মঙ্গল করবে। তুমি যা করতে পারলে না সে যাতে তা করতে পারে—বর্ত্তমান অপেক্ষা future generation (ভবিষ্যৎ পুরুষ) কিসে আরও ভাল হয় এই সব হচ্ছে অন্য অন্য দেশের লোকের ভাবনা। আর এখানে ঠিক তার উল্‌টো হতে চলেছে।

ওদিকে মেয়েদের গয়না টাকা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে শিকলি দিয়ে রেখেছে। তারা যেন পুরুষের ভোগের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। চিরকালটা হাতা বেড়ি নিয়েই কাটালে। এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? মেয়েদের কি আত্মা নেই? তাদের কি আত্মজ্ঞান হবে না?

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌॥

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধি হলে অনাময় পদ প্রাপ্তি হয়। অনাময় পদ হচ্ছে মুক্তপুরুষের অবস্থা। 'তত্ত্বমসি' কি 'অহং ব্রহ্মাঽস্মি' এই যে সব বেদান্তের মহাবাক্য আছে তার তত্ত্ব তখনই বোধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে 'আমি আমার' জ্ঞান থাকে না। আর তখনই বিবেক বৈরাগ্য আসে এবং পরমপদ কি পরমানন্দ লাভ করবার অধিকারী হওয়া যায়। 'Blessed *are* the pure in heart : for they shall see God.' বুড়ো

হয়েও যদি চেষ্টা করে তখনও কিছু হতে পারে। তবে ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা ক'রে কিছু জ্ঞান লাভের পর সংসারে গেলে সাধনা সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে। শুধু পাঁচ মিনিট ধ্যানে নয়, সমস্ত জীবনের কর্ম্মস্রোতে ভগবানকে রাখতে হবে। এক মুহূর্ত্তও যাবে না যখন তুমি ভগবানকে ভুলে যাবে। সর্ব্বদাই স্মরণ চাই।

স্বারাজ্যসিদ্ধি—perfect freedom-ই জীবনের উদ্দেশ্য। স্বরাট্ এক ভগবানই যিনি নিজের মহিমায় নিজে বিরাজিত। তাঁকেই জানতে হবে। এক ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু তো আর নেই। ভগবানই ভগবানকে জানেন। Knowing is being. অভেদবুদ্ধি নইলে তা হয় না।* মনের অবস্থা প্রভৃতি সবই বদলাচ্ছে। তোমরা 'কার্য্য' হয়ে আছ। কার্য্যের কারণাবস্থায় যাও এবং এ অবস্থা সমাধি দ্বারাই হয়।

বুধবার ৩১ বৈশাখ ১৩৩১ (May 14, 1924)

পাপ কি? নিজের স্বার্থের জন্যে যা করা যায়, যাতে অপরের উপকার হয় না বরং অপকার হয় তাই পাপ। নিজের কিসে ভাল হবে,

* "By spirit spirit can be known. Spirit cannot be known by anything else. God can be known only by God. When a mortal comes face to face with God, he is no longer a mortal. We cannot face the Absolute until we become Absolute."

Swami Abhedananda, The Path of Realization, p. 26.

অপরের যাই হোক না, এ অতি হীনবুদ্ধি। চুরি করা পাপ। কেন? নিজের শক্তি বা বুদ্ধি দ্বারা যা করনি তা নিজে না খেটে ফাঁকতালে সরিয়ে নিলে—এতে পাপ করা হলো। এর ফলভোগ করতে করতে তবে শিক্ষা লাভ হয়। Blessed sin that gives us knowledge—that is a great teacher. এই পাপের মূল হচ্ছে selfishness (স্বার্থপরতা)। আর অজ্ঞান থেকেই স্বার্থ আসে। যোগীদের দেখ তাঁরা নিঃস্বার্থ—দেহে আত্মবুদ্ধি নেই। আদর্শ কে? যিনি অবিদ্যা থেকে মুক্ত। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তাঁর আর ভুল হবে না। তা নইলে ব্রহ্মজ্ঞান হলে যে দুটো ডানা বেরোয় তা নয়। তবে তাঁর আর তখন পাবার কি জানবার কি কিছু ভোগ করবার কোন বস্তুই থাকে না। এই অবস্থারই নাম ঈশ্বরলাভ। সে কিছু চিলের মতন আকাশে উড়ে না, তবে তার ভিতরটা বদলে যায়।

বিষয়—গীতা

শনিবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 17, 1924)

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

পূর্ব্বশ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের কি ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ এইরূপ যে যে চারিটী প্রশ্ন করা হয়েছে, এখানে ক্রমে ক্রমে তাদেরই উত্তর দেওয়া হচ্ছে। সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছাকে যিনি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন

এই শ্লোকটি সেইপ্রকার সন্ন্যাসীর জন্যে। তা সে সংসার ছেড়ে কি নিরানন্দে আছে? তা নয়। তাই বলা হয়েছে 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ।' অর্থাৎ সামান্য কাম প্রভৃতি রিপু চরিতার্থ করবার জন্যে পাগল না হয়ে আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনে যে আনন্দ লাভ হয় তারই অধিকারী হয়। সংসার সুখের চেয়ে যা কোটি কোটি গুণ বেশী সুখদায়ক এমন যে আনন্দ তাতে তারা ডুবে থাকে। ব্রহ্ম আনন্দের স্বরূপ। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। বিষয়-ভোগের যে আনন্দ তা ব্রহ্মানন্দের এক কণিকামাত্র। যদি বল সমাধি হলে ভোগেচ্ছা কি হবে না? না, কেননা ব্রহ্মানন্দ ভোগের পর এমন কী আছে যা তখন ভোগ করতে বাকী থাকে? যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ তাহলেই দেখ গুরুতর দুঃখেও কাতর হবে না এমন সুখ সংসারে কোথায়? নিত্যানিত্য বস্তু বিচার—এ সব তো সংসারাসক্ত লোকে করতে পারে না। তারা অবিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে আছে। আর অর্থলোভ, স্বর্গাদি লোকের কি পার্থিব লোকের সর্ব্ববিধ কামনা যিনি পরিত্যাগ করেছেন তিনি সন্ন্যাসী। তিনিই আত্মারাম, আত্মক্রীড—স্থিতপ্রজ্ঞ। আত্মাতেই তিনি আনন্দ পান।

তারপর এখানে একটা কথা আছে—'মনোগতান্।' তা দেখা যাক্ কাম ক্রোধ প্রভৃতি এ সব কি আত্মার? তা যদি হয় সে সব ত্যাগ করবে কি ক'রে? কারণ আত্মার যা প্রকৃত স্বরূপ তা যদি ত্যাগ কর তা হলে তো suicide (আত্মবিনাশ) করা হলো—আত্মাকে মেরে ফেলা হলো। এই কি আমাদের করতে হবে? ধর

অগ্নির কথা। তার দাহিকা শক্তিকে ছেড়ে দিলে অগ্নি কি থাকে? তাই দেখো বলা হয়েছে 'মনোগতান্' অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম। আত্মা মন থেকে ভিন্ন। তাতে কামনা নেই, দ্বেষ নেই। কাজেই এগুলি ত্যাগ করলেও আত্মার ক্ষতি হয় না। আত্মার অস্তিত্ব এ সব থেকে আলাদা। সাধারণ অবস্থায় মানুষ মনের সঙ্গে জড়িত। মনে যে তরঙ্গ উঠছে আমি যেন সেই তরঙ্গের সহিত অভিন্ন এই সে ভ্রম করে। মনটাই যেন আত্মা এই যে বোধ—এ অবিদ্যার কার্য্য। একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের কাছে লাল জবা রাখলে স্ফটিকটা লালই দেখায়। বালক দেখে মনে করে স্ফটিকটাই বুঝি লাল। তাই ঠিক ঠিক জানতে হলে জবাটা সরিয়ে দিতে হবে কিম্বা স্ফটিকটাকে আলাদা করতে হবে। আত্মার স্বভাব স্ফটিকের মতন। জবারূপ মনের জন্তেই নানা রঙ তাতে আছে মনে হয়। কখনো লাল, কখনো হলদে ইত্যাদি। অজ্ঞানী মনে করে এ-ই আত্মার ধর্ম্ম। একটু কাম হলো তা কামময় হয়ে গেল। কিন্তু কাম তো মনেরই একটা বৃত্তি মাত্র। আমি যে তা থেকে আলাদা এ ভুলেই গেল। তাই সাধন করতে হবে। তখন মনের এই সব বৃত্তিকে সরিয়ে দিয়ে আত্মার স্বরূপ দেখতে পাবে। একবার দেখলে আর ভুলবে না। তাই সাধন করা মানেই হচ্ছে এই সব বৃত্তি থেকে আত্মাকে আলাদা করা।

ত্যাগ অর্থাৎ তুচ্ছ জ্ঞান করা। কিন্তু এ হতেই পারে না যতক্ষণ না তুমি ব্রহ্মানন্দ পেয়েছ। কাজেই যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছেন সেই এক স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই তুচ্ছং ব্রহ্মপদম্ করতে পারেন। তিনিই তখন যথার্থ সন্ন্যাসী—সংসারের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ তাঁর কাছে নীরস হয়ে গেছে। তিনি তখন যা ত্যাগ করেছেন তার জন্তে আর লালায়িত হন না।

দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে নিলে বাহুজ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে হয়। এ আমরা ঠাকুরের হতে দেখেছি। চোখ হয়তো খোলা আছে তাতে আঙুল দিলেও পাতা পড়ে না। মন নিশ্চল হলেই শরীর জড় হয়ে গেল।' এই যে সব ব্যাপার এ ঠাকুর দেখিয়ে শেখালেন—ব্যাখ্যা করেন নি। প্রত্যক্ষ দেখেছি হাত অসাড় হয়ে গেছে—সব যেন stiff (অনড়)। কি কঠোর তপস্যাই না তিনি করেছিলেন! সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া নেই, স্থিরভাবে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই রকম কত সাধনই তিনি করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে দিনরাতই ভাবের ঘোরে থাকতেন। তখন এক সাধু এসে রুল দিয়ে খুব মেরে মেরে একটু জ্ঞান করাতো। আর সেই অবসরে হৃদয় জোর ক'রে কিছু খাইয়ে দিত। আঘাত বন্ধ হলেই আবার সেই অবস্থা। সে যে কী—বারো বছর ঘুমোন নি, চোখের পাতা পড়ে নি। এ অবস্থায় খুব কম সাধকই যেতে পারে। পরে তিনি বলতেন 'ওরে সে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। দিখিদিক জ্ঞান ছিল না।' তখন আমরা বুঝতে পারতুম না—অবাক হয়ে থাকতুম। এখন সব বুঝতে পারছি। দেহ থেকে আত্মা একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন—disembodied spirit। তাই এই বিদেহ অবস্থাতেও যাদের দেহ থাকে এমন মহাপুরুষ খুব কম। এক যুগাবতারেই এ সব সম্ভব। চৈতন্যদেবেরও এই রকম হতো—তখন বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। তা ঠাকুর ভূয়োভূয়ঃ বলেছিলেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনিই রাম, যিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এসেছিলেন তিনিই এবার রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। একথা বলায় তাঁর অন্য আর কি স্বার্থ থাকতে পারে'? তিনি তো আর পাগল ছিলেন না। যেমন মহাভক্ত তেমনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী ছিলেন। সত্য ব'লে না জানলে কখনো কি বলতেন? উত্তর-পশ্চিম দিক দেখিয়ে

আবার আসতে হবে বলেছিলেন। তারপর যেমন এই পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদ আছে তেমনি তাঁর প্রিয় ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে আছে। পাঁচ ছ'শো বছর পরে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আবার আসবেন।

'কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্'—সকল অবস্থাতেই তখন ভগবানের কথা। ঠাকুর বলতেন, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কইলে মুখ পুড়ে যায়। তাই পরে যে সব ত্যাগী ভক্তরা তাঁর কাছে এসেছিল তাদের জন্মে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতেন—ওরে তোরা কোথায় আছিস আয়। পরে তারা আসতে আরম্ভ করলে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনে আনন্দ পেতেন। সাধারণ লোকে এ সব কি ক'রে বুঝবে? তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে দেখেও সংসারীরা বোঝেনি। গলায় অসুখ হলো, তবুও ভগবানের কথা! যার নামে পাগল! কী সুমধুর কণ্ঠ আর কী ভাবেরই সহিত গাইতেন! নাচই বা কি সুন্দর ছিল! যেন মত্ত সিংহের মতন নাচতেন! একবার রামবাবুর বাড়ীতে এই নাচের সময় গিরিশবাবুর ভারী ইচ্ছা হয় তাঁর পা ছোঁবার জন্মে। ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু উঠে গিয়ে পায়ে পড়তে পারছিলেন না। ঠাকুর ক্রমে ক্রমে নাচতে নাচতে তাঁর সামনে এসে পড়া মাত্রই গিরিশবাবু তখন জোড় হাত ক'রে প্রণাম করলেন। আমরা কিন্তু তখন এ সব জানতুম না। এদিকে ঠিক সাধারণ লোকের মতন থাকতেন কিন্তু রাতদিন এক ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া কিছুই করতেন না।

আর একটা আশ্চর্য্য দেখেছি—কখন 'আমি' বলতেন না। তাই বলতেন—মুক্তি হবে কবে 'আমি' যাবে যবে। দেহটাকে খোল বলতেন—আর বলতেন, এই খোলের ভিতর মা কালী আছেন। আবার এত ভাব কিন্তু বটুয়া কি গামছা কখনও কোথাও ফেলেন নি। এদিকে সংসারেরও জ্ঞান ছিল। আমাদের বাজার করা শেখাতেন।

আবার সংসারী লোকের নকলও করতেন। এদিকে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু ভিতরে পুরো জ্ঞান ছিল। মহা মহা পণ্ডিতও কাবু হয়ে যেত। বলতেন—মা জুগিয়ে দেয়। আর অনর্গল ব'লে যেতেন যেন স্রোত ব'য়ে যেত। যে সব কথা বলতেন সে কারুর নকল নয়। একেবারে নতুন। আর সাধারণ সব উপমা দিয়ে গভীর তত্ত্ব বোঝাতেন।

রবিবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 18, 1924)

★ আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি। মহারাজ নিজে আজ পূজা করলেন। আমরা সকলেই পুষ্পাঞ্জলি দিই। এই উৎসবের পর একদিন সকাল বেলা দেবেন (স্বামী বেদানন্দ) আর আমি মহারাজকে তাঁর ঘরে প্রণাম করতে গেছি। সাধন ভজনের প্রসঙ্গ উঠায় মহারাজ হৃষীকেশে tiger-grass (ফুস্ ঘাস) দিয়ে ঝুপড়ি তৈরী ক'রে তার ভিতরে ব'সে ধ্যান করার কথার পর বললেন—তখন ধনরাজ গিরির কাছে বেদান্ত পড়তুম। তা আমার চ'লে আসবার পর স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর কাছে আমার কথা বলাতে ধনরাজ গিরি বলেছিলেন, অভেদানন্দ স্বামী ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা !

তারপর কলকাতায় গোলমালের মধ্যে থাকা আমাদের ভাল লাগে না শুনে তিনি বলতে লাগলেন—দেখ এখানে ভাল লাগছে না বলছ কিন্তু অন্য জায়গায় গিয়েও হয়তো আবার নতুন বিপদ আসতে পারে। এই ধর যে সব চিন্তা এখন হয় না' এমন অনেক ভাব মনে উঠবে। আর তাতে অস্থির ক'রে তুলবে। কেননা এই মন নিয়েই তো তুমি সেখানে যাবে। তাই বলছি এইখান থেকেই সাধন করতে

চেষ্টা কর। এখানে আমার কাছে আছ—এটাকে fort (দুর্গ) মনে ক'রে এখান থেকেই লেগে যাও।

এই চারিদিকে শব্দ বলছ সে সব থেকে মন সরিয়ে আনো। এ সব তো মনেই শোনো। মন বাহিরের দিকে চ'লে যাচ্ছে তাকে ধ'রে ধ'রে টেনে নিয়ে এসো। কি অন্য রকম চিন্তা হচ্ছে তখন বিচার করবে। একেই সাধনা বলে। তা এই রকম কর দিখিনি। তাতে কি হবে জানো? এই রকম করতে করতে একদিন হঠাৎ শব্দ টব্দ আর শুনতে পাবে না। একেবারে স্থির হয়ে যাবে। হঠাৎ এসে গেল। আর এ ভিতর থেকেই আসবে। হঠাৎ এসে যাবে। এ কেমন জানো? যেমন ধর সাইকেল চড়া। এই আমি সাতদিন ধ'রে লণ্ডনে balance (তাল) রাখবার চেষ্টা করছি—পারছি না। তারপর একদিন হঠাৎ চেষ্টা করতে করতে হয়ে গেল। আর সেইদিনই একেবারে চার মাইল সাইকেলে চ'লে গেলুম। কিম্বা এই সাঁতার কাটা ধর। প্রথম প্রথম হাত পা ছুঁড়ছে কিন্তু পারছে না। ডুবে গিয়ে জল খেয়ে ফেলছে। তারপর একদিন হঠাৎ শিখে ফেললে। তেমনি আর কি। কিন্তু এই যে ফস্ ক'রে হঠাৎ হয়ে যায় এ কবে হবে তা বলা যায় না—কালেনাত্মনি বিন্দতি।

কি জানো মনের উপর control (সংযম) চাই। Self-denial—deny yourself. এই ধর যা খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে তা অপরকে বিলিয়ে দেবে। আর রাতদিন বিচার করবে। 'অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুর্ব্যাপ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্। ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥'—এই ধ্যান কর। তা নইলে কবে নদীর ধার পাবে, সব সুবিধে হবে তখন করবে—এ করলে কিছু হবে না। যা করবে এখনই আরম্ভ কর।

বিষয়—রাজযোগ

বুধবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 21, 1924)

ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসাতে যে nervous irritation (স্নায়বিক উত্তেজনা) হয় তখনকার pleasant sensation-এর (আরাম বোধ হওয়ার) সে অবস্থাটাকেই সুখ বলে। তবে ভগবানকে পাওয়ায় যে আনন্দ এ তা নয়। চৈতন্যকে অবিদ্যা ঘিরে আছে ব'লেই সে মহা আনন্দের অধিকারী আমরা হতে পারছি না। খালি আমাদের শাস্ত্রে এ সব কথা আছে ব'লে কি হবে?

তা ছাড়া আর একটা কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে আমাদের মতে যেমন আমাদের শাস্ত্রই ভগবানের বাণী তেমনি অন্য ধর্মের লোকও তাদের শাস্ত্রকে সেই রকম বলে। আমাদের মতে বেদ অপৌরুষেয়। বাইবেল খৃষ্টানদের মতে Word of God—revelation (স্বতঃপ্রকাশিত ঈশ্বরের বাণী)। পার্শীদের তেমনি জেন্দাবেস্তা, মুসলমানদের কোরাণ।

আবার দেখ সুফী ব'লে এক সম্প্রদায় আছে। তাঁরা কোরাণের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। শাদী, হাফেজ, রুমি প্রভৃতি বড় বড় কবি ওদের মধ্যে জন্মে গেছেন। এঁদের অনেকে এখনও এই সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় আছেন। এঁদের ভারী উদার ভাব—কোন রকম সঙ্কীর্ণতা নেই। এঁরা সব অদ্বৈতবাদী। ভালবাসা—প্রেমের পথ দিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন। এঁরা বলেন 'আনাল্ হক্' অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর। অপরে এঁদের কথা শুনে চটে যায়, বলে—ঈশ্বরের সঙ্গে সমান অধিকার? এ কী? সুফীরা কিন্তু বলেন—আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই আমরা সবাই সেই এক।

হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টান এই তিন জনের ঠিক তিন রকম মত। তা কোন মতই বা ঠিক কি-ই বা ঠিক নয় জানতে হলে এমন একজন লোক চাই যিনি তিনটী পথ দিয়েই গেছেন। সে এই ভগবান রামকৃষ্ণ। তিনি এই সব পথ দিয়ে সাধনা ক'রে বলেছেন সবই এক জায়গায় গেছে। একটী পথ দিয়েই যে সবাইকে যেতে হবে তার কোন মানে নেই। এই ভাব যদি সবাই নেয় তাহলেই ঠিক ঠিক একতা হবে। সব ভাই ভাই হাতে হাত দিয়ে সেই এক আনন্দময় ধামে পৌঁছুবে। এই রকম ভাবের একটী ছবি সুরেশ মিত্র তৈরী করিয়েছিলেন। তার ভিতর ভিন্ন ভিন্ন মন্দির আর এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মহাপুরুষ আছেন—ঠাকুর সেই সব কেশব সেনকে অর্দ্ধ-সমাধির অবস্থায় হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন। তা এই যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এই আমাদের সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ ভাব।

তারপর আমাদের যা কথা হচ্ছিল তাই হোক। এই রাজযোগের দ্বারা শরীর থেকে আত্মাকে আলাদা করা যায়—এই যেমন ঠাকুর করতেন। আবার এই দেহ চ'লে গেলে সূক্ষ্মশরীর থাকে—তাকে ethereal body বলে। সেটা এই দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে চ'লে যেতে পারে। এই ভাবে আমি বলরাম বাবুকে দেখি। কি এই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের যখন দেহ যায় মাকে খবর দেওয়া হলে তিনি এসে 'মা তুই কোথা গেলি গো' এই ব'লে কাঁদেন। দেখ কী ভাব! স্বামী স্ত্রীকে মা বলেন আর স্ত্রীও স্বামীকে মা ব'লে জানেন। যাক্, তারপর যখন শ্রীমা বিধবা বেশ পরবার জন্যে হাতের বালা ভাঙ্গতে গেলেন তখন ঠাকুর তাঁর সামনে এসে বললেন—কেন, এইতো আমি রয়েছি। বালা আর ভাঙ্গা হলো না। তাই মায়ের ওই ছবি দেখ না—হাতে বালা রয়েছে, লাল পেড়ে কাপড়।

তা দেখ আগে একটু নিজে চেষ্টা কর। কোন গুরু ঠিক ক'রে তাঁর উপদেশ নিয়ে রোজ একটু ক'রে বসতে হবে। এই রকম ধ্যান করতে করতে হয়তো বা স্পষ্ট দেখতে পাবে তোমারই সামনে তোমারই আর একটা মূর্ত্তি রয়েছে। কিম্বা এই মন ব'সে গেলে পরের মনে কী হচ্ছে ব'লে দিতে পারবে। লণ্ডনের খবর যখন এখানে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তখন মনের দ্বারা তা হবে না? তা দেখ সকলেরই উচিত একটু একটু ক'রে যোগ করা—যোগ অর্থাৎ মনোযোগ।

বৃহস্পতিবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 22, 1924)

★ আশ্রমের স্থায়ী ভবন এই সময় ছিল না। সেই জন্যে অনেকে প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করাতে মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলেন—আগে নিজেকে গ'ড়ে তোল। দেখ খালি 'বাড়ী বাড়ী' ক'রো না। সব হবে। গোলমাল বলছ, শব্দই কি আছে? তা তুমি মনটাকে ওসব বাহিরের জিনিষ থেকে তুলে নিয়ে অন্তর্মুখী কর দেখি। এই প্রত্যাহার। তখন এই রাস্তায় ব'সে ধ্যান করতে পারবে।

রাত্রিবেলায় মহারাজ কথায় কথায় বললেন—ভাষ্য প্রভৃতিও পড়া দরকার। একটা line of thought (চিন্তার সূত্র) হয়। তবে কি জানো—You must think for yourself (নিজে চিন্তা করবে)। নিজে ধ্যান করতে হবে। আর keep your mind open to Truth with a recipient attitude and with a firm faith that it shall come to you (সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে তাকে পাবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে চিত্তকে উন্মুখ ক'রে রাখ)। 'Ask, and it shall be

given you ; seek, and ye shall find ; knock, and it shall be opened unto you, (সত্যকে পাবার জন্তে অভিলাষ কর সত্যকে তুমি পাবে। আঘাত কর দ্বার উন্মুক্ত হবে)।

You have infinite potentiality and infinite possibilities (অনন্ত শক্তি তোমার মধ্যে নিহিত আছে)। সব coiled up (সঙ্কুচিত) হয়ে আছে—কুণ্ডলিনী শক্তি। যেন একটা spring box (স্প্রিংএর বাক্স), খুলে গেলে হুস্ ক'রে সবটাই খুলে যায়। মনকে খুব busy (কর্ম্মরত) রাখবে। দেখ না আমি সদাসর্ব্বদাই কাজ করছি। খুব activity (কর্ম্মশক্তি) চাই।

বিষয়—গীতা

শনিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 24, 1924)

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

সাধারণ লোকের মধ্যে রাগ, ভয়, ক্রোধ সবই আছে। এই সমস্তগুলির বিপরীত ভাব আনতে হবে। উদ্বেগ মনের একটা অবস্থা। যে ঈশ্বরের উপর সব নির্ভর করেছে সে দুঃখকে বরণ করে। যারা পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করে তারা জানে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ হয়। তাতে সুখও দেয় আবার দুঃখও হয়। তবে দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হলেই এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠে। ওদিকে আবার সুখ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের

মনে একটা ভয় আসে পাছে ভোগ বন্ধ হয়ে যায়। এইরূপে মনে আর একটা বিকার হয়।

তারপর দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা মৃত্যুভয় আসে। দেহে আসক্তি আছে ব'লেই তা ছাড়তে ভয় করে। দেহের যখন জন্ম আছে তখন তার মৃত্যুও আছে। আত্মার উৎপত্তি নেই তাই নাশও নেই। কাজেই দেহ অনিত্য—আত্মাই নিত্য। এই সব বিচার তো সবাই করে না। আবার রাগ প্রতিহত হলে ক্রোধ হয়। সকল ঘটনার মধ্যে মনকে অচল অটল রাখবে। বিচলিত হবে না। এমনি অবস্থা করতে হবে।

শুধু গেরুয়া পরা নয়, সমস্ত ভোগের বাসনা যাঁর ত্যাগ হয়েছে তিনিই সন্ন্যাসী—স্থিতধীঃ। এমনি একটী দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি। সে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানের—ত্যাগের পরাকাষ্ঠার আদর্শ। তাঁকে দুঃখেতে দেখেছি শরীরে অত্যন্ত কষ্ট অথচ সমস্ত মনপ্রাণ ভগবানে ঢেলে দিয়ে আছেন। ভোগের বাসনা ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই মহাত্যাগী। একবার আমায় উপদেশ দিচ্ছেন তখন গলায় অসুখ। দেখে আমি বললুম—এখন থাক্, কথা কইবেন না। অসুখ আবার বাড়বে। তিনি শুনে বললেন—ওরে এ কি বলছিস্, তোদের একটারও যদি আমার উপদেশে একটু ভাল হয় তবে এমন বিশ হাজার শরীর দিতে পারি। এতো তুচ্ছ, এতে কি আমার মন আছে? আমরা জিজ্ঞাসা করতুম—সমাধি কেমন? অমনি সমাধি হয়ে গেল। শরীর থেকে আত্মা একেবারে আলাদা ক'রে ফেললেন।

আত্মাই যন্ত্রী, শরীর তো যন্ত্র মাত্র। সাধারণে মনে করে দেহ ছাড়া বুঝি কিছু নেই। কিন্তু আত্মাই চালাচ্ছে। ঐই আত্মা শরীরের বাহিরে আবার ভিতরেও। যেমন দেখ হার্মোনিয়ম। বালকে মনে করে যন্ত্রের ভিতর যেন গান ভরা আছে। সেইখান থেকে বেরুচ্ছে।

হাত দিয়ে বার করছে। কিন্তু তাই কি? ওটাতো যন্ত্র—জড়। ওর মন নেই। যে বাজাচ্ছে তারই মনে গান আছে। আত্মা যেন overshadow করছে—আবার nervous system-এর (দেহের) মধ্যেও বটে।

সাধনা ক'রে জ্ঞান হলে এই জীবিতকালেই শরীরটাকে জামার মতন জেনে ফেলে দিতে পারে। তাই মৃত্যুভয় থাকে না। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥' গীতার এই একটী শ্লোক বুঝলে মুক্তপুরুষ হয়ে যাওয়া যায়। তবে অনেক সাধনা চাই। বলে 'আমার ছেলে, আমার স্ত্রী।' তোমার স্ত্রী কি তোমার? আত্মার স্ত্রী হতে পারে না। কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ পশু হয়ে আছে। তাই উদ্ধারের জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সমস্ত জগৎকে দিচ্ছেন।

আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা সে কামগন্ধহীন। কিন্তু সে কোথায়? তাইতো বিয়ে করে কামের জন্যে। কিন্তু ঠাকুর বিয়ে করলেন, দৈহিক সম্বন্ধ রাখলেন না। চৈতন্যদেব স্ত্রী ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর তবে ত্যাগ করলেন না—তাঁর সেবা নিলেন এবং তাঁকে মা বললেন। এই কাম ক্রোধের যুগে এ নতুন।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

প্রত্যেকেই আপনাকে সবচেয়ে ভালবাসে। তারপর 'আমি' জিনিষটাকে যে সুখী করে তাকে ভালবাসে। আবার ভোগের সময় দেহের একটা সুখ হয় তাই ভোগ চায়। তা love of Self (আত্মার

প্রতি অনুরাগ) হচ্ছে মূলে। কিন্তু বিকৃত হয়ে বাস্তবিক দাঁড়িয়েছে love of body-তে (দৈহিক আসক্তিতে)। আর হয়তো এটা বিকৃত হয়ে আরও খানিকদূর জগতে নেমেছে। কিন্তু তা হলে হবে না। এই গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এই ভালবাসা আরও বাড়াতে হবে—এমন কি কীট পতঙ্গ জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত। তখনই বিরাট পুরুষের সহিত সাধক অভিন্ন হয়। এই বুদ্ধ কি যীশুখৃষ্টের মানুষের প্রতি এমন কি পশুকে পর্য্যন্ত ভালবাসা দেখ। তারপর আবার দেখ ঠাকুর ঘাসের মধ্যেও নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। সব আপনার ক'রে নিলেন। অখণ্ডকে খণ্ড ক'রে দেখলেই দুঃখের আরম্ভ হয়। সাধনা দ্বারা অখণ্ডকে অখণ্ডভাবে দেখতে পারলে সাধক তখনই জীবন্মুক্ত হয়।

শুভ অশুভ সকল অবস্থাতেই যিনি অবিচলিত থাকতে পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ। তবে কি কাঠের মতন জড় হয়ে যাবো? তা কেন? সুখ দুঃখের অতীত হতে হবে। এটাতে সুখ হয়, এটাতে দুঃখ হয় এ সব সে জানে। অথচ সেগুলিকে দাবিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁসের গায়ে কি পদ্মপত্রে জল দিলে যেমন দাঁড়ায় না তেমনি সংসারে থাকো কিন্তু লিপ্ত হয়ো না। সাধারণে কাম ক্রোধের দাস হয়ে আছে। তা কেন, সে-ই তো প্রভু—কাম ক্রোধ তো তারই দাস। তাদের দাবিয়ে রেখে সকল অবস্থায় অচল অটল সুমেরুবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

বুধবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 28, 1924)

যেমন রোগ, তার কারণ, তা থেকে মুক্তি এবং এই মুক্তির উপায় আছে তেমনি এই সংসার, তার কারণ, মোক্ষলাভ এবং মোক্ষের

উপায় এগুলি যা আছে জানতে হবে। অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখের হেতু, দুঃখের নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ আর তার উপায়। এই দুঃখের কারণ কি? অবিদ্যা। তা অনাত্মে অনাত্ম বুদ্ধি, অশুচিতে অশুচি বুদ্ধি এবং অনিত্যে অনিত্য বুদ্ধি আনতে পারলে এ সংসার থাকে না। এই কারণ জানবার জন্যে বুদ্ধদেব তপস্যা করলেন। শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত করলেন—অবিদ্যাই মূল। বুদ্ধদেবকে যে নাস্তিক বলা হয় তা তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন নি ব'লে নয় কিন্তু বেদ তিনি মানতেন না ব'লে। কপিল তো ঈশ্বর উড়িয়ে দিয়েছেন তবু তিনি নাস্তিক ন'ন। তা এ সব দেশেই আছে। ওদের দেশেও বাইবেলের বিরুদ্ধে কিছু বললে তখন সব ভয়ানক অত্যাচার করতো।

স্বাধীন চিন্তা না থাকাতে চারিদিকে নানা কুসংস্কার ঘিরে ফেলেছে। একজন যেমন ক'রে 'ক' লিখে গেছে অপরে সবাই তেমনি ক'রে তার উপর দাগা বুলুচ্ছে। তা নইলে দেখনা কোথায় পাঁচ হাজার বছর আগে কোন এক ঋষি কি একটু করেছিল তার ফলে তার বংশধর ব'লে ধ'রে কাউকে কাউকে এখনো অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে সমস্ত কুসংস্কাররূপ জঙ্গলের ঝাড় উজাড় ক'রে দাও। জন্মগত জাতিভেদ বর্ত্তমানে কি ক'রে চলবে? গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতির ভেদ করতে হবে। যেমন গীতায় আছে—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। তা কার কি রকম গুণ এবং কে কি কর্ম্মের অধিকারী জানতে হলে শিক্ষা না দিলে কি ক'রে বুঝবে? যে হয়তো ভাল কিছু তৈরী করলে সে কারিগর হলো। তা নয় তো আকাশ থেকে কি আর সে নামে? তেমনি ধ্যান ধারণা তপস্যায় যারা লিপ্ত থাকবে তারাই হবে ব্রাহ্মণ। আর যাদের বীর্য্য শৌর্য্য তেজ প্রভৃতি গুণ

থাকবে তারা ক্ষত্রিয় হবে। এই রকম ক'রে নতুন জাতি গ'ড়ে উঠবে।

বিষয়—গীতা

শনিবার : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ (May 31, 1924)

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

এ আমরা ঠাকুরের মধ্যে দেখেছি। সদা সর্ব্বদা ছেলেমানুষের মতন থাকতেন। কেউ এলো তো কাপড় বগলে ক'রে নিয়ে চললেন। মনে কাম ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। একবার মথুরবাবু তাঁকে একখানি দামী শাল দেন। তিনি শালটা গায়ে দিয়ে দেখলেন এতে ধুলো লাগে ব'লে যেখানে সেখানে বসা যায় না। তখন এতে মনের বন্ধন উপস্থিত করে দেখে তিনি শালটা নিয়ে ধুলোয় ঘষতে লাগলেন আর থু থু করতে লাগলেন। তা দেখ ভগবানের দিকে যার মন গিয়েছে এ সব তার কি হবে? তা নইলে সাংসারিক বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। সাধারণ লোকে রাজা জনকের দৃষ্টান্ত দেয়। তিনি কিন্তু আগে অনেক তপস্যা করেছিলেন তার পরে অনাসক্তভাবে সংসার করেন। অনেক তপস্যা না করলে জনক রাজা হওয়া যায় না। যে সে জনক রাজা হতে পারে না। ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মরা জনক রাজার দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি হেসে বলতেন—তপস্যা ক'রে ইন্দ্রিয় জয় কর। মন সংযত

কর। শুধু দৃষ্টান্ত দেখালে কি হবে? সাধন করতে গেলে প্রথম প্রথম একটু নির্জ্জনে বসতে হবে—তাঁর ধ্যান নাম গুণগান করতে হবে। তখন একটু শক্তি আসবে।

আগে প্রত্যাহার। প্রত্যাহার না করলে ধারণা ধ্যান হয় না। এই গোলমাল থেকে মন সরিয়ে এমন একটা জায়গায় তুলে দাও যেখানে এ সব শব্দ পৌঁছোয় না। এই ধর আমি যা বলছি তাই শুনে বুঝছ। কিন্তু এদিকে রাস্তায় কত গোলমাল হচ্ছে। সে সবও কাণে ঢুকছে বটে কিন্তু আমার কথায় মন না দিলে মর্ম্মজ্ঞান হবে না। ওদিককার অন্য সব নানা রকম শব্দ থেকে মনকে টেনে নিয়ে এসে আমি যা বলছি বুঝছ। এতেই প্রত্যাহার হয়ে যাচ্ছে—তবে অজ্ঞাতসারে। আর এইটেই জেনে করলে অনেক ফল হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে মনকে আলাদা ক'রে মনোযোগ অভ্যাস করে। তখন অন্য শব্দ গেলেও কিছুই বোধ হয় না। তাই ষোলআনা মন ইষ্টদেবে দিলে ঠিক ঠিক প্রত্যাহার হয়। তখন শরীরে মন থাকে না। কাজেই মশা কামড়ালে জানা যায় না। ঠাণ্ডা হাওয়া গরম হাওয়া বোধ হয় না।

এই রকম আমরা ক'রে দেখেছি। দশ বার বছর নিঃসম্বলে কাটিয়েছি। এখান থেকে কেমন ক'রে হরিদ্বারে গেলুম সেকথা একদিন বলেছি। সেখান থেকে হৃষীকেশ ও বদরিকাশ্রমে যাই। তারপর বদরিকাশ্রম দর্শন ক'রে কেদারনাথের দিকে যাত্রা করি। মন্দাকিনীর উপর বরফের পোল দিয়ে হেঁটে গেলুম—পা অসাড় হয়ে যায়। তিন পা গিয়ে পাঁচ মিনিট জিরুতে হয়। সেখানে rarefied air (হাল্‌কা বাতাস) কি না। Atmospheric pressure (বায়ুর চাপ) কম। Sea level-এর (সমুদ্রের সমানস্তরের) বাতাস সেবন ক'রে ক'রে ওখানে গিয়ে মনে হয় যেন সম্পূর্ণরূপে নিঃশ্বাস নেওয়া হয় নি। হাঁপ ধরে।

পাণ্ডারা বরফ কেটে কেদারনাথের মন্দিরে যেতে দিলে। সেখানে আগুন কোথা—ওখানে তো গাছ নেই। তবে ভূর্জ্জিপত্র গাছের ছোট ছোট ডাল নীচে থেকে নিয়ে এসে পাণ্ডারা আঁটি ক'রে ক'রে বিক্রী করে। সে আর কোঁথা পাবো—পয়সা তো নেই। ওদিকে আবার টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে। মোটে একখানা কম্বল। তার আধখানা পেতেছি আর আধখানা গায়ে দিয়েছি—হাঁটুতে ক'রে বুক চেপে গরম রেখে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম। পেটেও কিছু নেই। Mountain sickness (শৈলপীড়া) হয়। সে আবার খালি পেটেই বেশী হয়। কি করবো, তিনবার বমি এলো। কিন্তু তিনবারই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে ধ্যান ক'রে ওর spell (প্রকোপ) ভেঙ্গে দিলুম। ধ্যান করলুম—শরীর গরম হয়ে গেল।

তাহলে দেখ শীত গ্রীষ্ম সকল অবস্থাতেই মন একভাবে রাখতে হবে। শরীর থেকে মন তুলে নিলে গায়ে সাপ উঠলেও জানতে পারা যায় না। আমাদের শিবের গায়ে সাপ রয়েছে কিন্তু কামড়ায় না। শিবের মনে ভয় নেই তাই। সাপে telepathically (মনে মনে) আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারে। তাই অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্যেই দংশন করে। পশুদেরও মন আছে। তাই ওরা telepathically হিংসা টের পায়। তোমার মনের হিংসা ওরা জানতে পারে। তাই দেখনা হৃষীকেশে গঙ্গায় মাছ মানুষকে ভয় করে না। Arctic regions-এ (উত্তর মেরু প্রদেশে) মানুষ যখন প্রথম গেছে তখন সব polar bear (উত্তর মেরুর ভাল্লুক) মানুষ দেখতে আসে। মনে করলে এ কোন দেশী জানোয়ার! পাখীরা সব ঘিরে বসে।

তবে কি জানো কায়েন মনসা বাচা যদি সর্ব্বভূতে হিংসা ত্যাগ করতে পারা যায় তাহলে তোমার কোন শত্রুই থাকতে পারে না।

'অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।' যোগীদের মধ্যেও খুব কমই পারে। এই হচ্ছে highest ideal (সর্ব্বোচ্চ আদর্শ)। সাধারণ একটু গালাগালি লোকে সহ্য করতে পারে না। তবে এই গালাগালির মানে নিচ্ছি ব'লেই আমাদের কাছে এর মানে আছে। French-এ (ফরাসী ভাষায়) দিলে কোন রাগ হলো না কিন্তু হয়তো খুব শক্ত গালাগালি দিয়েছে। Words are nothing but mere vibrations of air (কথা আর কি বায়ুর কম্পন মাত্র)—এই ব'লে বিচার ক'রে উড়িয়ে দাও তাহলে ক্রোধের তরঙ্গ শান্ত হবে।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। আর ঠাকুর এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁর কাছে মা ছিল। সবাই মা—আদ্যাশক্তি। এই মেছোবাজার দিয়ে গাড়ী ক'রে যাবার সময় বারাঙ্গনাদের দেখে তাদের সব মা ব'লে প্রণাম করতেন। কাঞ্চনত্যাগও তিনি করেছিলেন। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' বিচার ক'রে দুটোই এক জ্ঞানে জলে ফেলে দেন। সত্যিই দেখ টাকা তো means of exchange (বিনিময়ের উপায়) মাত্র। এর value (দাম) দিচ্ছি ব'লেই আমাদের কাছে এর একটা value (দাম) আছে। সোণার কথাই ধর। সোণা যদি লোহার মতন সুলভ হতো তাহলে কি আর এর এত কদর থাকতো? তারপর দেখ এই মাছের আঁস থেকে কলে ক'রে মুক্তা তৈরী করছে। আর তার বেশ perfect shape (নিখুঁত গড়ন) হয়। যেমন size (আকার) চাও তেমনি পাবে। আদতে কিন্তু তা মাছের আঁস মাত্র। তা এর এত দাম কে দিলে? মানুষই দিয়েছে। বাস্তবিক এই রকম বিচার ক'রে দেখলে টাকার উপর আসক্তি কমে যায়। আর তখন সংসার থেকে ভগবানের দিকে মন দিতে পারা যায়।

তা দেখ যে যা চায়, যে যা ভালবাসে সে তাই পাবে। সংসারের সুখ চায় সংসারের সুখ পাবে। ভগবানকে চায় ভগবানকেই পাবে। বিষয় চায় বিষয় পাবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আকাশ থেকে ভগবান আমাদের সব কামনার ফল ঝুপ ঝুপ ক'রে ফেলে দেন। তা নয়। সব নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারেই সব হয়। কি জানো কামনার আকর্ষণী শক্তি আছে। তাতেই তুমি যেটি চাও তাই পাবে। স্বাস্থ্য চাও তাই পাবে। তবে যে সব পাও নি সেখানে ঠিক ঠিক ইচ্ছা করতে পার নি তাই পাও নি।* যোলআনা মন দিয়ে কর ঠিক পাবে। তখন যা ইচ্ছে করবে তাই পাবে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। তাই যে বিষয়ে মন দিয়েছে সে কি ভগবানকে পাবে? তার কাছ থেকে ভগবান অনেক দূরে। তাই ছেলেবেলা থেকেই চেষ্টা কর—বিচার কর জীবনের উদ্দেশ্য কি। ছেলেবেলায় মনের অভ্যাস ক'রে দিলে বড় হলে সেই দিকেই যায়।

মেয়েদের আমরা দোষ দিই। কিন্তু ঘোমটা টেনে ওদের এমন ক'রে ঘরের ভিতর বন্ধ ক'রে রেখেছে যে গায়ে যেন হাওয়া লাগতে না পারে। বাড়ীগুলো যেন বাঘের খাঁচা। বলে পাশববৃত্তি দমন করতে হবে। আরে পশুরাও কখন এমন করে না। একে পাশববৃত্তি বললে পশুকেও অপমান করা হয়। অন্য জাতের যা ভাল গুণ আছে

* These desires we may mistake for prayer and these verbal expressions of our desires, we may say, have been heard by God. But the thing is, if we want anything, that demand will bring the result by the law of demand and supply.

Swami Abhedananda, The Path of Realization, p. 139.

তা চোখে দেখ এবং তাই নাও। ওরা (পাশ্চাত্যেরা) বলে ... তোমাদের শাস্ত্রে সব আছে কিন্তু আমরা করছি। দেখনা গীতায় যা আছে ওরা তাই করছে। আর আমরা কি করছি ? ও-সমুদ্রে এই ভাল কথা আছে কিন্তু আমরা তা করি নি। কত বড় লজ্জার কথা। কেন ক'রে দেখ না। কে আর বারণ করেছে ?

তা যাক্ এখন আমাদের কথা হচ্ছে কূর্ম যেমন আপনার শরীর সঙ্কুচিত করতে পারে তেমনি ভোগের বিষয় সামনে থাকাতেও যিনি ইন্দ্রিয় দমন করতে পারেন তিনিই যোগী—তা তিনি জঙ্গলেই আর সংসারেই থাকুন।